নগর সংস্করণ

বৃহস্পতিবার
২৪ অক্টোবর ২০২৪
৮ কার্তিক ১৪৩১, ২০ রবিউস সানি ১৪৪৬
কথা কম, কাজ বেশি। মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪৩

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
Mutual Trust Bank PLC
you can bank on us
বিশ্বাস ও প্রগতির ২৫ বছর

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করল সরকার

প্রজ্ঞাপন জারি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল।

- ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বিগত ১৫ বছরে হত্যাসহ নানা জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল ছাত্রলীগ।
- ১৫ জুলাই থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্রলীগের সশস্ত্র আক্রমণে শত শত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির দাবির মুখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এখন ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত হলো।

গতকাল বুধবার রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দিয়েছিল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বিগত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, গণরুমকেন্দ্রিক নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট-বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ-যৌন নিপীড়নসহ নানা জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে।

সরকারের প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, গত ১৫ জুলাই থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করে শত শত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং আরও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। এসব কারণ উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯'-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং এই আইনের তফসিল-২-এ এই ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের করা কমিটির গত মাসের এক হিসাবে দেখা যায়, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তখন পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জন নিহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালির স্বাধিকারের বিভিন্ন আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রলীগ। তবে সময়ের পরিক্রমায় ছাত্রলীগ একাধিক ধারায় বিভক্ত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিজেদের মধ্যে দলাদলি, অন্তঃকোন্দল, হামলা-মারামারি, খুন, শিক্ষার্থী নির্যাতন, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ নানা কারণে ছাত্রলীগের সমালোচনা হয়েছে।

চাঁদাবাজির অভিযোগে ২০১৯ সালে সমালোচনার মুখে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী (শোভন) ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর দিবাগত রাতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরেবাংলা হলে ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করেন শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে। বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন আবরার। পরে ওই হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড আর ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেন আদালত।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ZERO POVERTY
সমতা সেভিংস অ্যাকাউন্ট
প্রগতি ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণ
UCB
ucb.com.bd

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ করে একাধিক সংগঠন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকালও সেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান। গতকাল দুপুরে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটির সংবাদ সম্মেলন

রাষ্ট্রপতি প্রশ্নে চাতুরী না করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের অপসারণ প্রশ্নে বিএনপির নেতাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট নয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। এই দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়া এবং ছলচাতুরীর আশ্রয় না নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জাতীয় ঐক্যের জন্য শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের অংশ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এই রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলার আহ্বানও জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি।

রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গতকাল বুধবার এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান সংগঠন দুটির নেতারা। এর আগে গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের পর বিএনপি নেতারা বলেন, রাষ্ট্রপতি পদ নিয়ে এই মুহূর্তে দেশে সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হোক, তা বিএনপি চায় না।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সাহাবুদ্দিনকে অপসারণে চাপ, সরকারও চাপে

রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বিতর্ক

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির বৈঠক। দলটি মনে করে, রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা হলে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনের থাকা না-থাকার প্রশ্নে সংকট তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বঙ্গভবনে থাকবেন নাকি পদত্যাগ করবেন, নাকি অপসারণ করা হবে—এ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে অন্যতম প্রধান দল বিএনপি এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চায় না। দলটি মনে করে, রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা হলে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে।

আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এ বৈঠকে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে একাধিক উপদেষ্টা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে, এমন আলোচনাও রয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। তবে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি থাকবেন কি থাকবেন না, প্রশ্নটি এ মুহূর্তে বাংলাদেশে কোনো আইনি বা সাংবিধানিক প্রশ্ন নয়। এটা একেবারেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।' তিনি বলেন, সরকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান।

গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়। গভীর রাতে ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে বঙ্গভবনের সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। গতকালও দিনের বিভিন্ন সময় কয়েকজনকে বঙ্গভবনের কাছে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। তবে বঙ্গভবনের সামনের রাস্তায় গতকাল সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশের অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এমন প্রেক্ষাপটে গতকাল দুপুর ১২টায় যমুনার সামনে প্রেস ব্রিফিং করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভের বিষয়ে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, 'আমাদের অবস্থান আপনারা দেখেছেন, আমরা বলেছি তাঁরা (বিক্ষোভকারীরা) যেন বঙ্গভবনের পাশ থেকে সরে যান। বঙ্গভবনের আশপাশে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে।'

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১ আরও খবর পৃষ্ঠা ২

গণমাধ্যমের হালচাল ৫

বাংলাদেশ বেতার

বছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকার বেশি, তবু শ্রোতা নেই

সাদিয়া মাহ্‌জাবীন ইমাম, *ঢাকা*

বেতারের শক্তি বিস্ময়কর। মাঝসমুদ্রে যেখানে মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক আর কাজ করে না, ওখানেও পৌঁছে যায় বিপৎসংকেতের ঘোষণা। বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে শক্তিশালী তরঙ্গব্যবস্থা। উন্নত অনেক দেশের বেতারেও এ ব্যবস্থা নেই। সরকারি এই প্রচারমাধ্যমের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকার বেশি। দেশজুড়ে থাকা ১৪টি কেন্দ্রে আছেন পাঁচ শতাধিক বিসিএস কর্মকর্তাসহ তিন হাজার কর্মী। এত কিছু নিয়েও বাংলাদেশ বেতারের জনপ্রিয়তা ও শ্রোতার সংখ্যা শোচনীয়। বিপুল ব্যয়ের প্রতিষ্ঠানের বছরে আয় ১০ কোটি টাকার কম।

শ্রোতারা বলছেন, বাংলাদেশ বেতার তাঁদের শোনার প্রয়োজন হয় না। ভালো গান বা সংবাদে বিশেষ কিছু পান না তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেতারকে সময়োপযোগী করতে সম্পাদনা নীতিতে পরিবর্তন ও প্রতিযোগিতামূলক করার বিকল্প নেই।

তবে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে সাবেক সচিব আসাফউদ্দৌলাহর নেতৃত্বে এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ বেতারকে জনপ্রিয় ও সম্ভাবনাময় করার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল, যা আর আলোর মুখ দেখেনি। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সে তথ্য জানেন না; বরং তাঁরা বলছেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আয় করার দায় নেই।

প্রযুক্তিগুলো কি প্রদর্শনীর

দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে বেতার। রেডিও হোক অথবা মুঠোফোন অ্যাপ; দিন-রাতের যেকোনো সময়ই কিছু না কিছু শোনা যায়। কখনো পুরোনো

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

গোয়েন লুইসের বিশেষ সাক্ষাৎকার

সরকারের সঙ্গে সম্পর্কটা এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ

আজ ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস। এ বিশেষ দিন উপলক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্ক, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা, অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার পরিকল্পনায় সহায়তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী **গোয়েন লুইস**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রাহীদ এজাজ**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

দশরথে বাংলাদেশের মেয়েদের রাত

বাংলাদেশ	৩	১	ভারত

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

মারিয়া মান্দা দুই হাত তুলে প্রবাসী সমর্থকদের করতালির জবাব দিচ্ছেন। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের এই মিডফিল্ডারের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক। কিন্তু বেশিক্ষণ দশরথ রঙ্গশালার গ্যালারির দিকে তাকিয়ে তালি দিতে পারলেন না ময়মনসিংহের কলসিন্দুরের মেয়ে। কাঠমান্ডুতে কাল স্থানীয় সময় রাত পৌনে আটটা পেরিয়ে ততক্ষণে মারিয়ার আশপাশে জড়ো হয়ে গেছেন সাবিনা, সানজিদা, মনিকারাও।

বৃত্তাকার হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখেন একে অন্যের। ফুটে ওঠে দলীয় ঐক্যের ছবি। ভারতের মতো দল একটু আগে ৩-১ গোলে উড়ে গেছে মারিয়াদের কাছে। গ্রুপসেরা হয়েই সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালও নিশ্চিত হয়েছে তাঁদের। আনন্দটা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সপ্তম সাফের শিরোপা ধরে রাখতে শেষ চারে সম্ভাব্য স্বাগতিক নেপালকে এড়াতে পারাতেই। যে নেপালকে ২০২২ সালের ফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

দুই বছর পর আরেকটি সাফের প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানের কাছে হারতে হারতে শেষ মুহূর্তে ড্র করে 'লাইফলাইন' পায় বাংলাদেশ। তবে ম্যাচে মাঝমাঠের প্রাণ মারিয়া মান্দাকে একাদশে না রেখে বিস্ময়ের জন্ম দেন কোচ পিটার বাটলার। গোল আসছে না দেখে মারিয়াকে শেষমেশ নামান ৮২ মিনিটে। রক্ষণে অভিজ্ঞ মাসুরা পারভীনকে বাইরে রেখে সুযোগ দেন তরুণ কোহাতি কিসকুকে। সিনিয়রদের প্রতি কোচের এই 'অবজ্ঞায়' মুখ খোলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় মনিকা চাকমা। কোচ সিনিয়রদের পছন্দই করেন না বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন খাগড়াছড়ির মেয়ে।

গত দুই দিন এ নিয়ে বাংলাদেশ শিবির তোলপাড়। এতে দলের মধ্যে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব খুঁজছেন অনেকেই। তবে এটি আসলে দ্বন্দ্ব নয়। জুনিয়ররা খুব করেই চাইছিলেন কোচ সিনিয়রদের গুরুত্ব দিন। সেটি তিনি দিলেনও কাল ভারত ম্যাচে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

জোড়া গোলে ভারতকে প্রথমার্ধেই ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছিলেন তহুরা খাতুন (ডানে)। ম্যাচসেরাও তিনি। কাঠমান্ডুতে ভারতের বিপক্ষে নিজের দ্বিতীয় গোলের পর শামসুন্নাহার জুনিয়রের সঙ্গে বাংলাদেশের 'নাম্বার টেন'। ছবি : বাফুফে

সংস্কার কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নেই, নারী কম

ছয় কমিশন

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ পেতে গঠিত এসব কমিশনের একটিতেও ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের রাখা হয়নি।

- ছয়টি কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হয়েছে।
- চারটি কমিশনের প্রধানদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সদস্য ঠিক হয়নি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান, বিচার বিভাগসহ ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল হয়নি। কোনোটিতেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। নারীর সংখ্যাও কম।

পূর্ণাঙ্গভাবে ঘোষিত ছয়টি কমিশনের মোট সদস্য ৫০ জন। এর মধ্যে সাবেক আমলা ১৫, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ২, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ৮, বিচারপতি ও বিচারক ৫, আইনজীবী ৬, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ৬ এবং অন্যান্য পেশার (এনজিও, মানবাধিকারকর্মী, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) ৮ জন। এসব পেশাজীবীর মধ্যে নারী পাঁচজন। শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ছয়জনের মধ্যে শুধু একজনের নাম জানানো হয়েছে।

এর বাইরে চারটি কমিশনের শুধু প্রধানদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১০টি কমিশনের প্রধান পদে নারী স্থান পেয়েছেন মাত্র একজন। তা-ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনে।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, সংস্কার কমিশনগুলোতে আমলাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রাখা হয়েছে। তবে সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষকদের প্রাধান্য বেশি (পাঁচজন)।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী ও অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু সংস্কার কমিশনগুলো গঠনের ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হয়নি।

সংস্কার কমিশনগুলোতে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় হতাশা প্রকাশ করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন চাকমা সার্কেলের প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়। ১৩ অক্টোবর তিনি তাঁর ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, '(সংস্কার কমিশনে) আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক বা সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা হয় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত বা দৃশ্যমানভাবে অপর্যাপ্ত। এটা একজন নোবেলজয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে।'

> (সংস্কার কমিশনে) আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক বা সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা হয় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত বা দৃশ্যমানভাবে অপর্যাপ্ত।
>
> **রাজা দেবাশীষ রায়**, চাকমা সার্কেল প্রধান

রাজা দেবাশীষ রায় *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সংস্কার কমিশন গঠনপ্রক্রিয়ায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আমাকে ওই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরপর কীভাবে সেই নিয়োগপ্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল, সেটি আমি বলতে পারব না।'

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারে জোর দিচ্ছে। সংবিধান, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারে সুপারিশ দিতে পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠিত হয়েছে। পরে গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারী ও শ্রম বিষয়ে সংস্কারের সুপারিশের জন্য চারটি কমিশন গঠন ও প্রধানের নাম ঘোষণা করা হয়। এসব কমিশনের সদস্যদের নাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি। ১৭ অক্টোবর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছিলেন, ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক চিফ অব স্টাফের মন্তব্য

ফ্যাসিস্টের সংজ্ঞায় পড়েন ট্রাম্প

সিএনএন

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্যাসিস্টের সাধারণ সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন। নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলারের প্রতি তাঁর জেনারেলরা যেমন অনুগত ছিলেন, তেমন অনুগত জেনারেল চান তিনি। সরকার পরিচালনায় তাঁর পছন্দ একনায়কসুলভ পদক্ষেপ। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করা জন কেলি এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন।

একাধিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া অবসরপ্রাপ্ত এই মেরিন জেনারেলের পৃথক সাক্ষাৎকার গত মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এ বক্তব্য লুফে নিয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা। তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে ট্রাম্পশিবির।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে কিছু অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোট প্রদান শুরু হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বকে কীভাবে দেখেন এবং আবার প্রেসিডেন্ট হলে কীভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, সে বিষয়ে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের সাবেক সহযোগীদের সতর্কবার্তার মধ্যেই এমন মন্তব্য করলেন কেলি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

আজকের আবহাওয়া

ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৫ মিনিটে
আজ সূর্যোদয় : ৬টায়

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সৈয়দপুরে ৩৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২০.৪° সেলসিয়াস

প্রধান উপদেষ্টা সুস্থ আছেন

বাসস, *ঢাকা*

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস পুরোপুরি সুস্থ আছেন। তিনি গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনপির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

পরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো আছেন। তিনি সপ্তাহজুড়ে অনেক বৈঠক করেছেন, যা আমরা নিয়মিত সাংবাদিকদের জানাচ্ছি। তিনি বিএনপির একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।' রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরকারের চলমান সংলাপের অংশ হিসেবে বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার মতবিনিময় হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ

বাসস, *ঢাকা*

মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেলেন লাফেভ গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও হেলেন লাফেভ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সাম্প্রতিক বৈঠকের সময় আলোচিত মূল বিষয়গুলোর অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করেন তাঁরা।

বৈঠকে হেলেন লাফেভ প্রধান উপদেষ্টাকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করবে বলে অবহিত করেন এবং সফরসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ইউনূস এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত সংস্কার উদ্যোগগুলোর বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ছয়টি প্রধান সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে তাদের কাজ শুরু করেছে এবং তারা দেশের অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

এইচআরডব্লিউর চিঠি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনের আহ্বান

প্রথম আলো ডেস্ক

সুষ্ঠু বিচার ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা উচিত বলে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রেক্ষাপটে এই অভিমত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থাটি।

এই অভিমত জানিয়ে সোমবার আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে এইচআরডব্লিউ। মঙ্গলবার সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এ-বিষয়ক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থাটি বলেছে, বিচার শুরু করার আগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত হবে, মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তির যথাযথ অধিকার নিশ্চিত করার জন্যও সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে অনুদান দেবে ইউএসএআইডি

বাসস, *ঢাকা*

বাংলাদেশে জলবায়ু সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দেবে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা (ইউএসএআইডি)। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন।

এ অনুদান ইউএসএআইডির ক্লাইমঅ্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত হবে, যা বাংলাদেশে সবুজ ও জলবায়ু সহনশীল পথ অনুসরণে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি মূলত তিনটি ক্ষেত্রের ওপর গুরুত্ব দেবে: নীতি ও পরিকল্পনা, অর্থায়ন প্রাপ্তি এবং জলবায়ু কার্যক্রমের শাসনব্যবস্থা।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টার সঙ্গে গতকাল বুধবার সচিবালয়ে ইউএসএআইডির পরিচালক জোসেফ লেসার্ডের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠকের পর উপদেষ্টা এ তথ্য জানান।

বৈঠকে ক্লাইমঅ্যাক্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধির বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'ক্লাইমঅ্যাক্ট প্রকল্প আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইউএসএআইডির এই সহযোগিতা আমাদের দুর্বল জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করবে।'

৫২ মাস ধরে বেতন না পেয়ে আন্দোলনে ৭৩৮ শিক্ষক

সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

২০১২ ও ২০১৪ সালে দুই ধাপে 'স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে এই শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রকল্পের আওতায় নিয়োগ পাওয়া ৭৩৮ জন শিক্ষক বেতনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এ দাবিতে ঢাকার আগারগাঁওয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে গত রোববার থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকেরা।

আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৭৩৮ জন ৫২ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এ পরিস্থিতিতে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ২০১২ ও ২০১৪ সালে দুই ধাপে সরকার 'স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি)' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়। পরে সরকার দুই ধাপে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। ২০১৯ সালের জুন মাসে সেই মেয়াদ শেষ হয়। ওই বছরের ৩০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই কারিগরি শিক্ষকদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশনা দেয়।

শিক্ষকেরা বলছেন, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্পের অধীনে নিয়োগ করা শিক্ষকদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাবে সম্মতি দেন। পাশাপাশি এসব শিক্ষকের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বেতন সরকার থোক বরাদ্দ থেকে দেওয়া এবং তাঁদের রাজস্ব খাতের প্রক্রিয়াধীন শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কোভিড মহামারির কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে এসব শিক্ষককে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে বন্ধ হয়ে যায় তাঁদের বেতন-ভাতাও।

চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মনিরুজ্জামান তুষার *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা ২০২০ সালের জুন মাসে সর্বশেষ বেতন পেয়েছেন। এরপর ৫২ মাস ধরে বেতন না পেয়ে ৭৩৮ জন শিক্ষক পরিবার-পরিজন নিয়ে কঠিন সময় পার করছেন।

শিক্ষকেরা বলছেন, বেতনের দাবিতে এর আগেও তাঁরা কর্মসূচি পালন করেছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট ও অনশন কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। বেতন দ্রুত ছাড় করার আশ্বাস পেয়ে কর্মসূচি তুলে নেন শিক্ষকেরা। বেতন ছাড় না হওয়ায় ২০২৩ সালের মে মাসে তাঁরা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেবারও অতি দ্রুত বেতন ছাড় করার আশ্বাস দিয়ে শিক্ষকদের কর্মস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এবারও কাজ হয়নি। তাই রোববার থেকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে আবারও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আজিজ তাহের খান গতকাল বুধবার বিকেলে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এ বিষয়ে করণীয় নিয়ে আমাদের দিক থেকে কোনো ঘাটতি নেই। জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা পেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেষ্টা নাহিদ

আ.লীগকে রাজনীতিতে ফিরতে দেওয়া হবে না

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

নাহিদ ইসলাম

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ রাজনীতি করার অধিকার রাখে না বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা আওয়ামী লীগকে বলি একটি ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল। এখন প্রশ্ন আসে, ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কীভাবে রাজনীতি করতে পারে? যদি আওয়ামী লীগ ফিরে আসে, তাহলে গণ-অভ্যুত্থান ও শহীদদের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। আমাদের জীবন থাকতে তা হতে দেওয়া হবে না।'

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে 'গণ-অভ্যুত্থানের সরকার, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের সংবিধান গত ১৬ বছরে আমাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। নতুন বাংলাদেশে যেন সেই রকম ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক নয়। গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাকে সরিয়ে দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে বসানো হয়েছে, যাতে আরেকজন শেখ হাসিনা হয়ে উঠতে না পারে। বাংলাদেশের কিছু মৌলিক বিষয়ের সংস্কার দরকার। আর এ জন্য দরকার রাজনৈতিক বন্দোবস্ত।'

পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, 'এখন বলা হচ্ছে সাংবাদিক, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, লেখকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, মামলা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের আসলে পেশাগত পরিচয় সামনে আনা হচ্ছে; কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি, যে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির অংশীদার ছিল, সুবিধাভোগী ছিল, তার একটাই পরিচয় সে ফ্যাসিস্ট এবং গণহত্যাকারী।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী মুশফিকুস সালেহীনের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য জাহেদ উর রহমান, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন প্রমুখ।

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় দরজি দোকানের কর্মচারী বিশ্বজিৎ দাসকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান। একই বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র জুবায়ের আহমেদকে হত্যা করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ২০১৮ সালে আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। একই দাবিতে ২০২৪ সালে আবার আন্দোলন শুরু হলে গত ১৫ জুলাই শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। ওই দিনই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, ক্যাম্পাসে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ হয়েছে, তার জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ প্রস্তুত। তবে ১৬ জুলাই রাতে এবং পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বের করে দেন শিক্ষার্থীরা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তাঁদের বের করে দেওয়া হয়।

২০২২ সাল থেকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন সাদ্দাম হোসেন। সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ (ইনান)। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে আত্মগোপনে চলে যান ছাত্রলীগের নেতারা। তবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার পর গত রাতে ছাত্রলীগের প্যাডে তাঁদের স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। বিবৃতিতে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করা হয়।

যে দাবির মুখে নিষিদ্ধ হলো

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাদের ঘোষিত পাঁচ দফা দাবির দ্বিতীয়টি ছিল ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে এই সপ্তাহের মধ্যে আজীবন নিষিদ্ধ করতে হবে। এরই মধ্যে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। সেখান থেকে ছাত্রলীগকে আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে নিষিদ্ধের সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এই সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন বাংলাদেশে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। গত ১৬ বছর ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগ যে ধরনের নৃশংসতা চালিয়েছে ও হলগুলোকে যেভাবে নির্যাতনকেন্দ্র বানিয়েছে, সেখানে তাদের ন্যূনতম পুনর্বাসনের সুযোগ নেই। একটি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য যত ধরনের উপাদান প্রয়োজন, সব কটিই ছাত্রলীগের রয়েছে।

সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নেই, নারী কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিশনের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য সরকার কয়েকটি কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এসব কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের ঘাটতি আছে।

সংস্কার কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা *প্রথম আলো*কে বলেন, কমিশনগুলো নাগরিক সমাজ, সংখ্যালঘু প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত নিয়েই তাদের সুপারিশ বা প্রস্তাব তৈরি করবে। ফলে সমাজের সবার মতামতের প্রতিফলন ঘটবে বলেই সরকার মনে করছে।

চারটি কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁরা কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে অনানুষ্ঠানিক আলাপে তাঁরা স্বীকার করেন যে কমিশনগুলোতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুসহ সব পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নেই এবং নারী প্রতিনিধিত্বও কম।

অংশীজনদেরও আপত্তি

শুধু ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নয়, কমিশনে প্রতিনিধিত্ব না থাকা নিয়ে অংশীজনদের মধ্য থেকেও আপত্তি এসেছে। যেমন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন নিয়ে আপত্তি করেছেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। তাঁদের দাবি, এ কমিশন সব ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব করে না। এতে জনপ্রশাসনের সমস্যার সঠিক চিত্র উঠে আসবে না।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সাত সদস্যের মধ্যে ছয়জনই প্রশাসন ক্যাডারের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। বাকি ২৫টি ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে কোনো ক্যাডারেরই সাবেক বা বর্তমান কোনো কর্মকর্তা এই কমিশনে নেই। এই কমিশনে আমলাদের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম ফিরোজ আহমেদকে রাখা হয়েছে।

৫ অক্টোবর জনপ্রশাসন সংস্কারে গঠিত কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ছয়টি কমিশনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সংবিধান সংস্কার কমিশন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রীয়াজের নেতৃত্বে গঠন করা এই কমিশনেও সংখ্যালঘু এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই সংবিধান নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। কেউ কেউ বিদ্যমান সংবিধান বাদ দিয়ে নতুন করে সংবিধান লেখার পক্ষেও বলছেন। এই কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার বলে মনে করেন অনেকে।

'আলোচনা হতে পারে'

দেশের জনসংখ্যার ৯১ শতাংশের কিছু বেশি মুসলমান। ৯ শতাংশের মতো হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের। জনসংখ্যার একটি অংশ জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু। প্রতিনিধিত্ব না থাকা নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, সংস্কার কমিশনগুলোতে নারী প্রতিনিধি কম এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রতিনিধি না থাকা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এর পরও কমিশনগুলো সব পক্ষের স্বার্থ বিবেচনা করে সংস্কারের প্রস্তাব তৈরি করতে পারে। সে জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান। ১২ সদস্যের ওই টাস্কফোর্সে একজনও ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নেই।

সেলিম রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, সংস্কার কমিশন এবং কিছু কিছু কমিটি প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া দরকার ছিল। এখনো সরকার সেগুলোকে প্রতিনিধিত্বশীল করতে নতুন সদস্য দিতে পারে। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর আমরা বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশের কথা বলছি। সব ক্ষেত্রেই বিষয়টি মনে রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্ক চায় ভারত : প্রণয় ভার্মা

ইউএনবি, *ঢাকা*

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল, ইতিবাচক ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়; যা দুই দেশের আন্তনির্ভরতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং সেখানে উভয় দেশের জনগণই প্রধান অংশীদার।

গতকাল বুধবার মিরপুরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে ২০২৪ এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। সেখানে ভারতের বৈদেশিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে কথা বলেন তিনি। নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা, বিশ্ব প্রশাসনের সংস্কার এবং গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ প্রচারের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও দ্রুত জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেন প্রণয় ভার্মা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকার 'প্রতিবেশী প্রথম', 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি', সাগর ডকট্রিনের পাশাপাশি ভারতের ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশনের আওতায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন প্রণয় ভার্মা।

লেবানন থেকে দেশে ফিরেছেন ৬৫ জন

বাসস, *ঢাকা*

যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবানন থেকে দ্বিতীয় দফায় গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় দেশে ফিরেছেন ৬৫ বাংলাদেশি। এ নিয়ে লেবানন থেকে ১১৯ বাংলাদেশি দেশে ফিরলেন।

বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা বাসসকে জানান, ২ নবজাতকসহ মোট ৬৫ লেবাননপ্রবাসী সৌদি আরবের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে গতকাল সন্ধ্যা ৫টা ৩৪ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

আজ বৃহস্পতিবার তৃতীয় দফায় আরও ৩১ বাংলাদেশি দেশে ফিরবেন।

বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, লেবাননের স্থানীয় সময় আজ সকালে তৃতীয় দফায় দেশে ফেরার জন্য দেশটির রফিক হারারি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জেদ্দায় যাবেন ৩১ বাংলাদেশি। সেখান থেকে তাঁদের বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

লেবানন থেকে দেশে ফিরতে মোট ১ হাজার ৮০০ বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। এর আগে গত সোমবার লেবাননে আটকা পড়া ৫৪ বাংলাদেশি নাগরিকের প্রথম দলটি ২১ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় দেশে ফিরে আসে।

লেবাননে চলমান সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে আইওএমের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে প্রত্যাবাসনের প্রচেষ্টা সমন্বয় করা হচ্ছে।

ইসির সাবেক সচিব হেলালুদ্দীন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সাবেক সচিব হেলালুদ্দীন আহমদকে আটক করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের খুলশীর তুলাতুলী এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফজলুল কাদের চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, হেলালুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। হেলালুদ্দীন আহমদ ২০২২ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ থেকে অবসরে যান। এর আগে তিনি ইসি সচিব ছিলেন। সর্বশেষ তিনি সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্য ছিলেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে একরামুল করিম নামের এক মুক্তিযোদ্ধার করা মামলায় সাবেক ইসি সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, কে এম নূরুল হুদা ও কাজী হাবিবুল আউয়াল, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী সংসদ সদস্যদের আসামি করে চট্টগ্রামে প্রতারণা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো সতর্ক অবস্থানে

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। কোনো কোনো দল এ বিষয়ে এখনই মন্তব্য করতে চাইছে না। আবার কোনো কোনো দল বলছে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ঘিরে এ মুহূর্তে নতুন একটি সংকট তৈরি হতে দেওয়া ঠিক হবে না। কোনো কোনো দলের আশা, রাষ্ট্রপতি নিজে থেকেই পদত্যাগ করবেন।

শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই—সম্প্রতি এই মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ কয়েকটি সংগঠন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি তুলেছে। গত মঙ্গলবার বঙ্গভবনের সামনে দীর্ঘ সময় বিক্ষোভও হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে গতকাল বুধবার সকালে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির তিন নেতা। দলটি বলছে, রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে এ মুহূর্তে দেশে সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হোক, সেটা বিএনপির কাছে কাম্য নয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মতও অনেকটা একই ধরনের। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ঘিরে যা হচ্ছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত। কারণ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন কি না, এটা এখন অপ্রয়োজনীয় আলোচনা। এখনকার এজেন্ডা হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ। এখন এমন কোনো সংকট সৃষ্টি করা উচিত হবে না, যা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং নির্বাচনের পথকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র নিয়ে দুই ধরনের বক্তব্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে থাকার নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বলে মনে করেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক। তবে তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ঘিরে যা হচ্ছে, সেটাও সমর্থনযোগ্য নয়। নুরুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, পদত্যাগের দাবি ঘিরে ৪০-৫০ জন বঙ্গভবনের সামনে যেসব হাস্যকর কর্মকাণ্ড করেছেন, তা সমর্থন করা যায় না। এ মুহূর্তে কোনো নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বা সংকট তৈরি করা ঠিক হবে না। আপাতত রাষ্ট্রপতিকে না সরানোই উত্তম। যদি বিকল্প কিছু করতেই হয়, তাহলে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এবি পার্টি আশা করে, মো. সাহাবুদ্দিন নিজে থেকেই রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। দলটির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সকলকেই আমরা ফ্যাসিবাদের ধারক ও বাহক মনে করি। এই রাষ্ট্রপতির অধীনে শপথ নেওয়ার কারণে এমনিতেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি ছাত্র-জনতার বিরাট একটা অংশের অসন্তোষ আছে। সে রকম একটি নাজুক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি বিভ্রান্তিমূলক দুই ধরনের বক্তব্য দিয়ে নিজেই সমস্যাকে জটিল করে তুলেছেন।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা মনে করেন, সরকার কী করতে চাইছে, সেটা অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে করা উচিত।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবির প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না। অবশ্য এর আগের দিন মঙ্গলবার তিনি বলেছিলেন, এ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রপতির পদে থাকা সমীচীন নয়।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের দলীয় ফোরামে বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি। তাই এ বিষয়ে এখন কোনো মন্তব্য করতে চান না।

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দমিছিল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দমিছিল ও সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে থেকে আনন্দমিছিল বের করেন। টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে এসে মিছিল শেষ করে তাঁরা সমাবেশ করেন।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে গতকাল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের কথা ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। এ কর্মসূচির জন্য রাত সোয়া নয়টার দিকে নেতা-কর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার খবর পান তাঁরা। তখনই আনন্দমিছিল শুরু করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা মিছিলে 'এই মুহূর্তে খবর এল/ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হলো', 'ছাত্রলীগ জঙ্গি/ খুনি হাসিনার সঙ্গী', 'দিয়েছি তো রক্ত/ আরও দেব রক্ত', 'ছাত্রলীগ গর্তে/ খুনি হাসিনা ভারতে', 'দিল্লি না ঢাকা/ ঢাকা ঢাকা' প্রভৃতি স্লোগান দেন।

মিছিল শেষে রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বক্তব্যের শুরুতে সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'আজকে বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কমুক্ত হলো।'

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নুসরাত তাবাসসুম বলেন, 'আমরা আজীবন এই সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।' অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু সাঈদ বলেন, 'আজকে আমরা অনেক বেশি খুশি। কারণ, ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা সারা দেশ থেকে ছাত্রলীগ ও তার দোসরদের সমূলে উৎখাত করতে চাই। আজকে ঢাকা শহরের মিষ্টি শেষ হয়ে যাক, তবুও আনন্দ শেষ না হোক।'

হাসিব আল ইসলাম বলেন, 'একজন চারণ কবি বলেছিলেন, ছাত্রলীগ নাকি ছিল, আছে এবং থাকবে; কিন্তু আজ তারা কোথায়? আজ খুনি হাসিনাও নেই, চারণ কবিও নেই, ছাত্রলীগও নেই। তারা রাজপথ থেকে সৃষ্টি হয়ে রাজপথ থেকেই পালিয়ে গেছে।' বাংলাদেশে আর মুজিববাদের কোনো ঠিকানা হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, '২৪-এর বিপ্লব সবাইকে দেখিয়েছে মুজিববাদ দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের কাছে সত্য ইতিহাস গোপন করে রেখেছিল; কিন্তু এখন তারা আর সেটি পারবে না। আমরা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের পরাজিত করেছি। এখন দেশের সব সাধারণ মানুষ লুক্কায়িত সত্য ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।'

এদিকে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের খবরে ময়মনসিংহ নগর, ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও চাঁদপুরে গতকাল রাতে আনন্দমিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আনন্দমিছিল। গতকাল রাতে রাজু ভাস্কর্যে। প্রথম আলো

রাষ্ট্রপতি প্রশ্নে চাতুরী না করার আহ্বান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সন্ধ্যায় জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। এতে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'আজকে (গতকাল) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বৈঠক ছিল। সেখানে তারা হাসিনার ফ্যাসিস্ট রেজিমের অংশগুলো এখনো রাখা বা বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'বিএনপি বলছে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মতো দল ছাড়া প্রাসঙ্গিক দলগুলোর প্রতি আমরা জাতীয় ঐক্যের ডাক দিচ্ছি।'

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'চুপ্পু (রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ডাকনাম) বলেছেন, তিনি রাজপথে ছাত্রলীগের প্রোগ্রাম দিয়ে উঠে এসেছেন, উনি ভেসে আসেন নাই। গণ-অভ্যুত্থানের হাজারো শহীদের জীবনের ওপর শপথ করে আমরা বলছি, আমরাও ভেসে আসি নাই; ফ্যাসিস্ট রেজিমের কোনো অংশ আমরা বাংলাদেশে বিরাজমান দেখতে চাই না। এই ফয়সালা রাজনৈতিকভাবে করতে হবে।'

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি নাসীরুদ্দীন বলেন, 'দেশবাসীর কাছে আমাদের আহ্বান, কোনো রাজনৈতিক দল যদি ফ্যাসিস্ট রেজিমের অংশ চুপ্পুকে সরানোর আন্দোলনে না আসে, আমরা তাদের ত্যাগ করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা চাই না, বাহাত্তরের পচা-গলা বাকশালি সংবিধান দেশে বিরাজমান থাকুক। আমাদের সব সংকটের মূলে বাহাত্তরের এই সংবিধান।'

যারা অভ্যুত্থানের এক দফা দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে, যারা গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে, তারা কখনোই বাহাত্তরের সংবিধানের পক্ষে থাকতে পারে না—এমন মন্তব্য করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আজকে আমাদের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে (বক্তব্য এসেছে যে তারা) সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার দোহাই দিয়ে চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন দেখতে চায়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী ও ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, বাহাত্তরের সংবিধান ও অভ্যুত্থানের প্রশ্নে আপনাদের অবস্থান স্পষ্ট করা জরুরি। কারণ, যারা গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে, তারা কোনো দিন বাহাত্তরের সংবিধানের পক্ষে থাকতে পারে না।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সংবাদ সম্মেলন। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : প্রথম আলো

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গত মঙ্গলবার যে পাঁচ দফা দাবি ঘোষণা করেছে, তা গণ-অভ্যুত্থানকে বিপ্লবে পরিণত করার চূড়ান্ত দফা বলে জানান হাসনাত। দাবিগুলো হলো বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধান বাতিল করে '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নতুন করে সংবিধান লেখা, চলতি সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রলীগকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা (গত রাতে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে), এই সপ্তাহেই রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি, এই সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে প্রক্লেমেশন অব রিপাবলিক ঘোষণা এবং ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করা।

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন, সে বিষয়ে কোনো পছন্দ আছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে নাসীরুদ্দীন বলেন, 'আমরা একটা রাজনৈতিক সমাধান চাই। রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে বসুক, সমাজের বিজ্ঞজনেরা একসঙ্গে বসুক। বসে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিক। দেশের জন্য যিনি সবচেয়ে মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর, তাঁকেই আমরা চাইব।'

সংবাদ সম্মেলনে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান, সংগঠনটির মুখপাত্র উমামা ফাতেমা, নাগরিক কমিটির সদস্য মানজুর আল মতিন, সংগঠনের মুখপাত্র সামান্তা শারমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

“ফ্যাসিবাদ ও তাদের দোসররা দেশে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় সংকট তৈরির চেষ্টা করছে।

সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি; প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর প্রথম আলোকে

সংক্ষেপে

আরইবি, পবিসের কাঠামো পুনর্মূল্যায়নে কমিটি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (পবিস) কাঠামো পুনর্মূল্যায়নে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। কমিটির সভাপতি করা হয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ ফারহাত আনোয়ারকে। অন্য সদস্যরা হলেন এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের এ কে এনামুল হক, বুয়েটের ইইই বিভাগের অধ্যাপক মো. জিয়াউর রহমান খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ। দুই দফা দাবিতে টানা কয়েক মাস আন্দোলন করছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গত সপ্তাহে তাঁদের কয়েকজন চাকরিচ্যুত ও গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর মধ্যেই এ কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি সম্পর্কে বিদ্যুৎ বিভাগের আদেশে বলা হয়, বিদ্যমান পল্লী বিদ্যুতায়ন কাঠামো পর্যালোচনার জন্য এই কমিটি গঠন করা হলো।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৃষ্টি

বৃষ্টিতে ভিজে গন্তব্যে যাচ্ছেন এক গোয়ালা। গতকাল পাবনার দাপুনিয়ায়। হাসান মাহমুদ

রাবি ছাত্রদল নেতাকে পদ থেকে বহিষ্কার

শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফারুক হোসেনকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মামলা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলে চাঁদা চাওয়ার বিষয়ে ছাত্রলীগের এক নেতার সঙ্গে ফোনালাপের অডিও ফাঁস হওয়ার ঘটনায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হলো। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে করা একটি মামলা থেকে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈকত রায়হানকে বাঁচানোর কথা বলে চাঁদা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে। এ-সংক্রান্ত মুঠোফোনে কথোপকথনের ৯ মিনিট ৭ সেকেন্ডের একটি কল রেকর্ড ফাঁস হয়।
প্রতিনিধি, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। গতকাল ঢাকা কলেজের সামনে। ছবি : সাজিদ হোসেন

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, দুর্ভোগ

সাত কলেজ

আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবিতে শনিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে গতকাল বুধবার তিন ঘণ্টা রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় অবরোধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। দাবি মানার জন্য শনিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে গতকালের কর্মসূচি শেষ করেন তাঁরা। অবরোধের সময় আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন পরিবহনের যাত্রীরা।

গতকাল ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী ও আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবদুর রহমান বেলা পৌনে তিনটার দিকে কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, ‘আমরা সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার (আজ) ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণসংযোগ করব। আগামী শুক্রবার কোনো কর্মসূচি নেই। শনিবার পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসার জন্য অপেক্ষা করে সেদিন বিকেলে ঢাকা কলেজের মূল ফটকের সামনে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

এর আগে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা কলেজ থেকে বের হয়ে কয়েক শ শিক্ষার্থী সায়েন্স ল্যাব মোড়ে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। সেখানে তাঁরা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে মিছিল নিয়ে নীলক্ষেত মোড়ে যান তাঁরা। পরে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের মূল ফটকের সামনে এসে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। এর ফলে নিউমার্কেট এলাকার সড়কগুলোয় যানজট দেখা দেয়। এতে করে জনভোগান্তির সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অনেকেই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর বাস থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে রওনা দেন।

অবরোধের সময় শিক্ষার্থীরা ‘অধিভুক্ত বাতিল করো, সাত কলেজ স্বাধীন করো’, ‘দফা এক দাবি এক, অ্যাফিলিয়েটেড নট কাম ব্যাক’, ‘আর নয় সংস্কার, এবার চাই অধিকার’, ‘শিক্ষা না বাণিজ্য, শিক্ষা শিক্ষা’, ‘টু জিরো টু ফোর, অ্যাফিলিয়েটেড নো মোর’, ‘ঢাবির প্রহসন, মানি না মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

> “দাবি মেনে না নেওয়া হলে পরবর্তী সময়ে কঠোর আন্দোলনে নামব।
>
> **সুলাইমান সিকদার**, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী

আন্দোলনে অংশ নেওয়া ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী সুলাইমান সিকদার বলেন, ‘স্বতন্ত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে আবার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি; দাবি মেনে না নেওয়া হলে পরবর্তী সময়ে কঠোর আন্দোলনে নামব।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থাকার কারণে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের বৈষম্যের শিকার বলে দাবি করেন। শিক্ষার্থীরা মনে করেন, ২০১৭ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রাজধানীর সরকারি সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত। ফলে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এসব কলেজকে অধিভুক্ত করা হয়েছিল, সেটা বিগত আট বছরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বৈষম্যমূলক বিভিন্ন নীতি ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার যথাযথ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

দীর্ঘদিনের অধিভুক্তির পরও যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার মানের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি, সেখানে এমন অধিভুক্তি ধরে রাখা অর্থহীন বলে মনে করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সামনে বর্তমানে যেসব সমস্যা বড় আকারে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের অভাব। এ ছাড়া বিভাগভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষকের অভাব, গবেষণার সুযোগের অপ্রতুলতা, একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অনুপস্থিতি, শ্রেণিকক্ষের তীব্র সংকট, পরীক্ষাগারসংকট, আবাসন সমস্যা, পরিবহনসংকট, ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব, একাডেমিক সিলেবাস অসম্পূর্ণ থাকাসহ পরীক্ষা মূল্যায়নে অকৃতকার্য করিয়ে দেওয়া।

এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কারও কাছ থেকেই কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় আন্দোলন করে যাচ্ছেন বলে জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও স্মারকলিপি

সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে গতকাল উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে গলার কাঁটা বয়ে বেড়াচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নিজেদের শিক্ষার্থীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে, সাত কলেজ সেখানে আরও বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ‘কলেজের সঙ্গে অধিভুক্তির পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষকদের গবেষণা, সাইটেশনসহ বহু দিক দিয়ে আমাদের র‍্যাঙ্কিং অনেক নিচে নেমে গেছে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের প্রশ্নে আমরা সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল চাই।’ সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে এর আগে গত মঙ্গলবার বিক্ষোভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের তিন দাবি

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের তিনটি দাবির মধ্যে রয়েছে : সাত কলেজ নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে। ওই সংস্কার কমিটিকে অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সাত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সাত কলেজের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রূপরেখা তৈরি করতে হবে। সংস্কার কমিটি বর্তমান কাঠামো সচল রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে, যাতে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সেশন জটিলতার পরিবেশ তৈরি না হয়।

সোমবারও রাজধানীর ঢাকা কলেজের সামনে সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা তিনটি দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিলেন।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এখন তরুণদের যুক্ত হওয়া উচিত

ব্লাস্টের মতবিনিময় সভা

তারুণ্যের শক্তি দিয়ে বহু পুরোনো এই সামাজিক সংকট মোকাবিলায় নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বছর দেড়েক আগে মাধ্যমিক পাসের পর বিয়ে হয় কিশোরী মেয়েটির। মেয়েটির ভাষায়, পরিবারে তখন আর্থিক সংকট চলছিল। তাই বিয়ের প্রস্তাব আসার পর মা-বাবা মানা করেননি। কথা ছিল, বিয়ের পরও সে পড়াশোনা করতে পারবে। কিন্তু বিয়ের পর দেখে, পুরো উল্টো চিত্র। সংসারের কাজেই চলে যেত তার সারা দিন। এর মধ্যে সন্তান নেওয়ার জন্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন চাপাচাপি করতে থাকেন। সেই সময় তিনি গর্ভধারণ করলেও গর্ভপাত হয়ে যায়। পড়াশোনাও আর এগোয়নি।

গতকাল বুধবার রাজধানীতে বাল্যবিবাহ নিরসন নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরী এসব কথা বলছিল। তবে অনুষ্ঠান শেষে এই প্রতিবেদককে সে নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলে, ‘বিয়েটা এখনো টিকে আছে। এসব কথা বলেছি জানলে সমস্যা হতে পারে।’

কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত ডেইলি স্টার সেন্টারে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। ‘বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ : পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ নিরসনে তরুণদের ভূমিকা ও করণীয়’ শিরোনামে এই সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে তরুণদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তারুণ্যের শক্তি দিয়ে বহু পুরোনো এই সামাজিক সংকট মোকাবিলায় নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

সভায় জানানো হয়, দেশে এখনো বাল্যবিবাহের হার ৫০ শতাংশ। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন থাকলেও জনসচেতনতার অভাব এবং মেয়েদের জন্য যথার্থ বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় আইনটি তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সভায় বাল্যবিবাহ রোধে তরুণদের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন। সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তনে তরুণেরা ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের মতো সামাজিক পটপরিবর্তনে তরুণদের সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

পরিবর্তিত পটভূমিতে বাল্যবিবাহ নিরসনে তরুণদের ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক (প্রফেসরিয়াল ফেলো) এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর পটপরিবর্তন হয়েছে। এখন নতুন সম্ভাবনা, নতুন আশাবাদ তৈরি হয়েছে। তরুণেরা কীভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন, সেটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সভাটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন। সভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদা রেহানা বেগম, স্বর্ণ কিশোরী নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফারজানা ব্রাউনিয়া, সাজেদা ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ গবেষণা উপদেষ্টা সাজেদা আমিন (অনলাইনে যুক্ত হন), বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি ফারহানা হোসেন, বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কানেকশনের (বিডব্লিউএইচসি) নির্বাহী পরিচালক শরীফ মোস্তফা হেলাল, ব্র্যাকের মিতালি জাহান, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) শিক্ষার্থী মোবাশ্বেরা করিম, সেফ প্লাস কর্মসূচির কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য শারমিন আক্তারসহ অনেকে। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ব্লাস্টের সহকারী পরিচালক তাপসী রাবেয়া।

দেশে গ্যাস বিল বকেয়া ৩০ হাজার কোটি টাকা

জ্বালানি খাত

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাছে পাওনা ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। আর সরকারি সার কারখানায় গ্যাস বিল পাওনা ২,৩০০ কোটি টাকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে গত আগস্ট পর্যন্ত গ্যাসের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাছে পাওনা ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। আর সরকারি সার কারখানায় গ্যাস বিল পাওনা ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

জ্বালানি খাতের প্রতিবেদকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। গতকাল বুধবার পেট্রোবাংলার প্রধান কার্যালয়ে এ সভা হয়। এতে সংস্থাটির চেয়ারম্যান জনেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, শিল্প খাতে গ্যাসের দাম বেশি, পাওনা আদায়ের হারও বেশি। আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক খাতের বিল দিয়েই সব খরচ চালানো হচ্ছে।

সভায় বলা হয়, সরকারি সংস্থার কাছ থেকে বকেয়া বিল আদায়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করছে পেট্রোবাংলা। শিল্প খাতে বর্তমানে ৩৫৪টি নতুন সংযোগের আবেদন জমা আছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পরামর্শে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আবাসিকে নতুন করে সংযোগ চালুর বিষয়ে সরকারের এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেই।

দেশের সবচেয়ে বেশি গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্র বিবিয়ানায় উৎপাদন কমার বিষয়ে জানতে চাইলে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান বলেন, গ্যাস ব্যবহার করতে থাকলে মজুত কমবেই। বিবিয়ানায় কমলে যে ঘাটতি তৈরি হবে, তা মোকাবিলায় নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উৎপাদন বাড়াতে ৫০টি কূপ খনন করা হচ্ছে, ১০০টি কূপের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সভায় একটি নিবন্ধ তুলে ধরেছে পেট্রোবাংলা। এতে বলা হয়, অবৈধ সংযোগ উচ্ছেদে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। গত বছর ১৮৬টি অভিযান চালানো হয়েছে। এতে ২ লাখ ১৯ হাজার ২৬৫টি চুলার সংযোগ ও ৭টি শিল্পগ্রাহকের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে দিনে প্রায় ২ কোটি টাকার গ্যাস সাশ্রয় করা হয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৯৫টি অভিযান চালানো হয়েছে। এতে সোয়া লাখ চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পেট্রোবাংলার পরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান, মো. কামরুজ্জামান খান, মো. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

অন্য আলো

রাজনৈতিক কবিতার বাইরের শামসুর রাহমান

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা মূর্ত হয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। এ কারণেই ‘জাতীয়তাবাদী কবি’র তকমা জুটেছে তাঁর ললাটে। তবে বাংলা কবিতার ভাষায় ঢাকার মালিকানাস্বত্বের প্রতিষ্ঠাও কি এই কবির হাতে ঘটেছে? এসব প্রশ্নের তত্ত্বতালাশ করেছেন **কুদরত-ই-হুদা**।

আরও থাকছে

• গল্প, কবিতাসহ নিয়মিত সব আয়োজন

গোল্লাছুট

• বল্টু বাঁদর
• কী এঁকেছি দেখো
• গুড্ডুবুড়া

নতুন নতুন চাকরির খবর ও বিজ্ঞাপন পেতে সংগ্রহ করুন আগামীকালের প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র চাকরি-বাকরি।

চোখ রাখুন কাল শুক্রবার

প্রথম আলো

২১ হিন্দু পরিবারের জমি দখলের চেষ্টার প্রতিবাদ

পটুয়াখালীতে মানববন্ধন

ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা গতকাল পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন। এর আগে তাঁরা থানায় অভিযোগ দিয়েছিলেন।

প্রতিনিধি, *পটুয়াখালী*

থানা-পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার এক দিন পর এবার প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করলেন কয়েকটি হিন্দু পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, পটুয়াখালীতে ২১টি হিন্দু পরিবারের রেকর্ডীয় জমি দখলে নেমেছে একদল ভূমিদস্যু। তাঁরা নিজেদের বিএনপির কর্মী দাবি করে হুমকি দিচ্ছেন।

এ অবস্থায় জমি দখলের চেষ্টার প্রতিবাদে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সদস্যরা গতকাল বুধবার পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন। সকালে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ যৌথভাবে এ মানববন্ধন ও সমাবেশ করে।

মানববন্ধন চলাকালে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য আরতী রানী বলেন, স্থানীয় ভূমিদস্যু বেল্লাল খাঁ, মনিরুজ্জামান নাসির ও জামাল বিশ্বাস তাঁদের সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে ২১টি পরিবারকে তাদের রেকর্ডীয় জমিতে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। লাঠিসোঁটা নিয়ে পাহারা বসিয়ে রাখা হয়েছে। জমির কাছে গেলেই ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে।

ভুক্তভোগী স্বপন খাসকেল বলেন, এই ভূমিদস্যুরা নিজেদের বিএনপির কর্মী দাবি করে তাঁদের হুমকি দিচ্ছে।

সমাবেশে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ পটুয়াখালী জেলার সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস বলেন, ‘আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।’ এ সময় বক্তৃতা করেন জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় কুমার খাসকেল।

পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন। গতকাল সকালে। ছবি : প্রথম আলো

গত সোমবার সকালে হিন্দু পরিবারগুলো তাদের জমিতে ঘর নির্মাণ করতে গেলে স্থানীয় বেল্লাল খাঁ, মনিরুজ্জামান নাসির ও জামাল বিশ্বাস একদল সন্ত্রাসী নিয়ে কাজে বাধা দেন।

অভিযোগ প্রসঙ্গে বেল্লাল খাঁ নিজেকে বিএনপির কর্মী বলে পরিচয় দেন। তিনি ক্রয়সূত্রে জমির মালিক বলে দাবি করেন। মনিরুজ্জামান নাসিরও বলেন, ‘আমি বিএনপির লোক। এখনো হয়রানির শিকার হব, এটা মানা যায় না।’

বেল্লাল ও মনিরুজ্জামান নিজেদের বিএনপির কর্মী পরিচয় দিলেও পটুয়াখালী পৌর বিএনপির সভাপতি মো. কামাল হোসেন বলেন, বেল্লাল ও মনিরুজ্জামান বিএনপির কেউ নন।

পটুয়াখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ওই এলাকায় যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়, সে জন্য দুই পক্ষকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকতে বলা হয়েছে।

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্কফোর্স গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রুনি ও সাগর

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে গতকাল বুধবার চার সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রধান মো. তওফিক মাহবুব চৌধুরীকে আহ্বায়ক করা হয়।

টাস্কফোর্সের অন্য তিন সদস্য হলেন পুলিশ সদর দপ্তর ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ থেকে অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন করে দুজন এবং র‍্যাব থেকে পরিচালক পদমর্যাদার একজন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রে বলা হয়েছে, টাস্কফোর্সকে এই হত্যা মামলার তদন্ত ছয় মাসের মধ্যে শেষ করে হাইকোর্টে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় এই সাংবাদিক দম্পতি নৃশংসভাবে খুন হন। এ হত্যার ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। প্রথমে এই মামলা তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ। চার দিন পর মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এরপর আদালত র‍্যাবকে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেন। তখন থেকে মামলাটির তদন্ত করছে র‍্যাব। এ নিয়ে এই মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ১১১ বার পিছিয়েছে।

শৃঙ্খলা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ট্রাফিক সদস্যদের সঙ্গে কাজ করছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল দুপুরে রাজধানীর কাকরাইল এলাকায়। ছবি : জাহিদুল করিম

পূবালী ব্যাংকের
কালেকশন/কর্পোরেট একাউন্ট
Manufacturer, Importer, Distributor ও Retailer'দের মধ্যে Seamless Integration এর মাধ্যমে Supply Chain Management হবে Realtime এবং Fast.

Best Financial Institution
DHL-The Daily Star Business Awards.

ঘরে বসেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলুন

পাই ব্যাংকিং (PI Banking) – একটি পূবালী ব্যাংক অ্যাপস

অনলাইনের মাধ্যমে পূবালী ব্যাংকের সকল শাখা এবং উপশাখা হতে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয় (কেবলমাত্র জমা ও উত্তোলন)

ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার | ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ইয়াজ আল রিয়াদকে গ্রেপ্তার করেছেন গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাহাবুদ্দিনকে অপসারণে চাপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবির ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ আছে কি না—এমন প্রশ্নে শফিকুল আলম বলেন, 'আমরা বলছি কোনো অগ্রগতি হলে আপনারা জানবেন।' তখন সাংবাদিকেরা আবারও জানতে চান, 'রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, এই তো?' জবাবে প্রেস সচিব বলেন, 'হ্যাঁ।'

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বিষয়ে বাইরে নানা কথা হলেও সরকার এ বিষয়ে এখনো তার অবস্থান স্পষ্ট করেনি। বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি আসছে। তবে সরকারের মধ্যে এখনো এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এমনকি আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনাও হয়নি।

এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চায় না বিএনপি

রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে দেশজুড়ে নানা আলোচনার মধ্যে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের তিনজন নেতা গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অবস্থান জানিয়েছেন। এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে দেশে কোনো ধরনের সাংবিধানিক জটিলতা বা অস্থিরতা তৈরি হোক, দলটি তা চায় না।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, দেশে যাতে নতুন করে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি না হয়, সে জন্য তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারকে খেয়াল রাখতে বলেছেন। বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে এ মুহূর্তে দেশে সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হোক, সেটা বিএনপির কাছে কাম্য নয়। রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক সর্বোচ্চ পদ। এটি কোনো ব্যক্তির বিষয় নয়। এ মুহূর্তে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি কাম্য নয়।

> গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, দেশে যাতে নতুন করে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি না হয়, সে জন্য তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারকে খেয়াল রাখতে বলেছেন। বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি মনে করে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন কি করেননি—সেটা জনগণের দেখার বিষয় নয়। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তিনি পালিয়েছেন, এটাই বাস্তবতা। তাঁর পলায়নের পর কেউ দালিলিক প্রমাণ নিয়ে এত দিন প্রশ্ন তোলেনি। অথবা যাঁরা তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছেন, তাঁরাও এ বিষয় নিয়ে কথা বলেননি; বরং এত দিন পর বিষয়টি নিয়ে কথা তোলার পেছনে কোনো 'রহস্য' বা 'ষড়যন্ত্র' আছে কি না, সে বিষয়ে বিএনপির নীতিনির্ধারণী নেতারা বরং বেশি সতর্ক।

দলটির উচ্চপর্যায়ের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, এ মুহূর্তে তাঁদের মূল লক্ষ্য নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলো দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করে দেশকে নির্বাচনের পথে নেওয়া। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে নিয়ে যেকোনো ধরনের জটিলতা নির্বাচনী পথ আরও দীর্ঘায়িত করবে বলে তাঁরা মনে করেন। সে জন্য এই পটভূমিতে বিএনপির পক্ষ থেকেই প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চাওয়া হয়েছিল। গতকাল বিএনপি নেতাদের ওই সাক্ষাতের সময় আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমও উপস্থিত ছিলেন।

অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা

উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'একটি গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সে সময় বিদ্যমান সংবিধান ও রাষ্ট্রপতিকে রেখেই সরকার গঠন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের যদি মনে হয়, এই সেটআপে অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে অথবা জনগণ এই সেটআপে অসন্তুষ্ট, তাহলে এই সেটআপ নিয়ে আমরা ভাবব।'

প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতা ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং এর মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত আসবে। তবে রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির বিষয়ে ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নাহিদ বলেন, সরকার আলোচনা করছে। এর মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে যাওয়া যাবে; যা রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে যাবে।

কঠোর নিরাপত্তায় বঙ্গভবন

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বঙ্গভবনের সামনের রাস্তায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল সকাল থেকেই পুলিশ, র‍্যাব, এপিবিএন ও বিজিবির সদস্যরা ছিলেন সতর্ক অবস্থানে। পাশাপাশি নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন সেনাসদস্যরাও। লোহার প্রতিবন্ধকতার সামনে কাঁটাতার বিছিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়াতে এক পাশে কংক্রিটের তৈরি ব্লকও বসানো হয়েছে।

গতকাল দিনের বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মানুষকে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া দিনভরই বঙ্গভবনকে কেন্দ্র করে উৎসুক জনতার সমাগম ছিল।

ফ্যাসিস্টের সংজ্ঞায় পড়েন ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ হিসেবে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন কেলি। ফ্যাসিস্ট মন্তব্য ছাড়াও *নিউইয়র্ক টাইমসকে* তিনি বলেছেন, সরকার পরিচালনায় নিশ্চিতভাবে একনায়কসুলভ পদক্ষেপ নেওয়াকে তুলনামূলকভাবে পছন্দ করেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

দ্য আটলান্টিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেলি নিশ্চিত করেছেন, ট্রাম্প চান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যাডলফ হিটলারের প্রতি নাৎসি জেনারেলেরা যেমন সম্মান দেখিয়েছিলেন, তাঁকেও যেন ঠিক একই ধরনের সম্মান দেখানো হয়। তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের এ নিয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেটিও তুলে ধরেন কেলি।

ট্রাম্প হিটলারের প্রশংসা করেছেন বলেও জানান তাঁর সাবেক এই চিফ অব স্টাফ। কেলি বলেন, 'তিনি (ট্রাম্প) একাধিকবার বলেছেন, তুমি জানো হিটলার কিছু ভালো কাজও করেছেন।'

অবশ্য কেলির সঙ্গে ট্রাম্পের এ ধরনের কথোপকথন হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে ট্রাম্পের প্রচারশিবির। ট্রাম্পের প্রচার উপদেষ্টা অ্যালেক্স ফাইফার বলেন, 'এটি নির্জলা মিথ্যাচার। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনো এটা বলেননি।'

তবে ট্রাম্পকে নিয়ে কেলির করা মন্তব্যকে লুফে নিয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। কমলা হ্যারিসের রানিংমেট মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ মঙ্গলবার রাতে উইসকনসিনে এক নির্বাচনী সমাবেশে বলেছেন, 'হিটলারের জেনারেল-সম্পর্কিত ট্রাম্পের মন্তব্য আমাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছে।'

ওয়ালজ সেনাবাহিনীর ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প উন্মাদ হয়ে গেছেন—যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক একজন প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একজন প্রার্থী হিটলারের অনুগত জেনারেলদের মতো জেনারেল চান।'

কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের লড়াইয়ের শেষের দিনগুলোতে এসে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কেলি। আরও এক মেয়াদে চার বছরের জন্য ওভাল অফিসে ফিরতে চাইছেন এই রিপাবলিকান প্রার্থী। আগের নির্বাচনে হেরে তিনি এখনো কারচুপির মিথ্যা দাবি করে যাচ্ছেন।

> ওয়ালজ সেনাবাহিনীর ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প উন্মাদ হয়ে গেছেন—যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক একজন প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একজন প্রার্থী হিটলারের অনুগত জেনারেলদের মতো জেনারেল চান।'

'প্রথম নারী প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র'

এদিকে এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। একটি টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে শেষ মুহূর্তের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কমলা ও ট্রাম্প। দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে সভা-সমাবেশে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রেডিও টক শো ও পডকাস্টে কথা বলছেন তাঁরা। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, নির্বাচনী লড়াইয়ে দুই প্রার্থীর অবস্থান প্রায় কাছাকাছি।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এনবিসিকে মঙ্গলবার সাক্ষাৎকার দেন কমলা। এ সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি প্রথম নারী প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত? জবাবে কমলা বলেন, 'পুরোপুরিভাবে'। তাঁর প্রার্থিতা দেশের দৃশ্যপট বদলে দেবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। ডেমোক্রেটিক পার্টির এই প্রার্থী বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ এখন ক্লান্ত।

অন্যদিকে নর্থ ক্যারোলাইনায় এক সমাবেশে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প একেবারে ভিন্ন বার্তা দিয়েছেন। তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা আরও চার বছর অযোগ্যতা, ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের মধ্যে থাকব, নাকি আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে চমৎকার চারটি বছর শুরু করব—এ নির্বাচন সেটিই ঠিক করে দেবে।' ওই সমাবেশে তিনি বারবার কমলা হ্যারিস ও তাঁর রানিংমেট ওয়ালজকে নির্বোধ বলেও মন্তব্য করেন।

রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প

ইউনিট-১-এ রিঅ্যাক্টর স্থাপন সম্পন্ন

ইউএনবি, *ঢাকা*

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ ইউনিট-১-এ রিঅ্যাক্টরের সংযোজন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের রাশিয়ান ঠিকাদার কোম্পানি রোসাটম জানিয়েছে, এটি এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

পরবর্তী পর্যায়ে চুল্লি প্ল্যান্টের সরঞ্জামগুলোর কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য হাইড্রোলিক টেস্টিং যুক্ত হবে।

অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট, অ্যাটমটেকহেনারগো এবং রসএনার্গোটমের বিশেষজ্ঞরা রিঅ্যাক্টর স্থাপন কাজ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার দুটি ইউনিট থাকবে।

শোক

পরিতোষ চক্রবর্তী

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ জে কে সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক পরিতোষ চক্রবর্তী (৭৮) গতকাল বুধবার দুপুরে পরলোকগমন করেছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরিতোষ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার উচালিয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আগামী ২ নভেম্বর উচালিয়াপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। **বিজ্ঞপ্তি**

বছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকার বেশি, তবু শ্রোতা নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলা গান, কখনো বিদেশি ভাষার খবর। ১৭টি মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার আর ৩৪টি এফএম ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এসব অনুষ্ঠান শোনা যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বাংলাদেশ বেতারের যে প্রযুক্তি আছে, তা বিস্ময়কর। দেশের বেসরকারি রেডিও স্টেশনগুলো যেখানে দু-একটি স্টুডিও দিয়ে কাজ চালায়, বাংলাদেশ বেতারের সেখানে ৮১টি নিজস্ব স্টুডিও রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি স্টুডিও ঢাকায়। আছে উন্নত প্রযুক্তির তরঙ্গ, ধারণ ও প্রচারের ব্যবস্থা। যেমন এক হাজার কিলোওয়াটের দূরবর্তী তরঙ্গ। এ তরঙ্গ ব্যবহার করে কোনো সংবাদ বা অনুষ্ঠান প্রচার করলে অনেক দূরে বসে থাকা মানুষও তাঁর রেডিওতে শুনতে পারবেন। দেশের শতভাগ এলাকায় পৌঁছাতে পারে বেতারের তরঙ্গ।

কিন্তু কতজন এখন বেতার শোনেন, এমন কোনো জরিপ নেই। ফলে দর্শক কী পছন্দ করেন, সে সম্পর্কে ধারণা করারও সুযোগ নেই কর্তৃপক্ষের। তবে *প্রথম আলো* বিভিন্ন বয়সী ১০ জন শ্রোতার সঙ্গে কথা বলেছে। তাঁদের মধ্যে বয়স্কজনেরা জানিয়েছেন, বেতার নিয়ে তাঁদের অনেক স্মৃতি আছে। তাতে আছে ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পর্কও; কিন্তু এখন আর প্রয়োজন হয় না বেতারের। তরুণ প্রজন্ম বলছে, বাংলাদেশ বেতারের তুলনায় তাঁরা বরং বেসরকারি রেডিও চ্যানেল কখনো কখনো শুনে থাকেন। সেখানকার উপস্থাপকেরা সহজে বুঝতে পারেন তাঁদের অনুরোধ, তাঁরা গান নির্বাচনও করেন তরুণদের কথা মাথায় রেখে।

জরিপ না থাকলেও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত বংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদে দর্শক সম্পৃক্ততার সংযোগের বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ৪ অক্টোবর দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক-পরবর্তী যৌথ বিবৃতি সরাসরি সম্প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। ফেসবুকে ১ ঘণ্টা ২১ মিনিটের এই অনুষ্ঠানের শুরুতে ৫০ মিনিট ধরে শোনানো হয় নানা ধরনের গান। এর পুরো সময় পর্দায় ছিল প্রধান উপদেষ্টার একটি ছবি। এক সপ্তাহে অনুষ্ঠানটি নিয়ে সেখানে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ৮২ দর্শক-শ্রোতা। মন্তব্য করেছেন ১০ জন। ফেসবুকে বেতারের অন্যান্য অনুষ্ঠানেরও একই অবস্থা। কোনো কোনো উপকেন্দ্রের ফেসবুকের পেজে অনুষ্ঠান পোস্ট করা হয়েছে কয়েক মাস আগে। আলোস্বল্পতা, ক্যামেরার ত্রুটিপূর্ণ ফ্রেম ও প্রযুক্তির ব্যবহার না হওয়ায় উপস্থাপনাতেই অত্যন্ত মলিন হয়েছে সেসব অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ বেতারের ফেসবুক পেজ ঘুরে দেখা যায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত 'ফেসবুক কমেন্টভিত্তিক তোমাদের পছন্দের গান' শিরোনামের ১৩টি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এতে প্রকাশ করা হয়েছে ৫২ জন উপস্থাপকের স্টুডিওতে বসা ছবি। সেখানে অনুরোধ করার ফোন নম্বরও নেই। সংবাদ ও লাইভ স্ট্রিমিংয়ের পরিবেশনার মধ্যে কোনো দৃশ্যগত তফাত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বাংলাদেশ বেতার তাদের কর্মী ও কলাকুশলীদের প্রযুক্তিগত দিক থেকে দক্ষ করতে পারেনি। তবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দের ঘাটতি নেই। সেই বরাদ্দ আসে জনগণের করের টাকা থেকে।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার। ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ আমলে পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' নামে যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতা আজকের এই বাংলাদেশ বেতার। হিসাব বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। গত অর্থবছরেও বরাদ্দ ছিল ২০০ কোটি টাকার বেশি।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় শুধু বেতন বাবদ। সরকারি এই প্রতিষ্ঠানে মোট ২ হাজার ৯০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। তাঁদের মধ্যে ৫০০ জন বিসিএস ক্যাডার। শুধু সংবাদ নিয়েই কাজ করেন প্রায় এক হাজার মানুষ। এ হিসাব অবশ্য সারা দেশের বেতারের ১৪টি কেন্দ্র মিলে। সম্প্রতি অনুষ্ঠান বিভাগে ৩৫টি নতুন পদ তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। এর বাইরে বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পীর সংখ্যা ৩৫ হাজার। তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণিতে ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকা সম্মানী পান।

এত জনবল আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ বেতারের একাধিক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করে তাঁরা *প্রথম আলোকে* বলেন, এসব কর্মকর্তার অনেককে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা যেতে পারে।

বেতারে দেশের সব কেন্দ্র মিলে রোজ ৮৫ থেকে ৮৬টি সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচারিত হয়। বাংলা ছাড়াও ৯টি ভাষায় বুলেটিন সম্প্রচারিত হয়। ৯টি ভাষার মধ্যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কয়েকটি ভাষার পাশাপাশি রয়েছে ইংরেজি, আরবি, হিন্দি ও নেপালি।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই সংবাদ শোনেন কতজন? তেমন জরিপ না থাকলেও বাংলাদেশ বেতারে বিজ্ঞাপনের আয় থেকে তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সব সময়ই সরকারের 'বশংবদ প্রচারাস্ত্র' হিসেবে কাজ করেছে। তবুও ভালো মানের অনুষ্ঠানের উদাহরণও তৈরি করেছিল বেতার।

বাংলাদেশ বেতারের আয়ের উৎস খুবই সীমিত। মূলত বিজ্ঞাপন আর ট্রান্সমিটার ভাড়া থেকে আয় করে বেতার। দেশের অন্যান্য বেসরকারি রেডিও চ্যানেগুলোকে সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বেতারের কাছ থেকে ট্রান্সমিটার ভাড়া নিতে হয়। অনুষ্ঠান ও সংবাদের মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়; কিন্তু এসব মিলে গত অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতারের আয় ছিল মাত্র ছয় কোটি টাকা।

প্রতিষ্ঠানের দুজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, চার থেকে পাঁচ বছর ধরে বেতারের বার্ষিক আয় ৯ থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যেই ওঠানামা করছে।

বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্রে বার্তা বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এ এস এম জাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সংবাদের মধ্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন চলে। তবে সত্যি, শ্রোতার সংখ্যা কমছে। এ জন্য কনটেন্ট বদলে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বেতারে ৩০ বছর ধরে সংবাদ পাঠ করছেন এম ওবায়দুর রহমান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ১৯৯৫ সালে গ শ্রেণিভুক্ত সংবাদ পাঠক হিসেবে প্রতি বুলেটিনে পেতেন ৭৫ টাকা। ২০২৪ সালে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত হয়ে সংবাদ পাঠ করে পান ৬০০ টাকা। সপ্তাহে একটি করে সংবাদ পড়তে পারেন বিশেষ শ্রেণির তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা। এম ওবায়দুর রহমান জানান, আগে সংবাদ বুলেটিন চলাকালে বিজ্ঞাপন থাকত। পাঁচ-ছয় বছর ধরে সংবাদ পাঠের সময় বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন না।

এত বড় অবকাঠামোর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় কোথা থেকে আসে জানতে চাইলে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের হার কম। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মূল কাজ তথ্য বিনোদন ও শিক্ষার বিস্তার করা। একে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

অনুষ্ঠানের সংকট কি নিরসন হবে

বেতার, ঢাকা কেন্দ্র থেকে নির্মিত ও প্রচারিত অনুষ্ঠান ও নাটক ২০১৯ সালে এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০২১ অর্জন করেছে। সরাসরি খেলা সম্প্রচার থেকে শুরু করে সংসদ অধিবেশন প্রচার করতে পারে তরঙ্গনির্ভর প্রচারযন্ত্র বাংলাদেশ বেতার। কিন্তু অনেক শ্রোতার অভিযোগ, তাঁদের চাহিদার খবর রাখে না এ প্রতিষ্ঠান। গুণী শিল্পীদের গানের জায়গা দখল করে নিয়েছে নতুন তালিকাভুক্ত বহু শিল্পীর মানহীন সংগীত। তাই তাঁরা বেতার নিয়ে আগ্রহী নন।

সারা বিশ্বে বেতারের জনপ্রিয়তা কমার ধারা থাকলেও পশ্চিম ইউরোপ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও লুক্সেমবার্গ), অস্ট্রেলিয়া ও নর্ডিক দেশগুলোতে (সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড) এখনো বেতার নিয়ে মানুষের আগ্রহ আছে এবং এই মাধ্যম জনপ্রিয়।

যদিও এসব কিছু মাথায় রেখে ১৯৯৭ সালে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবেদন দিয়েছিল বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশন। যা আর কখনো আলোর মুখ দেখেনি।

অন্ধকারে হারানো প্রস্তাব

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে তৎকালীন সচিব ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আসাফউদ্দৌলাহকে চেয়ারম্যান করে ১৬ সদস্যের একটি স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন যুক্তরাজ্য, ভারত, ফিলিপাইনসহ কয়েকটি দেশ ঘুরে অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের বাস্তবতায় বেতার ও টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের জন্য সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিল। পরের বছর সে প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, বিশ্বের পরিবর্তমান অবস্থা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মুক্ত আকাশের বিস্তারের কথা মনে রাখলে এই সত্য অনিবার্য হয়ে ওঠে যে বেতার ও টেলিভিশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা এ যুগে অবশ্যম্ভাবী। তাই এই দুই মাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন যত দ্রুত দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। তাতে দেশের ভাবমূর্তিও বহির্বিশ্বে উজ্জ্বল হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক শামীম রেজা কমিউনিটি রেডিও নিয়ে গবেষণা করেছেন। সরকারের প্রচারযন্ত্র বলেই কি জনগণের করের টাকায় বাংলাদেশ বেতারের মতো এমন একটি মাধ্যম চলবে কি না অথবা এর জন্য কোন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশ বেতারের সম্পাদনা রীতি বদলাতে হবে। আর্থিক দিককে স্বায়ত্তশাসিত করতে হবে। বেতারকে প্রতিযোগিতার মধ্যে না ফেললে সে অনুষ্ঠান, সংবাদের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন নিয়ে ভাববে না।

শামীম রেজা আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানটি অনেক বেশি আমলানির্ভর হওয়ায় এখানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে না। প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধিতে পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমান জনবলের ১০ ভাগের ১ ভাগ দিয়েও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব, যদি তাঁরা দক্ষ হন। প্রয়োজনে স্বায়ত্তশাসিত হতে পারে। তবে নিশ্চিত করতে হবে জবাবদিহি।

আগামী পর্ব : **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় নেই প্রেস কাউন্সিল**

বাংলাদেশের মেয়েদের রাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বপ্না আর কোহাতির জায়গায় একাদশে আনেন মারিয়া ও মাসুরাকে। এতেই দারুণভাবে বদলে যায় বাংলাদেশ দল। অবিশ্বাস্য শোনাবে, পাকিস্তানের সঙ্গে যে দল গোলের জন্য হাবুডুবু খেয়েছে, সেই বাংলাদেশ কাল ভারতের জালে প্রথম ৪২ মিনিটেই দিয়েছে ৩ গোল! যে ভারত সাফ নারী চ্যাম্পিনয়শিপের ছয় আসরের প্রথম পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ন! যাদের বিপক্ষে গত সাফে গ্রুপ পর্বে ৩-০ গোলে পাওয়া একটা জয় ছাড়া ১১ সাক্ষাতের ৯টিতেই হার বাংলাদেশের।

পাকিস্তানকে ৫-২ গোলে হারানো ভারত তাদের দ্বিতীয় ও শেষ গ্রুপ ম্যাচে প্রথমার্ধেই হেরে বসেছে। ভারতীয় দলে ছিলেন মনিপুর পুলিশ ক্লাবের অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার বালা দেবী, ভারতের নারী ফুটবলে প্রথম ৫০ গোলের রেকর্ড যাঁর। পাঞ্জাবের মেয়ে মনিশা কল্যাণ গ্রিক প্রথম বিভাগের ক্লাব পোয়াকের জার্সিতে খেলেছেন, যিনি কিনা ২০২২-২৩ মৌসুমে ভারতের প্লেয়ার অব দ্য ইয়ারও হয়েছেন। এমন দল নিয়েও ভারত বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে এভাবে হারবে কে ভেবেছিল!

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন বাংলাদেশের ছোটখাটো গড়নের স্ট্রাইকার তহুরা খাতুন। ২৯ মিনিটে ঋতুপর্ণা চাকমার ক্রস থেকে ১-০ করেন। ৪২ মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের কাট ব্যাকে তহুরার দারুণ শটে ২-০। ওহো, প্রথম গোলটার কথা বলাই হয়নি। ৮ মিনিটে সাবিনার কর্নার থেকে আঁখির জায়গায় খেলা সেন্টার ব্যাক আফঈদা খন্দকারের শটে ১-০। ৪৩ মিনিটে ভারতের অধিনায়ক বালা দেবী হেডে ৩-১ করেন। বাংলাদেশের গোলকিপার রুপনা চাকমারও কিছুটা দায় আছে এই গোল খাওয়ায়।

অবশ্য জয়ের পর এসব আর কে মনে রাখে!

> সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন বাংলাদেশের ছোটখাটো গড়নের স্ট্রাইকার তহুরা খাতুন। ২৯ মিনিটে ঋতুপর্ণা চাকমার ক্রস থেকে ১-০ করেন। ৪২ মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের কাট ব্যাকে তহুরার দারুণ শটে ২-০। ওহো, প্রথম গোলটার কথা বলাই হয়নি। ৮ মিনিটে সাবিনার কর্নার থেকে আঁখির জায়গায় খেলা সেন্টার ব্যাক আফঈদা খন্দকারের শটে ১-০।

মারিয়ারা তো ম্যাচসেরা হিসেবে 'রুপনা, রুপনা'ই করছিলেন। সহকারী কোচ মাহবুবুর রহমান গ্যালারির দিকে এসে এই প্রতিবেদককে বললেন, 'কোচকে বলেছিলাম, সিনিয়রদের খেলাও। ওরা না পারলে দায় আমার। আর মেয়েদের বলি, তোদের আমার সম্মান রাখতে হবে।'

প্রশংসার দাবিদার কোচ বাটলারও। সিনিয়র-জুনিয়র বিতর্ককে ছক্কা হাঁকানোর মতো আছড়ে ফেললেন মাঠের বাইরে। ম্যাচ জিতে বলেন, 'আজ (গতকাল) সকালে নাশতার টেবিলে মেয়েদের বলেছিলাম, গুড মর্নিং সিনিয়রস, গুড মর্নিং জুনিয়রস। গুড মর্নিং ফিল্ম স্টার্স। সিনিয়র্স এবং জুনিয়র্স, এগুলো আমার কাছে কিছু নয়। আমি জানি, ওদের কাছ থেকে আমি কী বের করে আনতে পারি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা আবহ আনার চেষ্টা করেছি। মেয়েরা দারুণ ভালো খেলেছে।'

মাসুরা ও মারিয়াকে মাঠে নামিয়ে দিন শেষে বাটলারের কণ্ঠে তৃপ্তি। প্রশংসায় ভাসিয়েছেন দুজনকেই। অবশ্য শুধু এ দুজন নয়, বাংলাদেশ দলের এমন নৈপুণ্যের অংশীদার সব খেলোয়াড়ই।

মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **"আমিন শিপিং লাইন্স"** আই এম এস মমতাজ টাওয়ার (৫ম তলা), ষ্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম-১০২২। এই মর্মে প্রচার করিতেছি যে, **"এম ভি নওশীন রহমান-৪ (এম-০১-২০৪৪)"**, জাহাজটি ক্রয়ের জন্য তৎমালিক **"এম এম শিপিং লাইন্স"**, সাং-পশ্চিম ধর্মগঞ্জ, এনায়েত নগর, ফতুল্লা নারায়নগঞ্জ এবং (আইডিএলসি ফিনেন্স ব্যাংক লিঃ, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২) এর নিকট হইতে খরিদ করার জন্য একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়াছি। উক্ত জাহাজটির তৎমালিক (বিক্রেতা) কোথাও বন্ধক, বিক্রয়, বায়না ইত্যাদি করিয়া থাকিলে বা সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী কিংবা কোন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের অর্থ অথবা কোনোরূপ পাওনা থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রমানসহ **আমিন শিপিং লাইন্স**, আই এম এস মমতাজ টাওয়ার (৫ম তলা), ষ্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম-১০২২। **মোবাইলঃ ০১৭৩৭-৩৭৬৫৬৫, ০১৮৬০৬৫৭৫৩৫** এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা গেলো। উক্ত সময় গতে জাহাজটি নির্ভেজাল ও নিষ্কণ্টক বলিয়া গণ্য হইবে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় এঙ্গেল, চ্যানেল, আই-বিম, রড ইত্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান VSL(ভিক্রমপুর ষ্টীল লিঃ) এ নিম্নবর্ণিত পদে যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ করা হবে।

ক্রমঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা
১	জোনাল হেড (সেলস্)	০৬	স্নাতকোত্তর পাশ এবং রড, এঙ্গেল ও চ্যানেল বিক্রয়ের ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অধিক অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
২	সিনিয়র সেলস্ এক্সিকিউটিভ	১০	স্নাতক পাশ এবং রড, এঙ্গেল ও চ্যানেল বিক্রয়ের ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অধিক অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
৩	সেলস্ এক্সিকিউটিভ	২০	স্নাতক পাশ এবং রড, এঙ্গেল ও চ্যানেল বিক্রয়ের ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অধিক অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

প্রত্যেক আবেদনকারীকে যে কোন জেলা পর্যায়ে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং দুইজন পরিচয় দানকারীর বিস্তারিত তথ্য আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। বেতন-ভাতাদি আলোচনা সাপেক্ষে। আবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ ১৪/১১/২০২৪ইং। আবেদনের সাথে ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, মার্কশীট ও অভিজ্ঞতার সনদ সংযুক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র যোগ্য এবং বাছাইকৃত আবেদনকারীকে সাক্ষাৎকারের জন্য আহবান করা হবে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**

VSL(ভিক্রমপুর ষ্টীল লিঃ)

৯/এ মালিটোলা লেন (৩য় তলা), নর্থ সাউথ রোড,বংশাল, ঢাকা-১১০০।

অথবা মেইল : vikrampursteel@yahoo.com

ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সান্ধ্য মাস্টার্স ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট বিভাগে স্ব-খরচে **দুই বছর মেয়াদি সান্ধ্য মাস্টার্স** (ই.এম.এস.এস.) প্রোগ্রাম ২২তম ব্যাচ (জুলাই, ২০২৪-জুন, ২০২৬) ও **এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা** (পিজিডি) প্রোগ্রাম ২০তম ব্যাচ (জুলাই, ২০২৪-জুন, ২০২৫) ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ভর্তির যোগ্যতা :

(ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে কোন কলেজ থেকে বি.এ./বি.এস.সি./বি.এস.এস./বি.কম (পাস)/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ফাজিল অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী।

(খ) দুই বছর মেয়াদি সান্ধ্য মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত সনাতন/গ্রেডিং পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৬ পয়েন্ট ও এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত সনাতন/গ্রেডিং পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৫ পয়েন্ট।

ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর ২০২৪

ভর্তির আবেদনপত্র বিভাগের অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ও দুই কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি, সকল সনদপত্র ও নম্বরপত্রের (এইচ.এস.সি এর রেজিস্ট্রেশন কার্ডসহ) সত্যায়িত ফটোকপি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বিভাগের অফিসে জমা দিতে হবে।

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ক্লাসসমূহ অনুষ্ঠিত হবে।

যোগাযোগ : কক্ষ নং ১৩০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
টেলিফোন : ০২৫৮৮৮৬৪১৩৭ (অফিস)
মোবাইল : ০১৭৭৯৩৯২২১৮, ০১৭১৮৭৭২৫৩৯, ০১৭০৭৫৪১৫১০।

সভাপতি
ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কো-অর্ডিনেটর
সান্ধ্য মাস্টার্স ও পিজিডি প্রোগ্রাম
ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

TITAS GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION PLC
(A COMPANY OF PETROBANGLA)
'Titas Gas Bhaban', 105 Kazi Nazrul Islam Avenue,
Kawran Bazar Commercial Area, Dhaka-1215, Bangladesh.
Phone : +88-02-55012687 : 41010000-4 Extn-144
E-mail : dgm.purchase@titasgas.org.bd/titas_gas2009@yahoo.com

INVITATION FOR INTERNATIONAL TENDER FOR PROCUREMENT OF GAS PIPE LINE MATERIALS.

Date of Issuance of IFT : 23/10/2024.

1.	Ministry/Division	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources /Energy & Mineral Resources Division.
2.	Agency/Procuring Entity	Petrobangla/Titas Gas Transmission & Distribution PLC.
3.	Invitation for	i) Procurement of Line Pipe & Seamless Pipe. ii) Procurement of Instrumentation Material.
4.	Invitation Ref. No. and date	As Listed below.
5.	Procurement Method	Open Tendering Method : (i) A One Stage Two Envelope Method (OSTEM) will be followed under which the tenderer shall submit two separate sealed Envelopes, one for the Technical Proposal and other for the Financial Proposal, all together in a single sealed Envelope. (ii) An Open Tendering Method (OTM) will be followed under which the tenderer shall submit both Technical and Financial Proposal together in a single sealed Envelope.
6.	Source of Fund	Under Cash Foreign Exchange (Company's Own Fund).
7.	Tender Selling Date	Tender Document will be sold from 10 A.M. to 1.00 P.M on every working day up to the preceding date of opening of respective IFT.
8.	Tender Closing Date & Time	At 11.30 A.M. on the date as listed below.
9.	Tender Opening Date & Time	At 12.15 P.M. on the date as listed below.
10.	Name & Address of the Office(s) for :	
	a) Selling of Tender Document :	Tender Document will be available from **30/10/2024** on payment of price (non refundable) as per list below from following offices : i) Accounts Department, Titas Gas Transmission & Distribution PLC, 105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215 ii) Accounts Department, Petrobangla, Petro Center, 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215. iii) Accounts Department, BAPEX, Bapex Bhaban (3rd Floor), 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka.
	b) Receiving of Tender:	i) Purchase Department, (12th Floor), Titas Gas Transmission & Distribution PLC, 105, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215 ii) Purchase Department, Petrobangla, 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215. iii) Office of Company Secretary, BAPEX, Bapex Bhaban (3rd Floor), 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.
11.	Eligibility of Tenderer	All bonafide manufacturers/suppliers. Local suppliers who are not manufacturer are not eligible.
12	List	

SL. No.	IFT No.	Short description of Materials.	Tender Security Amount (BDT or equivalent foreign currency)	Delivery Time	Price of tender document.	Tender Closing /Opening Date
(1)	PD.2312/404-MECD/PIPE	Line Pipe & Seamless Pipe	Tk. 4,00,000.00	90 days	US$ 59.00 or Tk. 7,000.00	December 11, 2024
(2)	PD.2312/404-MECD/IM	Instrumentation Material.	Tk. 70,000.00	90 days.	US$ 25.00 or Tk. 3,000.00	December 12, 2024

13. a) Should the submission date of tenders happen to fall on holiday, tenders shall be received and opened at the same time & place on the first subsequent working day.
b) The procuring entity reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason.

তিতাস/জনসংযোগ-৮০/২০২৪-২৫

(Shah Md. Almahmud)
Deputy General Manager (Purchase)
Cell: +88-01939-921109.

সরকারের সঙ্গে সম্পর্কটা এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ

বিশেষ সাক্ষাৎকার

গোয়েন লুইস

আজ ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস। এ বিশেষ দিন উপলক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্ক, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা, অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার পরিকল্পনায় সহায়তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী **গোয়েন লুইস**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রাহীদ এজাজ**।

প্রথম আলো : ৫ আগস্ট বাংলাদেশে তো একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সহযোগিতার ধরনটা কেমন হবে?

গোয়েন লুইস : আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এ বছর আমরা সম্পর্কের পাঁচ দশক উদ্‌যাপন করছি। এই সম্পর্ক উত্তরোত্তর বেড়েছে। চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে অংশীদারত্বের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন স্বাধীনতার পর সহযোগিতার মূল জায়গা ছিল খাদ্যসহায়তা, যুদ্ধোত্তর সংস্কারে সহায়তা। এখন সেটা অনেক বেশি কারিগরি বিষয়। কারণ, বাংলাদেশের চাহিদারও পরিবর্তন হয়েছে। এটা আসলে সরকারের অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে এগোতে থাকে। এ সরকারের অগ্রাধিকারের পরিবর্তন হয়েছে।

সরকার বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি, তাদের কথা শুনছি। প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে কথা বলছি। তাঁরা জাতিসংঘের কী ভূমিকা দেখতে চান, জানার চেষ্টা করছি। তাঁদের সেই প্রত্যাশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কিছু মৌলিক কাজ করে থাকি, যা অব্যাহত থাকবে। যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগে সহায়তা, এনজিও কার্যক্রমে যুক্ততা, রোহিঙ্গা সংকটে সহায়তা। এই বিষয়গুলোয় কোনো পরিবর্তন হবে না। আমরা সুশাসনের মতো নানা ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকি। এ বিষয়গুলোয় পরিবর্তন আসতে পারে।

প্রথম আলো : তার মানে গত পাঁচ দশকে যে কার্যক্রম বা সহযোগিতাগুলো ছিল, সেগুলো অব্যাহত রেখে অন্তর্বর্তী সরকারের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে এগোতে চান? সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় আছে সংস্কার।

গোয়েন লুইস : জাতিসংঘের মহাসচিব এরই মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় বলেছেন, সংস্কারে সহায়তায় জাতিসংঘ যুক্ত হবে। আমরা অব্যাহতভাবে সরকার এবং কমিশনের সংস্কারের এজেন্ডার সঙ্গে কাজ করে যাব। তবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই, সংস্কারের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে কমিশন। আমরা গিয়ে বলব না যে আমরা এটা করব, সেটা করব। আমরা চাই কমিশনগুলো আমাদের জানাবে, আমাদের কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন কোন জায়গায় তারা সহযোগিতা চায়।

ধরা যাক, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ ও সংবিধান সংস্কারে কোথায় তারা আমাদের সহায়তা চায়, সেটা আমাদের বলতে হবে, সেভাবেই আমরা সহায়তা করব। অন্য দিকটা হলো সংস্কারের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য তারা আমাদের কাছ থেকে কী ধরনের সহায়তা চায়, সেটাও জানাতে হবে।

প্রথম আলো : তার মানে দুইভাবে আপনারা সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে চান?

গোয়েন লুইস : একটি হচ্ছে কারিগরি সহায়তা, অন্যটি হবে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া।

প্রথম আলো : এখন যাঁরা সরকারে রয়েছেন, তাঁদের কেউই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধি নন। নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে যেভাবে কাজ করতেন, এ ক্ষেত্রে কাজের ধারায় কি গুণগত পরিবর্তন আসবে?

গোয়েন লুইস : এখন যাঁরা বাংলাদেশে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের। বিশেষ করে আমরা কীভাবে কাজ করি, সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার শ্রদ্ধাশীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্কটা অনেক সহজ। আমরা দুই পক্ষই একই ভাষায় কথা বলি। কারণ, আমরা সবাই উন্নয়ন পরিসরের প্রতিনিধি।

অন্তর্বর্তী এ সময়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমরা শ্রদ্ধাশীল। কাজেই সম্পর্কটা আগের চেয়ে একটু আলাদা হবে। সরকারের ধরন ভিন্ন। মানুষগুলো আলাদা। তবে অতীতে যেভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সঙ্গে কাজের যে ধারা ছিল, সেটিও কিন্তু অক্ষুণ্ন থাকবে।

প্রথম আলো : মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে আগের সরকারের আমলে আপনাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়; বরং তা ছিল তিক্ততার। এই সরকার মানবাধিকারে জোর দিয়েছে। গুম নিয়ে কমিশন গঠন করেছে।

গোয়েন লুইস

- আমরা অব্যাহতভাবে সরকার এবং কমিশনের সংস্কারের এজেন্ডার সঙ্গে কাজ করে যাব।
- এখন যাঁরা বাংলাদেশে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের।
- বাংলাদেশে এখন সব মত ও পথের মানুষ গণতন্ত্র, সংবিধান, সংসদে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের মত দিচ্ছেন।

গোয়েন লুইস : গুম নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আসছিলাম। এটা সত্যি যে এখন অনেক বেশি খোলামেলাভাবে এবং সহজে কাজ করা যাচ্ছে। আমি এখন একই সময়ে সরকার এবং গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। মানে আমরা একসঙ্গে বসে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারছি। অতীতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসাটা কঠিন ছিল। কাজেই এ ধরনের বিষয়গুলোয় পরিবর্তনটা তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনেকটা নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে।

প্রথম আলো : এ বছর বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। এবারের বন্যার অভিজ্ঞতায় জাতিসংঘ ভবিষ্যতে কী ধরনের সহায়তার কথা ভাবছে?

গোয়েন লুইস : বন্যার সময় তৃণমূল পর্যায়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় এমন বন্যা দেখেননি। কাজেই এবারের বন্যা যে অভূতপূর্ব, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। দেশের ৪৫ শতাংশ এলাকা এবং ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মে থেকে এই বন্যার শুরু হয়েছিল। অথচ বন্যার ক্ষতি সামাল দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট সহায়তা পায়নি।

ভবিষ্যতের কথা যদি বলি, বন্যার পূর্বাভাসে নতুনত্ব আনা, বন্যার প্রকোপ সামাল দিতে পারে, এমন অবকাঠামো, জলবায়ু অভিযোজন ইত্যাদি খাতে আরও বিনিয়োগ করতে হবে। এ বিনিয়োগের মূল লক্ষ্যই হবে লোকজনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে যেসব লোক দুই থেকে তিন সপ্তাহ পানির মধ্যে বসবাস করেন, ভবিষ্যতে তাঁদের সুরক্ষা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সেটা বিশেষভাবে দেখতে হবে। বন্যাদুর্গত এসব মানুষের দুর্ভোগ, মানসিক ভীতি যে কতটা ভয়াবহ, তা তাঁদের সঙ্গে কথা না বললে বোঝা দুরূহ।

বন্যা মোকাবিলায় ভবিষ্যতে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে বন্যার পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো বড় দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছে। বন্যা মোকাবিলায় ভবিষ্যতে আমরা যেন বাংলাদেশকে আরও জোরালোভাবে সহায়তা দিতে পারি, সে বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে আলোচনায়।

প্রথম আলো : রাখাইনে সংঘাতের কারণে রোহিঙ্গা সংকট জটিলতর হয়েছে। এই সমস্যাকে এখন কীভাবে দেখছেন?

গোয়েন লুইস : রোহিঙ্গা পরিস্থিতি এখন জটিল আকার ধারণ করেছে। গত বছর রাখাইনে যে লড়াই-সংঘাত শুরু হয়েছিল, তা অব্যাহত আছে। লোকজনের বাস্তুচ্যুতির ঘটনা থামছে না। স্বাভাবিকভাবে সীমান্তের ওপর চাপ বাড়ছে। নিউইয়র্কে ড. ইউনূস তিন দফা যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানই যথাযথ। কাজেই এই তিন দফা বাস্তবায়ন এবং সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও যুক্ততা প্রয়োজন।

প্রথম আলো : কিন্তু রাখাইনের সবশেষ পরিস্থিতি এখন কেমন? সেখানে তো জাতিসংঘের কোনো উপস্থিতি নেই বলেই আমরা জানি।

গোয়েন লুইস : ইয়াঙ্গুনে জাতিসংঘের একটি শক্তিশালী কর্মী বাহিনী রয়েছে। মিয়ানমারের জাতিসংঘের দপ্তর সেখানকার স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাখাইনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকজনকে যুক্ত করে মানবিক সহায়তার কাজটি চলছে। এমনিতেই রাখাইনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো দুরূহ। পাশাপাশি চলমান সংঘাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। রাখাইনে কিছু কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও মানবিক সহায়তা যে মাত্রায় প্রয়োজন, সে অনুযায়ী হচ্ছে না। বিষয়টি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। লোকজন ক্ষুধার্ত, তাঁদের খাদ্যের সংকট আছে। চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের বারবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। শিশুরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না।

প্রথম আলো : মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সাইবার নিরাপত্তা আইন (আগের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন) নিয়ে বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনা হচ্ছে। আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য এবং মিথ্যা তথ্য বিস্তারের প্রবণতাও বাড়ার বিষয়টি আমরা লক্ষ করছি। সামগ্রিকভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সামাজিক পরিসরে গুজব প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কীভাবে ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

গোয়েন লুইস : ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাংলাদেশে অতীতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পথে বড় বাধা হিসেবে কাজ করেছে। ভিন্নমতাবলম্বী যে কাউকে এই আইনের মাধ্যমে কণ্ঠরোধ করা হতো। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশও দিয়েছেন।

ভিন্নমত প্রচারে বাধা দেওয়া এবং সমালোচনার পথ রোধ করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কে কীভাবে পোশাক পরবেন, কীভাবে চলাফেরা করবেন, তা নিয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে। কাজেই এ ধরনের তৎপরতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বন্ধ করতে হলে কিছু আইনের প্রয়োজন। বিশেষ করে কারও ওপর হামলা, সহিংসতা প্রতিহত করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপতথ্য প্রচার রোধের স্বার্থে আইনের প্রয়োজন। কাজেই এক দিকে নেতিবাচক এসব বিষয় প্রতিহত করা যেমন জরুরি, তেমনি অবাধে মতপ্রকাশ করতে পারে, সেটা নিশ্চিতও জরুরি।

এ কাজ করা জটিল। তাই আমরা বলেছি, লোকজনের সুরক্ষার স্বার্থে সাইবার নিরাপত্তা আইন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু রাজনৈতিক আলাপ রোধ করার জন্য নয়। সাইবার নিরাপত্তা আইন যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রোধ করার জন্য না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম আলো : বিদেশি কোনো কোনো গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজনৈতিক এবং জনপরিসরে ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর উপস্থিতি বেড়ে গেছে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

গোয়েন লুইস : ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্ব ও তাদের বক্তব্য গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ, ফলে ইসলামি দলগুলোর বক্তব্য সামনে আসা স্বাভাবিক।

প্রথম আলো : বিষয়টি কি এমন যে বিগত সরকারের আমলে ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করা হতো বলে তখন জনপরিসরে ইসলামি দল বা সংগঠনগুলোর উপস্থিতি ছিল না। উন্মুক্ত পরিবেশে এখন তাদের উপস্থিতি হঠাৎ করে বেশি চোখে পড়ছে?

গোয়েন লুইস : মতপ্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে থেকে বলতে পারি, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব পালনের সময়টাতে বিদ্যমান পরিবেশ নিয়ে আমি আশাবাদী। এখন যে সবার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, এটাই একটা ইতিবাচক দিক। বাংলাদেশে অতীতে এটার অনুপস্থিতি ছিল। আপনি বলছেন, অতীতে দমবন্ধ একটা পরিবেশ ছিল, এখন মুক্ত পরিবেশে সবাই কথা বলতে পারছে কি না?

ইতিহাস অন্তত সেটাই সাক্ষ্য দেয়। বাংলাদেশে এটা কতটা সত্য, তা এখন বলতে পারছি না। বাংলাদেশে এখন সব মত ও পথের মানুষ গণতন্ত্র, সংবিধান, সংসদে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁদের মত দিচ্ছেন। খোলা মন নিয়ে সবাই নিজের মতো করে কথা বলবেন, এটাই তো গণতন্ত্র।

প্রথম আলো : বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী? বিশেষ করে শুরুতে আমরা নানা চড়াই-উতরাই দেখছি।

গোয়েন লুইস : যদিও পথটা বন্ধুর এবং সামনে আরও চড়াই-উতরাই আসতে পারে, তারপরও আমি অনেক আশাবাদী। অন্তর্বর্তী সরকার তাদের স্বপ্ন আর অঙ্গীকার পূরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক ইঙ্গিতও আমরা দেখছি। তাই জাতিসংঘের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাংলাদেশকে জোরালোভাবে সমর্থন দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ এখন যে সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, সে জন্য অনেক মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের সেই আত্মত্যাগ আর এ দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের বাংলাদেশের পাশে থাকা উচিত।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

গোয়েন লুইস : আপনাকেও ধন্যবাদ।

ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে দেরি হয় কেন

ভালো থাকুন

মো. সাইদুর রহমান,
চিফ কনসালট্যান্ট ও চেয়ারম্যান, রিঅ্যাকটিভ ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ অ্যাভিনিউ, তেজগাঁও, ঢাকা

বিলম্বে হাড় জোড়া লাগা একটি বিশেষ সমস্যা। প্রতিদিন অসংখ্য রোগীর হাড় ভাঙে; সঠিক চিকিৎসা পেলে কিছুদিনের মধ্যে তা জোড়াও লাগে। তবে হাড়ভাঙা-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জটিল সমস্যা হতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায়, দীর্ঘদিন এসব সমস্যা থাকায় জোড়া বা জয়েন্ট শক্ত হয়ে যায় এবং মাংসপেশি শুকিয়ে যায়, হতে পারে সংক্রমণও। সঙ্গে অন্য কিছু অসুস্থতার কারণে অনেক রোগীর হাড়ভাঙা-পরবর্তী জোড়া লাগা বিলম্বিত হতে পারে।

হাড় ভাঙার তীব্রতা, স্থান ও রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর এটি জোড়া লাগার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। যদি চার থেকে ছয় মাসের মধ্যেও জোড়া না লাগে, তবে তাকে ডিলেইড ইউনিয়ন বা বিলম্বিত জোড়া বলা যায়। আর ৯ থেকে ১২ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও জোড়া না লাগলে, তাকে নন-ইউনিয়ন বা জোড়া না লাগার সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

কিছু রোগবালাই ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিলম্বিত জোড়ার কারণ হতে পারে, যেমন-

- বয়স্ক রোগী, যাঁদের হাড় এমনিতেই ভঙ্গুর বা অস্টিওপোরোসিস আছে।
- যাঁদের দীর্ঘ মেয়াদে ডায়াবেটিস আছে।
- অপুষ্টি, ধূমপান, মেটাবলিক কিছু রোগ, অতিরিক্ত নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি বা ব্যথানাশক ওষুধ ও স্টেরয়েডের ব্যবহার, ওপেন ফ্র্যাকচার বা একাধিক ফ্র্যাকচারের উপস্থিতি।
- একটি ফ্র্যাকচার জোড়া লাগার জন্য সেখানে ভালো রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন। তাই যদি কোনো কারণে রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে, হাড় জোড়া লাগতে বিলম্ব হয়।
- সংক্রমণও জোড়া না লাগার একটি বড় কারণ।

হাড়ে ফ্র্যাকচার হলে নানা কারণে নির্ধারিত সময়ের পরও তা জোড়া না লাগলে চিকিৎসকেরা প্রয়োজনীয় ওষুধের পাশাপাশি অস্ত্রোপচার করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে সব চেষ্টার পরও পরিপূর্ণভাবে হাড় জোড়া লাগে না। সে ক্ষেত্রে রোগীদের ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার পাশাপাশি ইলেকট্রো থেরাপি অনেকাংশে উপকারে আসে।

বর্তমানে বলা হয়, মাইক্রো কারেন্ট বা বিশেষ মাত্রার ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন প্রয়োগে হাড়ের জোড়ার নিরাময় অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত করা যায়। তবে এ চিকিৎসাপদ্ধতি শুধু প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করা উচিত।

ডিলেইড ইউনিয়ন ও নন-ইউনিয়ন—এ দুই ধরনের সমস্যা ফ্র্যাকচারের রোগীদের প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ আজীবন পঙ্গুত্বের শিকার হয়ে পড়েন এবং পরিবার-সমাজের 'বোঝায়' পরিণত হন।

» আগামীকাল পড়ুন :
শিশুর জলমাথা ও মেরুদণ্ড সমস্যা

গ্রন্থাগারে শেক্‌সপিয়ারের বই ফিরল ১০১ বছর পর

বিচিত্র

ইউপিআই

প্রয়াত দাদির রেখে যাওয়া পুরোনো জিনিসপত্র ঘাঁটছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির বাসিন্দা সিনথিয়া ডেলে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ দেখতে পান, পড়ে আছে উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের লেখা উপন্যাস *লাইফ অব কিং হেনরি দ্য ফিফথ*-এর একটি কপি।

বইটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে সিনথিয়া আবিষ্কার করেন, সেটি নিউজার্সির প্যাটারসন পাবলিক লাইব্রেরি (গ্রন্থাগার) থেকে নেওয়া। গ্রন্থাগার থেকে বইটি পড়তে এনেছিলেন তাঁর দাদি আরলেন ডেলে। অবাক করা বিষয় হলো, বইটি আনা হয়েছে সেই ১৯২৩ সালে। ঠিক ১০১ বছর আগে! তবে কি সিনথিয়ার দাদি আরলেন বইটি পড়ে শেষ করতে পারেননি, নাকি গ্রন্থাগারে বইটি ফিরিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে, ইচ্ছা করেই আর বইটি ফিরিয়ে দেননি।

দাদির নিয়ে আসা বইটি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন সিনথিয়া। যোগাযোগ করেন প্যাটারসন পাবলিক লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। গ্রন্থাগারের পরিচালক কোরি ফ্লেমিং টিএপিন্টো প্যাটারসনকে বলেন, 'গ্রন্থাগার থেকে নেওয়া কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সময় পেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কখনো সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় শেষ হয়ে যায় না।'

যদিও এবারের বইটি ফেরত আসার সময় ফ্লেমিংও খানিকটা অবাক হয়েছেন। ফ্লেমিং বলেছেন, তিনি নিজে এই প্রথম এমন কোনো ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। ২০ বছরের বেশি সময় পর গ্রন্থাগারে কিছু ফেরত আসছে, এমন কিছু তিনি আগে দেখেননি।

প্যাটারসন পাবলিক লাইব্রেরিতে ফিরে আসা উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের লেখা উপন্যাস *লাইফ অব কিং হেনরি দ্য ফিফথ*।
ছবি : প্যাটারসন পাবলিক লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জানান, ১৯১০ সালে শেক্‌সপিয়ারের উপন্যাস *লাইফ অব কিং হেনরি দ্য ফিফথ* প্রকাশ পায়। এটির অল্প কয়েকটি কপি এখন অবশিষ্ট আছে। পুরোনো জিনিস সংগ্রাহকদের কাছে এটি খুবই মূল্যবান। সাধারণ নিয়মে গ্রন্থাগার থেকে বই নেওয়ার পর সেটি ফেরত দিতে বিলম্ব হলে জরিমানা গুনতে হয়। সেই জরিমানা সর্বোচ্চ বইটির মূল্যের সমান হয়ে থাকে।

দাদির নেওয়া বইটি ফেরত দিতে গিয়ে সিনথিয়াকেও কি জরিমানা গুনতে হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সিনথিয়াকে কোনো জরিমানাই করেনি; বরং বিরল বইটি ফেরত আসায় তারা খুবই খুশি। রীতিমতো তারা এ ঘটনা উদ্‌যাপন করছে।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০৩

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

স্লিপ অ্যাপনিয়া কি আজীবনের রোগ?

মেনে নিয়ে চলছি!

নাক, কান ও গলার কোনো গঠনগত ত্রুটি থাকলে পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার (রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি) করিয়ে নিলে স্লিপ অ্যাপনিয়া সেরে যায়। আবার স্থূলতার কারণে স্লিপ অ্যাপনিয়া হলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করে সেরে ওঠা সম্ভব। তবে এসব বাদে অন্য কারণে স্লিপ অ্যাপনিয়া হলে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয় না, তবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২			৩	৪	৫	
			৬				
৭							৮
			৯	১০		১১	
১২		১৩		১৪	১৫		
		১৬					
১৭						১৮	
		১৯			২০		

বাঁ থেকে ডানে : ১. ধনী। ৩. রাতে যে ভালো দেখতে পায় না। ৬. অতিথি। ৭. কঠিন জিনিস ভাঙার আওয়াজ। ৯. ঘোল। ১১. অবস্থা। ১২. অনুমান। ১৪. মন-সংক্রান্ত। ১৬. পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ। ১৭. ঢাকজাতীয় রণবাদ্য। ১৮. টাটকা। ১৯. জতু। ২০. ফুলের কুঁড়ি।

ওপর থেকে নিচে : ২. একগুঁয়ে। ৩. ক্রোধ। ৪. তন্তু থেকে উৎপন্ন। ৫. বায়স। ৬. কেনাবেচার কেন্দ্র। ৮. যন্ত্রপাতি। ১০. ধারাবাহিকতা। ১১. হাস্য। ১২. বিদেশ থেকে পণ্য আনা। ১৩. যে মালার গুটি গুনে জপ করা হয়। ১৫. ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। ১৮. দুই করতলের আঘাতজনিত শব্দ।

গত সমস্যার সমাধান

সা	থি		ভা	ব		হু	
	তা	গা		খা	স	ল	ত
বা	নো	য়া	ট		লা		ন্দ্রা
ঙ্গি		ডো		আঁ	জ	লা	
	গা	র	প্যাঁ	চ		টি	প
কা	ছ		চা		রা	ম	দা
ঠ		পু		জা	গা		র্প
	অ	ব	সা	ন		প	ণ

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

১৯৩৯ সালের *দ্য উইজার্ড অব ওজ* সিনেমায় এমারেল্ড সিটি প্যালেসের ঘোড়াগুলোকে রাঙানো হয়েছিল 'জেল-ও' ব্র্যান্ডের স্ফটিক দিয়ে!

কৌতুক

নদীর দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি লোক। এক লোক অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে।
আরেক লোক বলল, 'কী বললেন? আরও জোরে বলেন!'
প্রথম লোক বলল, 'বলছি, আমি ওই পাড়ে কী করে যাব?'
দ্বিতীয় লোক বলল, 'বোকার মতো কথা বলেন কেন!'
প্রথম লোক অবাক, 'বোকার মতো মানে? কী বলতে চান?'
দ্বিতীয় লোক বলল, 'আরে ভাই, আপনি তো ওই পাড়েই আছেন!'

কথা অমৃত

সবচেয়ে বিরক্ত লাগে তখন, যখন আপনি বিরক্ত করার পরও দুটি মানুষ কথা বলতেই থাকে।

মার্ক টোয়েন
মার্কিন সাহিত্যিক (১৮৩৫-১৯১০)

সুডোকু

3			4					6
		2	5					
	9					3	5	4
9			8			5		
			7	9	5			
		3			2			7
1	8	4					9	
					6	2		
5					4			1

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	1	3	7	9	4	6	8	5
4	6	8	2	5	1	9	7	3
5	7	9	8	3	6	4	1	2
1	8	5	9	6	3	7	2	4
7	9	2	4	8	5	3	6	1
6	3	4	1	7	2	8	5	9
3	5	7	6	1	9	2	4	8
9	2	6	5	4	8	1	3	7
8	4	1	3	2	7	5	9	6

পিনাটস • চার্লস শুলজ

১৫১ বস্তা ভারতীয় চিনিসহ গ্রেপ্তার ৪ | সিলেটে ১৫১ বস্তা ভারতীয় চিনিসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। প্রতিনিধি, সিলেট

সংক্ষেপে

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

তথ্যসচিব ও দুই বিভাগীয় কমিশনার পদে নতুন মুখ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বেগম মাহবুবা ফারজানা। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) ছিলেন। তাঁকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। মাহবুবা ফারজানা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সদ্য সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। হুমায়ুন কবীর খোন্দকারকে গত ১২ সেপ্টেম্বর ওএসডি করেছিল সরকার। এদিকে ঢাকা ও রংপুর বিভাগে নতুন কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। রংপুর বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক মো. শহিদুল ইসলাম। গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কেরানীগঞ্জ

গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকার কেরানীগঞ্জে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্তৃপক্ষ অভিযান চালিয়ে জিআই তারের একটি কারখানার ও একটি বেকারির অবৈধ গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। একই সঙ্গে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের ১১৫ ফুট অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার কেরানীগঞ্জের কালিন্দী এলাকায় সাইদ মিয়ার মালিকানাধীন জিআই তার কারখানা ও মাসুম বেকারিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের (মেঢাবিবি-২) উপমহাব্যবস্থাপক বিকাশ চন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, সাইদ মিয়ার মালিকানাধীন জি আই তার কারখানা ও মাসুম বেকারি কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে গ্যাস-সংযোগ ব্যবহার করছিলেন। এ কারণে তাঁদের গ্যাস-সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা

৩টি রিভিউ আবেদন আজ শুনানির কার্যতালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে আনা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে আবেদন করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আবেদনটি আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে গতকাল বুধবার উপস্থাপন করা হয়।

চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক আবেদনটি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য আজ বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেছেন।

ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে এ নিয়ে পৃথক তিনটি আবেদন করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগের বৃহস্পতিবারের কার্যতালিকায় রিভিউ আবেদন তিনটি ৪২ নম্বর ক্রমিকে রয়েছে।

এর আগে এ রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে গত সপ্তাহে একটি আবেদন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ ছাড়া রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সংশোধনী

‘নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন সংখ্যালঘু ও পাহাড়িরা’ শিরোনামে ৫ অক্টোবর *প্রথম আলোর* চার নম্বর পাতায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ওই সংবাদে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ আর লীলারাজ ব্রহ্মচারীর পরিচয় চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ-ইসকনের সাধারণ সম্পাদক লেখা হয়। সংবাদে দুজনের এই পদবি উল্লেখ করার প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসকন বাংলাদেশ। ইসকনের সভাপতি সত্য রঞ্জন বাড়ৈ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, সাংগঠনিক অসদাচরণের দায়ে লীলারাজ দাস ব্রহ্মচারী ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে এর আগে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তারা আর ইসকন বাংলাদেশের কোনো সাংগঠনিক পদে নেই। বর্তমানে চট্টগ্রাম ইসকনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। আর পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষের পদটি খালি আছে।

পানির জন্য অপেক্ষা সুপেয় পানির জন্য বঙ্গভবনের ভেতর থেকে আসা পানির পাইপ থেকে পানি নিতে অপেক্ষা করছে মানুষ। গতকাল রাজধানীর হাটখোলা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

দুর্নীতি দমন কমিশন

আ হ ম মুস্তফা কামালের পরিবারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান। মির্জা আজম ও নিক্সন চৌধুরীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) সাবেক চেয়ারম্যান মহীউদ্দীন খান আলমগীরসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বুধবার দুদকের জামালপুর জেলা সমন্বিত কার্যালয়ে মামলাটি করা হয়েছে। দুদকের উপপরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

আসামিদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ফারমার্স ব্যাংকের ৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার অন্য আসামিরা হলেন আরসিএল প্লাস্টিক কারখানার মালিক রাশেদুল হক চিশতি, মোহাম্মদ ফারুক, হিরন রহমান, ইব্রাহিম খান, মাসুদুর রহমান ও মো. ফখরুজ্জামান।

দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, মহীউদ্দীন খান আলমগীর জামালপুরের ঠিকানায় সুলতানা মৎস্য খামার নামের একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। এই খামারের স্বত্বাধিকারী তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের নামে দ্য ফারমার্স ব্যাংক জামালপুরের বকশীগঞ্জ শাখায় ভুয়া তথ্য দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলে টাকা লেনদেন করা হয়েছে।

মুস্তফা কামালের পরিবারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, তাঁর স্ত্রী কাশমেরী কামাল ও মেয়ে নাফিসা কামালের নামে দেশে থাকা প্রায় ১৮০ কোটি টাকা ও বিদেশে কয়েক শ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। গতকাল তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়। দুদক বলছে, মুস্তফা কামাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে গুলশান, বাড্ডা ও কুমিল্লা এলাকায় বিপুল পরিমাণ জমি, একাধিক প্লট, ফ্ল্যাট রয়েছে। তাঁদের নামে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ রয়েছে প্রায় ৬৮ কোটি টাকা। এর বাইরে তাঁদের নামে প্রায় ১১১ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে।

বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী মির্জা আজম এবং সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী (নিক্সন চৌধুরী) ও তাঁর স্ত্রী তারিন হোসেনের বিদেশযাত্রায়ও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালত এ আদেশ দেন। এদিন পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এমডিসহ চারজনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। আদালতকে দুদক প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, এই চারজনের যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে। চারজন হচ্ছেন পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বি এম ইউসুফ আলী, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শওকত আলী ও মোস্তফা হেলাল কবির এবং জ্যেষ্ঠ উপস্থাপনা পরিচালক আলমগীর ফিরোজ।

নাফিজ সরাফতকে তলব

বিতর্কিত ব্যবসায়ী ও পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফতের বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে আজ বৃহস্পতিবার নাফিজ সরাফতকে দুদক কার্যালয়ে তলব করা হয়েছে। গতকাল দুদক প্রধান কার্যালয় থেকে তাঁর গুলশান ও খিলক্ষেতের পৃথক তিনটি বাসায় চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে দুদক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

আহত পুলিশ সদস্যদের দেখতে গেলেন আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত পুলিশ সদস্যদের দেখতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মো. মাইনুল হাসান ঢাকার রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল (সিপিএইচ) পরিদর্শন করেছেন। ডিএমপি কমিশনার মাইনুল হাসান গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ও আইজিপি ময়নুল ইসলাম গতকাল সিপিএইচে যান।

গতকাল বুধবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় বঙ্গভবন ও পাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনকালে বিক্ষোভকারীদের হামলায় ডিএমপির ২৫ সদস্য আহত হন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন সিপিএইচে চিকিৎসাধীন। বাকি ১৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সিপিএইচ পরিদর্শনকালে আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনার আহত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশনা দেন। এ সময় সিপিএইচের পরিচালক (ডিআইজি) সরদার নূরুল আমিন, পুলিশ সদর দপ্তর ও ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

হত্যা মামলার আসামিদের জামিন, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত সজল হত্যা মামলার তিন আসামিকে জামিন দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার দুপুরে আদালতের আইনজীবী সমিতি প্রাঙ্গণে ওই বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। এ সময় দুই আইনজীবীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ইসতিয়াক আহমেদ নামের এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের মারধরের অভিযোগে আইনজীবী সমিতিতে লিখিত অভিযোগ করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থী ও আদালত সূত্রে জানা যায়, গত ৪ আগস্ট মুন্সিগঞ্জ শহরের সুপারমার্কেট এলাকায় সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের সময় সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান নাজমুল হাসানসহ ৩০০-৪০০ জন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মী অস্ত্র নিয়ে ছাত্রজনতার ওপর হামলা করেন। ওই সময় উত্তর ইসলামপুর এলাকার শ্রমিক সজল মোল্লা, রিয়াজ ফরাজী ও নুর মোহাম্মদ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আহত হন আরও দেড় শতাধিক আন্দোলনকারী। গত সেপ্টেম্বরে তিনজনকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নাজমুল হাসানসহ ১ হাজার ১০০ জনের বেশি নেতা-কর্মীদের আসামি করে তিনটি পৃথক হত্যা মামলা হয়। ওই মামলা নাজমুল হাসানসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

নিহত সজল হত্যা মামলায় গতকাল মুন্সিগঞ্জ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন শুনানি হয়। শুনানি শেষে ওই মামলায় নাজমুল হাসান, আক্তার হোসেন চৌধুরী ও ইব্রাহিম সরদার নামের তিনজনকে জামিন দেন আদালতের বিচারক কাজী আবদুল হান্নান। জামিনের আদেশকে কেন্দ্র করে বেলা একটার দিকে শতাধিক শিক্ষার্থী মুন্সিগঞ্জ শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মুন্সিগঞ্জ আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। তাঁরা ওই মামলায় নিযুক্ত আইনজীবী ও বিচারকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

মুন্সিগঞ্জ আদালতের আইনজীবী ইসতিয়াক আহমেদসহ কয়েকজনের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ এনে আইনজীবী সমিতি বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী মাহবুব-উল-আলম জানান, ‘আইনজীবী সমিতির বরাবর শিক্ষার্থীরা একটি অভিযোগ করেছেন। সমিতির পক্ষে আমরা সেটি রেখেছি। বিষয়টি সবাইকে নিয়ে মীমাংসা করা হবে।’ মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ওসি খলিলুর রহমান জানান, ‘এ বিষয়ে কোনো পক্ষ আমাদের কাছে অভিযোগ করেনি।’

সাভারে বেতন-ভাতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভারে একটি কারখানার শ্রমিকেরা বেতন বাড়ানো, সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি নিশ্চিত করা, ভাতা, হাজিরা বোনাস বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। গতকাল বুধবার সাভার উপজেলার নয়ারহাট এলাকায় এসডিএস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা এ কর্মসূচি পালন করেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে যানবাহনে আটকা পড়ে ভোগান্তির মধ্যে পড়েন বিভিন্ন গন্তব্যের যাত্রীরা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন দাবিতে গিল্ডান বাংলাদেশ গ্রুপের এসডিএস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের কারখানার শ্রমিকেরা নয়ারহাট এলাকার ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সেনাবাহিনী ও আশুলিয়া থানার পুলিশের সদস্যরা। তাঁরা শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানান। দাবি পূরণ না হলে শ্রমিকেরা সরবেন না বলে জানান। বেলা দেড়টার দিকে দাবি মানার জন্য আধা ঘণ্টা সময় চেয়ে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হলে তাঁরা মহাসড়ক ছেড়ে পাশে অবস্থান নেন। পরে দাবি মানা না হলে আবার তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

এদিকে সাভারের আশুলিয়ার নরসিংহপুরের গোরাট এলাকায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া তিন মাসের বেতনের দাবিতে গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে বিক্ষোভ করেন জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড নামের তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। একপর্যায়ে তাঁরা আশপাশের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা সাড়া না দিলে তাঁদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া হয়। পুলিশ তাঁদের থামাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শ্রমিকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। এ ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিক ও পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালের সহকারী ব্যবস্থাপক এইচ এম আসাফ উদ্দৌলা রিজভী বলেন, আহত চার শ্রমিককে তাঁদের হাসপাতালে আনা হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা বলছেন, তাঁদের গুলি লেগেছে। তবে আঘাত গুলির কি না, তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত হাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চম্পা খাতুন ও মোর্শেদা খাতুনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে নিতে বলা হয়েছে।

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানের গ্যাসের কয়েকটি শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ

সোনাদিয়া দ্বীপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় (ঘটিভাংগা, তাজিয়াকাটা ও হামিদার দিয়া) বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ওখানে থাকা অবৈধ চিংড়িঘের উচ্ছেদ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার রুলসহ এ আদেশ দেন। পরিবেশসচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও প্রধান বনসংরক্ষকসহ বিবাদীদের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে ৯০ দিনের মধ্যে বিবাদীদের আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

‘সংকটাপন্ন সোনাদিয়ায় গাছ কেটে আওয়ামী লীগ নেতাদের মাছ চাষ’ ও ‘প্যারাবন কেটে আরও চিংড়িঘের তৈরি’ শিরোনামে *প্রথম আলোতে* প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ দুটিসহ গণমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন যুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. রহিম উল্লাহ, মহেশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন, স্থানীয় তিনজন সাংবাদিক ও ছয়জন শিক্ষার্থীসহ মহেশখালীর ১২ বাসিন্দা আবেদনকারী হয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর রিটটি করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী ও আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।

পরে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় ম্যানগ্রোভ বীজ বপন করতে এবং যারা ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস করেছে, সেই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন। ১৯৯৯ সালে সরকার সোনাদিয়া দ্বীপকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। সম্প্রতি এই দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় (ঘটিভাংগা, তাজিয়াকাটা ও হামিদার দিয়া) ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস করে অবৈধ চিংড়িঘের তৈরির কাজ চলছে বলে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান পদক্ষেপ না দেখে রিটটি করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে ষড়যন্ত্র প্রতিহতের ঘোষণা বিভিন্ন দলের নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। দুবাইভিত্তিক একটি কোম্পানির হাতে টার্মিনালটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানী ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এসব অভিযোগ করেছেন। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও গণ-অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে বন্দর নিয়ে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে বলে ঘোষণা দেন তাঁরা। নেতারা বলেন, প্রয়োজনে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশটির আয়োজন করে ‘দেশ বাঁচাও, বন্দর বাঁচাও আন্দোলন’ নামের একটি সংগঠন।

বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধের উদ্যোগ নিতে নৌপরিবহন উপদেষ্টাকে আগামী ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম বেঁধে দেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর প্রশ্নের সুরে বলেন, দেশীয় কোম্পানি বন্দর পরিচালনা করছে, সেখানে নতুন করে কেন বিদেশি কোম্পানিকে নিয়ে আসতে হবে? সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা, গণফোরামের কো-চেয়ারম্যান সুব্রত চৌধুরী, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সদস্যসচিব মুজিবুর রহমান মঞ্জু, বাংলাদেশ এলডিপির মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম প্রমুখ।

লুট হওয়া অর্ধকোটি টাকার মালামাল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৫

গাজীপুরের পোশাক কারখানা

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন টাঙ্গাইলের আকবর হোসেন ও হাসান মিয়া, জামালপুরের জীবন মিয়া, যশোরের ইসরাফিল হোসেন ও রাজীব হোসেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

একটি পোশাক তৈরির কারখানা থেকে লুট হওয়া মালামাল গত মঙ্গলবার রাতে গাজীপুর মহানগরের বাসন ও কোনাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় ডাকাত দলের ৫ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লুট হওয়া ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ৬ টন কাপড় ও ১টি কাভার্ড ভ্যান উদ্ধার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থানার হাটকয়রা গ্রামের আকবর হোসেন, জামালপুর সদর থানার দিগপাইতের মো. জীবন মিয়া, টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার উলাডাব গ্রামের মো. হাসান মিয়া, যশোরের মনিরামপুর থানার মহাতবনগর গ্রামের ইসরাফিল হোসেন এবং যশোরের ঝিকরগাছা থানার পাল্লা রাজাপুর গ্রামের রাজীব হোসেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার মো. আলমগীর হোসেন বলেন, ১৫ অক্টোবর গাজীপুর মহানগরীর গাছা এলাকার ইউরো নিটওয়্যার লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানায় ডাকাতেরা ওয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে নিরাপত্তাকর্মীদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ছয় টন কাপড় লুট করে নিয়ে যায়। ওই ঘটনায় কারখানার ব্যবস্থাপক খান মিরদাদ আলী বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। ওই ঘটনার পর পুলিশ লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারে অভিযান শুরু করে। খবর পেয়ে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন নছের মার্কেট ও গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে লুণ্ঠিত ৫০ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়। এ সময় ডাকাতির সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উপকমিশনার মো. আলমগীর হোসেন আরও জানান, আইনি পক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা

মো. তৌহিদ হোসেনের বই

ন তু ন মু দ্র ণে

১৯৭১-২০২১

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ১৯৭১-২০২১ সাল পর্যন্ত কেমন গেছে? আসছে দিনগুলোতে জটিল সব সমীকরণের মধ্য দিয়ে কোন অভিমুখে শ্য তো যেতে পারে? এ বইয়ে রয়েছে তার খতিয়ান।

৩য় মুদ্রণ। ৳ ৪৫০

প্রথমা প্রকাশন | ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭ | ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৪) ধারা মোতাবেক

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

মোকামঃ অর্থঋণ আদালত নং-৩, ঢাকা।

অর্থজারী মোকদ্দমা নং-৫৮০/২০২২

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, যাহার প্রধান কার্যালয়, ২৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, যাহার একটি অন্যতম শাখা **পূবালী ব্যাংক লিঃ, এলিফ্যান্ট রোড শাখা,** ঢাকা। ইহাকে ইহার শাখার প্রধান প্রতিনিধি করেন, সাকিন-৩০৭ নং এলিফ্যান্ট রোড, থানা- নিউ মার্কেট, জেলা- ঢাকা। ....ডিক্রীদার।

-বনাম-

(১) **আলমপনা বিল্ডার্স লিঃ,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক-জনাব মোঃ আসাদ, সাকিন- ফজলুর রহমান সেন্টার (৭ম তলা), ৭২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা (ঋণ গ্রহীতা)
(২) **মোঃ আসাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- আলমপনা বিল্ডার্স লিঃ,** পিতা-মৃত হাজী মোঃ চাঁন মিয়া, সাকিন- ফজলুর রহমান সেন্টার (৭ম তলা), ৭২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা, আবাসিক ঠিকানা- ৪০/৪১, জিন্দা বাহার ১ম লেন, থানা- কোতয়ালী, জেলা- ঢাকা
(৩) **মোঃ সাঈদ @ মোঃ শহীদ,** পিতা- মৃত মোঃ চাঁন মিয়া, সাকিন-৪০/৪১, জিন্দা বাহার ১ম লেন, থানা-কোতয়ালী, জেলা- ঢাকা
(৪) **মোঃ জাবেদ,** পিতা- মৃত মোঃ চাঁন মিয়া, সাকিন-৪০/৪১, জিন্দা বাহার ১ম লেন, থানা- কোতয়ালী, জেলা- ঢাকা
(৫) **পারভীন বেগম,** স্বামী- মোঃ হানিফ, পিতা- মৃত মোঃ চাঁন মিয়া, সাকিন-৪০/৪১, জিন্দা বাহার ১ম লেন, থানা-কোতয়ালী, জেলা- ঢাকা।
(৬) **মোঃ সাদেক উদ্দিন খান,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(৭) **জসিম উদ্দিন,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(৮) **মোঃ ওয়াসি উদ্দিন খান,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(৯) **মোসাঃ তাসনিম খানম,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(১০) **মোসাঃ জেসমিন খানম,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(১১) **ডাঃ ইয়াসমিন খানম,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(১২) **মোসাঃ নাসরিন খানম,** পিতা-মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
(১৩) **আলহাজ্ব জয়নব বিবি,** স্বামী- মৃত হাজী মহিউদ্দিন খান, সাকিন-১০৪, কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, থানা- বংশাল, জেলা- ঢাকা।
৬-১৩ নং বিবাদীগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আম- মোক্তার- আলমপনা বিল্ডার্স লিঃ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক-জনাব মোঃ আসাদ, সাকিন- ফজলুর রহমান সেন্টার (৭ম তলা), ৭২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা। ....দাইকগণ।

এতদ্বারা ডিক্রীদারের **প্রাপ্য ০৮/০৬/২০২২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩৬,৭৪,২৮,০১৭.৭৪ (ছত্রিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ আটাশ হাজার সতের দশমিক সাত চার)** টাকা আদায়ের নিমিত্তে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদেরকে অত্র বিজ্ঞপ্তি সহ তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় জামানতের বিবরণ লিখিয়া সহি স্বাক্ষরিত সীল মোহরকৃত টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। **আগামী ২৫/১১/২৪ ইং তারিখে বেলা ০২:০০ ঘটিকার মধ্যে** নিলাম ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রত্যেক দর দাতাকে জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অথবা অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দিবসে উপস্থিত দর দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হইবে। সর্বোচ্চ দর গ্রহণের বিষয়টি আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে।

-নিলামের শর্তাবলী-

১। **আগামী ২৫/১১/২০২৪ ইং তারিখে বেলা ২.০০ ঘটিকার মধ্যে** সরাসরি বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অত্র আদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহনের বাক্সে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে।
২। নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিলাম দরপত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখে সিল মোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর "সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র" লিখে দাখিল করতে হবে।
৩। নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
৪। প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমান টাকা জামানত **স্বরূপ জজ অর্থঋণ আদালত নং-৩,** ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফট বা পেমেন্ট অর্ডার বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
৫। দরদাতার অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
৬। দরদাতাগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) এর সম্মুখে ঐ একই দিন **অর্থাৎ ২৫/১১/২০২৪ ইং তারিখ বিকেল ২.০০ ঘটিকায়** দরপত্র বাক্স খোলা হবে।
৭। দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮। তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রীদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাইবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরদাতাকে বহন করতে হবে।
৯। উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং-৫ এর অধীনে প্রথম দরপত্র দাতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ আদালত ডিক্রীদারকে প্রদান পূর্বক ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করিবে এবং আদালত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দর দাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, আদালত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৩ (৩) অনুযায়ী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহবান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উক্ত আইনের উপ-ধারা ২(খ) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।
১০। দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তির গুণ, মান, পরিমাণ ও অবস্থা সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।
১১। দরপত্র গৃহীত না হইলে জামানতের টাকা যথা সময়ে ফেরত দেওয়া হইবে।
১২। কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।
১৩। সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য কর ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।
১৪। আইনের বিধানমতে ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণের ব্যবস্থা করা হইবে।
১৫। নিলামে অংশ গ্রহনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

তফসিল 'খ'

জেলা-ঢাকা, থানা-কোতয়ালী, মৌজা-শহর ঢাকা হালে-ঢাকাস্থিত জে এল নং- এস.এ- ০১, আর.এস ও ঢাকা সিটি জরীপে-০১। খতিয়ান নম্বরঃ- সি.এস-৯৭৯৫, ৯৭৯৬, ৯৭৯৮, ৯৭৯৯, ৯৮০১, ৯৮০০, এস.এ- সাবেক ৫৬৮৩, হাল-৩৬৪৩, আর.এস-৫৮৪৫, ঢাকা সিটি জরীপে- ৩১৩ ও ৭৬৩০, সিটি জরীপে নামজারী-১০৭৮০, ১০৭৮৩, ১০৭৮১,১০৭৮২, জোত ৬৭/৫৬, ৭০/৫৬, ৬৮/৫৬, ৬৯/৫৬, দাগ নম্বর- সি.এস- ১৭,১৮, ১৯, ২২, ২৩,২৪, এস.এ-৬০০৩, আর.এস- ৯১৭০, ঢাকা সিটি জরীপে ১১১১৩ ও ১১১১৪। উক্ত দাগে মোট জমির পরিমান ০.১৯৬৬ একর ইহার কাতে ০.১৭৩৩৪ একর তথা হইতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অবমুক্ত দলিল মূলে মোট ০৯১৪.৯৫ অযুতাংশ বা ৯.১৪৯৫ শতাংশ বা ০.০৯১৪৯৫ একর অবমুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান বন্ধককৃত সম্পত্তির পরিমান (০.১৭৩৩৪-০.০৯১৪৯৫) = ০.০৮১৮৪৫ একর ভূমি ও তদস্থিত একটি বেইজমেন্ট সহ ৬ষ্ঠ তলা বিশিষ্ট আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবনের বেইজমেন্ট এর দোকান নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯,১০,১১, ১২,১৩,১৪, ১৫,১৬,১৭,১৮,১৯, ২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৬, নীচ তলার দোকান নং-২,৩, ৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২, ১৪,১৫, ১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১, ২২,২৩,২৪,২৫,২৬, ২৭,২৮,২৯,৩০,৩১,৩২,৩৩, ৩৪,৩৫, ৩৬,৩৭,৩৯, ৪০,৪২, ৪৩,৪৪,৪৬, ৪৭,৪৮,৪৯, ৫০,৫১,৫২,৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, দ্বিতীয় তলায় দোকান নং- ১,২/এ,২/বি, ৭,৮,৯,১০, ১২, ১৪, ১৫,১৭,১৮,২১,২২,২৩, ২৩/এ, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯,৩০, ৩২, ৩৪, ৩৫,৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯,৪০,৪১,৪২ এবং তৃতীয় তলার দোকান নং-১, ২, ৩, ৪, ৮,৯,১০,১১,১৪,১৬ এবং IFIL এর খরিদা ২৭৭০ বর্গফুট আয়তনের অফিস কক্ষ বাদে বেইজমেন্ট এর বক্রী দোকান সমূহ, দ্বিতীয় তলার বক্রী দোকান সমূহ, তৃতীয় তলার বক্রী দোকান সমূহ এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার সম্পূর্ন অংশ বন্ধকের আওতাভুক্ত। যাহার হোল্ডিং নং- ৪০/৪১, জিন্দাবাহার ১ম লেন নয়া বাজার, ঢাকা। যাহার চৌহদ্দীঃ- উত্তরেঃ রাস্তা, দক্ষিণে- রাস্তা এবং ওয়াজির গং, পূর্বে- রহমান গং এবং পশ্চিমে- রাস্তা ও মোঃ জাবেদ। যাহার মালিক-মোঃ সাঈদ @ মোঃ শহীদ, মোঃ জাবেদ, মোঃ আসাদ এবং পারভীন বেগম, অর্থাৎ ২-৫ নং বিবাদীগণ।

তফসিল 'গ'

জেলা-ঢাকা, থানা-সাবেক কোতয়ালী বর্তমানে বংশাল অধীন, মৌজা- শহর ঢাকা হালে- ঢাকাস্থিত। সি.এস সীট নং- ৩৬, জে.এল নং-এস.এ-০১, ঢাকা সিটি জরীপে-০১, খতিয়ান নম্বর-সি.এস ১৬৬২৫, ১৬৬২৬, এস.এ সাবেক ১৪৬০ হালে ১৭৬৩। আর.এস-১১৯৭, ঢাকা সিটি জরীপে- ১০৭৫২ ও ৩৭১৯। দাগ নম্বর- সি.এস-৯৮ (অংশ), ১০২ ও ১০৩, এস.এ-৩০৩৯, আর.এস- ৪১৮০,৪১৮১, ঢাকা সিটি জরীপে- ১০৭৫০,১০৭৫৩, ১০৭৫২। উক্ত দাগে মোট জমির পরিমান ২৫.৫২ শতাংশ (০.২৫৫২ একর) ইহার কাতে ১৫.৮২ শতাংশ (০.১৫৮২ একর) ভূমি ও তদস্থিত নির্মানাধীন একটি বেজমেন্ট সহ ১৬ তলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন। যাহার হোল্ডিং নং-১০৪, ১০৪/এ, ১০৪/বি,১০৪/সি,কে.পি ঘোষ স্ট্রীট, আরমানীটোলা, ঢাকা-১১০০। যাহার চৌহদ্দীঃ উত্তরে হাবিবুল্লাহ গং, দক্ষিণে- কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট, পূর্বে- কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট এবং পশ্চিমে- ১০৪/১ কে.পি. ঘোষ স্ট্রীট (হাবিবুর রহমান এবং মাহরিন বেগম) যাহার মালিক- মোঃ সাদেক উদ্দিন খান, জসিম উদ্দিন, মোঃ ওয়াসি উদ্দিন খান, মোসাঃ তাসনিম খানম, মোসাঃ জেসমিন খানম, ডাঃ ইয়াসমিন খানম, মোসাঃ নাসরিন খানম এবং আলহাজ্ব জয়নব বিবি অর্থাৎ ৬-১৩ নং বিবাদীগনের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ১ নং বিবাদী।

আদেশক্রমে, সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-০৩, ঢাকা

ক্ষতিপূরণের আদেশ

মানহানি মামলায় নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানিকে ১৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ আদালতের। আল-জাজিরা

সংক্ষেপে

ভারত

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন প্রিয়াঙ্কা

ভারতের কেরালার ওয়েনাড লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। গতকাল বুধবার মা সোনিয়া গান্ধী, ভাই রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন। গত লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসন থেকে জয়ী হন রাহুল। একটি রায়বেরিলি, অন্যটি ওয়েনাড। রাহুল রায়বেরিলি রেখে ওয়েনাড আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন। ওয়েনাড আসনে আগামী ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন হবে। ওয়েনাড আসনের ভোটে প্রিয়াঙ্কা জিতলে গান্ধী পরিবারের তিন সদস্যই একসঙ্গে ভারতীয় সংসদের সদস্য হবেন। সে ক্ষেত্রে রাহুলের মতো প্রিয়াঙ্কাও হবেন লোকসভার সদস্য। আর সোনিয়া বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য।

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

সিঙ্গাপুর

যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় লি সিয়েনের

সিঙ্গাপুরের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা লি কুয়ান ইউর ছোট ছেলে লি সিয়েন ইয়াং যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি নিজেই গত মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে নগররাষ্ট্রটির সবচেয়ে বিশিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার চরম মতবিরোধের সর্বশেষ নজির সামনে এসেছে। লি সিয়েন ইয়াং ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানান, তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। নিজ দেশে 'নিপীড়ন' থেকে বাঁচতে এ প্রক্রিয়া বেছে নিয়েছেন তিনি। সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা লি কুয়াং ইউ ২০১৫ সালে মারা যান। তাঁর ছোট ছেলে লি সিয়েন ইয়াং ও মেয়ে লি ওয়েই লিং বছরের পর বছর ধরে তাঁদের প্রভাবশালী বড় ভাই লি সিয়েন লুংয়ের কাছ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

আল-জাজিরা

নৃত্য

জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সম্মেলন কপ-১৬ উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্যারেডে নৃত্যশিল্পীরা। গত মঙ্গলবার কলোম্বিয়ার কালিতে। ছবি : এএফপি

দক্ষিণ কোরিয়া

রাশিয়ায় ৩ হাজার সেনা পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া

রাশিয়ায় এরই মধ্যে তিন হাজার সেনা পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। ডিসেম্বরের মধ্যে দেশটিতে প্রায় ১০ হাজার সেনা পাঠাবে পিয়ংইয়ং। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে তাঁদের ব্যবহার করবে রাশিয়া। নিজেদের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতারা গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার সংসদীয় গোয়েন্দা কমিটির সদস্য আইনপ্রণেতা পার্ক সান-ওন সাংবাদিকদের বলেন, উত্তর কোরিয়ার ভেতরে সেনা সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নানা আলামত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে শনাক্ত করা গেছে। এখন মনে হচ্ছে, ওই সব সেনাকে রাশিয়ার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

রয়টার্স, *সিউল*

ব্রিকস সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের মধ্যে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং (বাঁয়ে), রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (মাঝে) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ডানে)। গতকাল কাজানে। ছবি : রয়টার্স

বৈশ্বিক দক্ষিণের জোরদার ভূমিকা চায় ব্রিকস

যৌথ বিবৃতি

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ব্রিকসের পক্ষ থেকে একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়।

এএফপি, *কাজান*

বিশ্বমঞ্চে বৈশ্বিক দক্ষিণকে জোরদার ভূমিকায় দেখতে চায় উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকস। গতকাল বুধবার ব্রিকসের পক্ষ থেকে এমন আশাবাদের কথা বলা হয়।

রাশিয়ার কাজান শহরে গত মঙ্গলবার শুরু হয়েছেন তিন দিনব্যাপী ব্রিকস সম্মেলন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ব্রিকসের পক্ষ থেকে একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়। যৌথ বিবৃতিতে বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও কাঠামোতে উদীয়মান অর্থনীতি, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ বিশেষ করে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সক্রিয় এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

প্রায় আড়াই বছর আগে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পশ্চিমাদের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও আন্তর্জাতিক নিন্দার মধ্যে রাশিয়ায় এটাই সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে চীন, ভারত, তুরস্ক, ইরানসহ বিশ্বের প্রায় ২০টি দেশের নেতা কাজান শহরের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এবারের সম্মেলনে আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে ব্রিকসের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক লেনদেনব্যবস্থা গড়ে তোলা ও মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত নিরসন।

গতকাল সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি নতুন বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। বিশ্বনেতাদের এ সম্মেলন থেকে পুতিন পশ্চিমাদের মস্কোকে বিচ্ছিন্ন করার যে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন বলে আশা করছেন।

মস্কোর পক্ষ থেকে ব্রিকসকে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোট-৭-এর বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুতিন বলেছেন, 'একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এটি একটি গতিশীল এবং অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া।' রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ব্রিকস আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার কর্তৃত্ব জোরদার করছে। তীব্র আঞ্চলিক সংঘাতসহ বৈশ্বিক এজেন্ডায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কীভাবে সমাধান করা যায়, তা নিয়ে তিনি ব্রিকস সদস্যদের কাজ করার আহ্বান জানান।

গতকাল ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। দুই বছরের মধ্যে এটাই তাঁর প্রথম রাশিয়া সফর।

পুতিনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বৈঠকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও কৌশলগত অংশীদারত্বের জন্য সি চিন পিং ও নরেন্দ্র মোদির মতো নেতাদের প্রশংসা করেন।

বর্তমান বিশৃঙ্খল বিশ্বে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের গভীর বন্ধুত্বের প্রশংসা করেন সি। পুতিন বলেন, তিনি বেইজিং ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ককে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন।

সম্মেলন ঘিরে কাজানের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে রাশিয়া। এ সম্মেলনে আসা অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে দেশটি।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন ও ভারত মিলে ১৫ বছর আগে ব্রিকস জোট গঠন করে। পরের বছর যোগ দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যুক্ত করে এ জোটের সম্প্রসারণ করা হয়।

পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পুতিন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর সঙ্গে গতকাল পৃথক বৈঠক করেন। এ ছাড়া তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ এরদোয়ানের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক করার কথা রয়েছে।

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য তুরস্ককে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। তবে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্ক আরও বেশি হৃদ্যতা দেখাতে চায়।

আজ বৃহস্পতিবার পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করবেন গুতেরেস। ক্রেমলিন বলছে, তাঁদের আলোচনায় ইউক্রেন সংঘাত গুরুত্ব পাবে। কিয়েভ জাতিসংঘের প্রধান গুতেরেসের রাশিয়া সফরের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সীমান্তে স্থিতিশীলতা চান সি-মোদি

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

রাশিয়ার কাজানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করলেন। গতকাল বুধবার বিকেলে সেই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি সরাসরি জানিয়ে দেন, সীমান্ত শান্ত ও স্থিতিশীল রাখার বিষয়টি দুই দেশের কাছেই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

মোদি ওই বৈঠকে বলেন, বিশ্বশান্তির জন্য ভারত-চীনের সুসম্পর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার প্রচেষ্টায় সাম্প্রতিক বোঝাপড়ার উল্লেখ করে মোদি বলেন, মতানৈক্য ও বিবাদের উপযুক্ত মোকাবিলা খুবই জরুরি। দেখা দরকার, বিবাদ যেন শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট না করে।

বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সীমান্ত প্রশ্নের মীমাংসায় নিযুক্ত দুই দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিরা শিগগিরই বৈঠকে বসবেন। সীমান্তের শান্তি ও সুস্থিতি রক্ষার ব্যবস্থাপনা ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা হবে। সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী যুক্তিপূর্ণ, যথার্থ ও পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা তাঁরা খতিয়ে দেখবেন। নষ্ট হওয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঠিক করতে ও স্থিতিশীল রাখতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য কাঠামোগত ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

ঠিক পাঁচ বছর আগে এই দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। ২০১৯ সালের অক্টোবরে সেই বৈঠক হয়েছিল ভারতের তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমে। পরের মাসেই ব্রাজিলে বসেছিল ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে এই দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে শেষবারের মতো প্রতিনিধিসহ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রির মামলা

জামিন পেলেন বুশরা বিবি

রয়টার্স, *ইসলামাবাদ*

বুশরা বিবি

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের একটি হাইকোর্ট রাষ্ট্রীয় উপহার কেনাবেচা (তোশাখানা) মামলায় দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবির জামিন মঞ্জুর করেছেন। গতকাল বুধবার পাকিস্তানের জিও টিভি এ তথ্য জানায়।

বর্তমানে ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী দুজনই কারাগারে রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ১৪ কোটি রুপি মূল্যের রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রির বেশ কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে। ইমরান খান ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এসব উপহার পেয়েছিলেন; কিন্তু এসব উপহার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেননি।

ইসলামাবাদ হাইকোর্ট বুশরা বিবিকে জামিন দিলেও তিনি এখনই কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। বিচারপতি মিয়ানগুল হাসান আওরঙ্গজেবের আদালত ১০ লাখ রুপি জামানতের বিনিময়ে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। বুশরা বিবি ৩ অক্টোবর তোশাখানা মামলায় জামিনের জন্য আদালতে পিটিশন দায়ের করেন। তাতে বলা হয়, বুশরা বিবি একজন গৃহিণী। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। এ ছাড়া এ মামলায় যে তদন্ত করা হয়েছে, তা স্বচ্ছ নয়। বিবাদীকে কারাগারে রাখার উদ্দেশ্যেই এ মামলা করা হয়েছে।

গতকাল আদালতে শুনানির সময় পাকিস্তানের তদন্ত সংস্থা (এফআইএ) জানায়, যে গয়নার কথা মামলায় এসেছে, তা সামনে হাজির না করায় এর প্রকৃত মূল্য যাচাই করা যায়নি।

এর আগে গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট আদিয়ালা কারাগারে বন্দী ইমরান খানের পিটিশনের শুনানি করেন। তাতে ইমরান খান ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মাধ্যমে শারীরিক পরীক্ষার আবেদন করেছিলেন। এ বিষয়ে আদালত আদিয়ালা কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়েছেন। এ ছাড়া এ বিষয়ে রাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চেয়েছেন আদালত।

যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির বিরুদ্ধে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ ট্রাম্পের

রয়টার্স, *লন্ডন*

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনেছে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারশিবির। ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা অভিযোগে একে 'নগ্ন বিদেশি হস্তক্ষেপ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পক্ষে প্রচার চালাতে কিছু ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবক যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ায় এমন অভিযোগ আনে ট্রাম্পের প্রচারশিবির।

কমলা হ্যারিসের প্রচারশিবিরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের দলের সদস্যদের বেআইনি অবদান রাখার বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা অভিযোগে আহ্বান জানানো হয়েছে।

নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাজ্যের স্বেচ্ছাসেবীদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সাধারণত মধ্য-বামপন্থী লেবার পার্টির সদস্যরা ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জন্য আর কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যরা রিপাবলিকান প্রার্থীর জন্য প্রচার চালিয়ে থাকেন।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পায় লেবার পার্টি। নাম না প্রকাশ করার শর্তে একাধিক ব্রিটিশ কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন লেবার পার্টির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা।

এদিকে আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জয় পেলে এ ধরনের অভিযোগের কারণে সম্পর্কে ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করেন না লেবার নেতা স্টারমার।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নিয়ে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে রাশিয়া, চীন ও ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ করেছিল দুই দলই। তবে এমন অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছে মার্কিনবিরোধী এই তিন মিত্র।

'গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি টানা এখনই ভালো সময়'

মধ্যপ্রাচ্যে সফররত ব্লিঙ্কেন

যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করতে প্রায় এক বছরের মধ্যে ১১তম বারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফর করছেন ব্লিঙ্কেন।

রয়টার্স, *টাইরে*

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

মধ্যপ্রাচ্য সফররত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি টানা এখনই ভালো সময়। ইসরায়েল সফর শেষে গতকাল বুধবার সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ইসরায়েলের জন্য এখন সামরিক বিজয়কে টেকসই কৌশলগত সাফল্যে রূপ দেওয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, জিম্মিদের মুক্ত করে দেশে ফেরানো, যুদ্ধের সমাপ্তি টানা এবং এরপর কী হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েল সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টায় মধ্যপ্রাচ্য সফর করছেন ব্লিঙ্কেন। পর গতকাল সৌদি আরবে পৌঁছেন ব্লিঙ্কেন। তবে ব্লিঙ্কেনের এই সফরের মধ্যেও লেবাননের বন্দরনগরী টাইরে ও গাজার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। জবাবে তেল আবিবসহ ইসরায়েলের কয়েকটি শহর লক্ষ্য করে রকেট ছোড়ার দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।

গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করতে প্রায় এক বছরের মধ্যে এ নিয়ে ১১তম বারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফর করছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ইসরায়েল সফর শেষে গতকাল বুধবার সৌদি আরবে পৌঁছেন তিনি।

ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা বন্দরনগরী টাইরেতে গতকাল বিরামহীন হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর আগে বাসিন্দাদের ওই শহর ছাড়ার নির্দেশ দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সেখান থেকে লাখো মানুষ অন্যত্র পালিয়ে যান।

মৎস্যশিকারি, পর্যটকদের পাশাপাশি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের অবকাশের স্থান হিসেবে দক্ষিণের এই শহর সব সময় সরগরম থাকে। লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে এই শান্তিরক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে; কিন্তু চলতি সপ্তাহে শহরটির বিস্তৃত এলাকা খালি করে দিতে নির্দেশ দেয় ইসরায়েল। এই নির্দেশের আওতায় সেখানকার প্রাচীন দুর্গও রয়েছে।

লেবাননের কিছু নাগরিকের আশঙ্কা, তাঁদের দেশের অবস্থা শেষ পর্যন্ত গাজার মতো হবে। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় ৪২ হাজারে বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ছোট এই উপত্যকার বেশির ভাগই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরিকে হত্যা

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের হিজবুল্লাহর প্রয়াত প্রধান হাসান নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরি হাশেম সাফিউদ্দিনকে হত্যার তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল। গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে বিমান হামলা চালিয়ে তারা সাফিউদ্দিনকে হত্যা করে।

এদিকে ইসরায়েলের বিরামহীন হামলার জবাবে দেশটির উত্তরাঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর তেল আবিব ও হাইফা লক্ষ্য করে রকেট ছোড়ার দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। তেল আবিবের উপকণ্ঠে গোয়েন্দা ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দাবি করেছে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। ওই এলাকায় একাধিক রকেট ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

অন্যদিকে লেবাননের পাশাপাশি গাজায়ও ব্যাপক হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের হামলায় গাজায় আরও ৭৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৩০ জন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ঢাকা

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২।	সংস্থা	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
৩।	সংগ্রাহক সত্তার নাম	সকল রিজিয়ন কমান্ডার, সকল সেক্টর কমান্ডার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ; কমান্ড্যান্ট, বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ (বিজিটিসিএন্ডসি), সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; ব্যুরো প্রধান, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ঢাকা; অধিনায়ক, আইসিটি ব্যাটালিয়ন, ঢাকা; অধিনায়ক, ফোর্স সাপোর্ট উইং, ঢাকা; অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকা; অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা এবং অধিনায়ক, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।
৪।	সংগ্রাহক সত্তার কোড নম্বর	১২২০৩ - বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
৫।	সংগ্রাহক সত্তার জেলা	ঢাকা, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা, রাজশাহী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, সরাইল, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, খাগড়াছড়ি, গুইমারা, রাংগামাটি, কক্সবাজার, রামু, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম।
৬।	যে কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হল	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের জন্য শুকনা ও তাজা রেশন এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঢাকা, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঠাকুরগাঁও, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি এর রোগীদের পথ্য সরবরাহ করণ।
৭।	দরপত্র আহ্বানের সূত্র ও তারিখ	৪৪.০২.১২০৫.০১০.০৩.১১৭.২৪.০৪ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৪।
৮।	ক্রয় পদ্ধতি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
৯।	বাজেট ও তহবিলের উৎস	রাজস্ব খাত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১০।	দরপত্র প্রচারের তারিখ	২৪ অক্টোবর ২০২৪।
১১।	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ	১২ নভেম্বর ২০২৪।
১২।	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ১১৫৫ ঘটিকা।
১৩।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ১২০০ ঘটিকা।
১৪।	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের স্থান	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সকল রিজিয়ন, সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর; বিজিটিসিএন্ডসি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকা; বর্ডার গার্ড হাসপাতাল সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও; বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি এ দরপত্র পাওয়া যাবে।
১৫।	দরপত্রের দলিলাদি গ্রহণ	সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বীর উত্তম সালাহ উদ্দিন আহমেদ (৪নং) গেট (শুধুমাত্র পিলখানাস্থ ইউনিট সমূহের জন্য), সকল রিজিয়ন/সেক্টর সদর এর জিপি চেক পোষ্ট (অধীনস্থঃ সকল ব্যাটালিয়নের জন্য), বিজিটিসিএন্ডসি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঠাকুরগাঁও, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি এ দরপত্র গৃহীত হবে।
১৬।	দরপত্রের দলিলাদি খোলা	সংশ্লিষ্ট সকল রিজিয়ন/সেক্টর সদর দপ্তর, বিজিটিসিএন্ডসি অফিস, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঢাকা, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি অফিসে দরপত্র খোলা হবে।
১৭।	প্রাক-দরপত্র সভার (ঐচ্ছিক) স্থান, তারিখ ও সময়	সংশ্লিষ্ট রিজিয়ন/সেক্টর/ইউনিট সদর দপ্তর ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ ১০০০ ঘটিকা।
১৮।	দরদাতার যোগ্যতা ক। সাধারণ। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এবং আয়কর ও ভ্যাট সনদপত্র। খ। আর্থিক। সিডিউলে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থের ব্যাংক সলভ্যান্সি সনদপত্র। গ। অভিজ্ঞতা। যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে রেশন সরবরাহ কাজে ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা।	
১৯।	মালামালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শুকনা ও তাজা রেশন সামগ্রী এবং রোগীর পথ্য (সিডিউল অনুযায়ী)।
২০।	আনুষঙ্গিক অন্যান্য সেবার বিবরণ	দরপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক।
২১।	দরপত্র দলিলের মূল্য	

ইউনিটের নাম	শুকনা রেশন	তাজা রেশন	রোগীর পথ্য
রিজিয়ন সদর	৭৫০/-	৭৫০/-	-
সেক্টর সদর	১,০০০/-	১,০০০/-	-
বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	১,৫০০/-	-
রিজিয়ন ও সহাবস্থিত ০১ টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	১,৫০০/-	-
রিজিয়ন ও সহাবস্থিত ২টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন (একত্রে)	২,০০০/-	২,০০০/-	-
রিজিয়ন/সেক্টর/২টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
সেক্টর সদর ও সহাবস্থিত ১ টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	১,৫০০/-	-
সেক্টর সদর ও সহাবস্থিত ২ টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
সেক্টর সদর ও সহাবস্থিত ৩ টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
সেক্টর সদর ও সহাবস্থিত ৪ টি ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
২ টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
৩ টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন	২,০০০/-	২,০০০/-	-
বিজিটিসিএন্ডসি ও নিকটস্থ বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া সহ	২,০০০/-	২,০০০/-	-
ফোর্স সাপোর্ট উইং, ঢাকা	২,০০০/-	২,০০০/-	-
আইসিটি ব্যাটালিয়ন, ঢাকা	৭৫০/-	৭৫০/-	-
বিএসবি, ঢাকা	১,০০০/-	৭৫০/-	-
বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকা	১,৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-
বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	-	-	৫০০/-
বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও	-	-	৫০০/-
বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা	-	-	৭৫০/-
বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি	-	-	৭৫০/-

২২। প্যাকেজ এবং লটের পরিচিতি

২৩।	প্যাকেজ নং	লট নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান	দরপত্রের জামানত	সরবরাহের সময়সীমা
২৪।	DR	DR-1	শুকনা রেশন	সকল রিজিয়ন, সেক্টর সদর দপ্তর ও অধীনস্থঃ ব্যাটালিয়ন সদর; বিজিটিসিএন্ডসি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; আইসিটি ব্যাটালিয়ন, ঢাকা, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ঢাকা; ফোর্স সাপোর্ট উইং, ঢাকা এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকা।	সিডিউল অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী
২৫।	FR	FR-1	তাজা রেশন	- ঐ -	- ঐ -	- ঐ -
২৬।	PD	PD-1	রোগীর পথ্য	বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, পিলখানা, ঢাকা, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগা এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।	- ঐ -	- ঐ -

২৭।	দরপত্র আহবানকারীর নাম	সামিউল এবাদ খান
২৮।	দরপত্র আহবানকারীর পদবী, পদমর্যাদা ও ঠিকানা	পরিচালক, সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কিউ এন্ড অর্ডন্যান্স পরিদপ্তর, ঢাকা। ফোন নং ঃ ৯৬৫০০০১-২২৩৭২।
২৯।	সংগ্রাহক সত্তা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।	

সামিউল এবাদ খান
পরিচালক
মহাপরিচালকের পক্ষে

Teknaf Pourashava

Dist: Cox'sbazar

Memo No: Tek/Pou/Engg/2024/120 Date:21/10/2024

Notice Inviting e-Tender (No:03/2024-25-NOTM)

e-Tender is invited in the National e-GP system portal **(https://www.eprocure.gov.bd)** for the procurement of Works as mentioned in the following table:

Tender ID No.	Package No.	Name and Description of Works	Tender documents last selling date & time	Tender closing and opening date & time
1027961	LGCRRP/ Teknaf/ 2024-25/ W-05	Upgrading of RCC road from Junaki club to Abdul Latif house via Graveyard (Ch.0-218.0m) at Puran Pallan Para in ward no-2 under Teknaf Pourashava, Dist:Cox's Bazar.	13-Nov-2024 17:00	14-Nov-2024 13:00

These are an online tender, where only e-tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender, registration in the National e-GP system portal **(https://www.eprocure.gov.bd)** is required.

Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and from e-GP help desk **(helpdesk@eprocure.gov.bd)** also from E-mail: engr_jasim@yahoo.com.

21.10.24

(Jasim Uddin Ahmed)
Executive Engineer
Teknaf Pourashava, Dist: Cox's Bazar.

ভারত ও চীনের মধ্যকার চুক্তি নতুন সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে

সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ভারত-চীনের চার বছর মেয়াদি সামরিক চুক্তি নিয়ে *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

সমাবেশ সোহরাওয়ার্দীতে

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা জরুরি

এমনিতেই যানজটের কারণে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর। এ শহরের সড়কে ছোট-বড়, ধীর-দ্রুতগতি মিলিয়ে ১৮ সংস্করণের যান চলাচল করায় ন্যূনতম শৃঙ্খলা রাখাটা অত্যন্ত কঠিন। এ পরিস্থিতি আরও নাজুক ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে কোনো সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সড়ক বন্ধ করে দাবিদাওয়া জানানোর প্রবণতা এমনিতেই বেড়েছিল। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ছাত্র, শ্রমিক, চাকরিপ্রার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষকে তাদের বঞ্চনার প্রতিকার দাবিতে প্রায় প্রতিদিনই শাহবাগ, প্রেসক্লাব, সচিবালয়, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনের সড়কসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে যানজটে নাকাল নগরবাসীর জীবনে দুর্বিষহ ভোগান্তি নেমে আসছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির তৃতীয় সভায় রাজধানীর শাহবাগের পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা ও সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, নাগরিকদের জনভোগান্তি দূর করতে এ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। কেননা শাহবাগ রাজধানীর যোগাযোগব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এ সড়ক বন্ধ করে দেওয়া মানে হচ্ছে পুরো ঢাকা শহর স্থবির হয়ে যাওয়া। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বারডেম হাসপাতালের অবস্থান এখানে। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার অন্যতম পথ এটি। এই তিন হাসপাতালে দেশের জটিল এ সংকটাপন্ন রোগীদের একটা বড় অংশের চিকিৎসা হয়। সড়ক বন্ধ থাকলে সময়মতো তাদের চিকিৎসাসেবা পাওয়াটা ব্যাহত হয়, যা সভ্য সমাজে অকল্পনীয়।

যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজে সভা-সমাবেশ, প্রতিবাদ এবং শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবিদাওয়া জানানো সব নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, সড়ক বন্ধ রেখে অন্য নাগরিকদের ভোগান্তিতে ফেলাটাও অগ্রহণযোগ্য।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সড়ক বন্ধ করে সভা-সমাবেশ করার চর্চা বহু বছর ধরে চলে আসছে। এ চর্চা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যেকোনো নগরে সভা-সমাবেশ করা কিংবা প্রতিবাদ জানানোর জন্য আলাদা জায়গা থাকা অত্যাবশ্যক। আধুনিক নগর-পরিকল্পনায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একসময় রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ গিয়ে তাদের দাবিদওয়া জানাত। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঢাকা শহরে সভা-সমাবেশ করার জন্য আলাদা কোনো জায়গা নেই বললেই চলে। প্রেসক্লাবের সামনে নাগরিকদের বিভিন্ন অংশ তাদের দাবিদাওয়া জানিয়ে আসছে। কিন্তু সেখানে একটু বড় জমায়েত হলে যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শাহবাগের পরিবর্তে সোহওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা ও সমাবেশ করার সিদ্ধান্তে জনভোগান্তি কমবে বলবে আমরা আশা করি। সে ক্ষেত্রে নাগরিকেরা নিরাপদ পরিবেশ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাতে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে পারেন, সে জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে উদ্যানের প্রাণপ্রকৃতি ও পরিবেশের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। একই সময়ে একাধিক সমাবেশ হলে সেখানে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সে ব্যবস্থাও নিতে হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন-আকাঙ্ক্ষা সামনে নিয়ে এসেছে। এ বিবেচনায় বিশৃঙ্খল রাজধানীকে ন্যূনতম শৃঙ্খলার মধ্যে আনা সবার জন্যই গুরুদায়িত্ব। শাহবাগে সমাবেশ না করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হলে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা জরুরি।

রাতারগুলে বিষ

বন বিভাগের দায়িত্বে অবহেলা স্পষ্ট

বিষ দিয়ে মাছ শিকারের ঘটনা দেশে নতুন নয়। সুন্দরবনের খাল থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছড়া পর্যন্ত এই অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি। স্থানীয় প্রশাসন, বন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কঠোর হলে এটি বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু সেটিই হচ্ছে না। সিলেটের জলা বনখ্যাত রাতারগুলেও এমন পরিবেশবিধ্বংসী কাণ্ড ঘটাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। দুঃখজনক হচ্ছে, বিষয়টি নিয়ে সেখানকার বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কোনো হেলদোল নেই।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, সোমবার রাতে রাতারগুলের কৈয়ার খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকারের ঘটনা ঘটেছে। মাছ শিকারের জন্য বনের পুন্যাছড়ার পানির বাঁধ কেটে কাপনা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছড়ার পানি শুকিয়ে ছড়ার মধ্যবর্তী অংশে জাল পেতে মাছ শিকার করা হয়েছে। অন্যদিকে কৈয়ার খালে রাতে বিষ ঢেলে মাছ ধরে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয় ব্যক্তিরা কৈয়ার খালের পূর্ব অংশে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ভেসে থাকতে দেখেন। পরে বন কর্মকর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে তিনি কর্মশালা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বন বিভাগের উদ্যোগে বন ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় লোকজন নিয়ে গঠিত সিএমসি কমিটির সভাপতি মাহবুব আলমও কর্মশালায় ব্যস্ত রয়েছেন বলে জানান।

শুধু তা-ই নয়, অবৈধভাবে মাছ শিকারের পেছনে বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং রাতারগুল বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) কিছু সদস্যের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং এ মাছের ভাগ তাঁরাও পান বলে স্থানীয় ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন। এ ছাড়া বনের অভ্যন্তর থেকেও গাছ কাটার ঘটনা ঘটছে। এ ব্যাপারে বন বিভাগকে অবহিত করা হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। মাছ ধরার বিষয়ে রেঞ্জ কর্মকর্তার দাবি, এ ঘটনা সংরক্ষিত বনের বাইরে ঘটেছে। অথচ বনের বাইরের জায়গাটি বন বিভাগই দখলমুক্ত করেছিল। সেটি যদি বনের বাইরেরই হয়, তাহলে তা কেন বন বিভাগ দখলমুক্ত করতে যাবে। ফলে বনের বাইরের জায়গা বলে সেখান থেকে মাছ ধরার বিষয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হলো না?

স্থানীয় পরিবেশ সংগঠকদের অভিযোগ, রাতারগুল বনকে কিছু সুবিধাবাদী চক্র বন বিভাগের সহায়তায় ভাগবণ্টন করে লুটপাটের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর পরপর সংরক্ষিত বনের পানিতে বিষ ঢেলে মাছ শিকারের ঘটনা ঘটছে। এতে শুধু মাছ নয়, বনের পুরো জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর দায় বন বিভাগের এড়ানোর সুযোগ নেই।

এখন বন বিভাগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা রাতারগুলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে চায় কি চায় না; নাকি তাদের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় এই বনভূমি দুর্বৃত্তদের ধ্বংস করার সুযোগ দিয়ে যাবে? স্থানীয় প্রশাসনই-বা এখানে কী করছে? আমরা গোটা বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

চিঠিপত্র

ডাস্টবিন চাই

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় সারা বছর পর্যটক আসেন ভ্রমণের জন্য। পর্যটকেরা এখানে এসে অবস্থান করেন বড়গোপের একটি আবাসিক হোটেল সমুদ্রবিলাসে। এই হোটেলের ঠিক সামনেই রয়েছে 'মুক্তমঞ্চ' নামের একটি পর্যটন স্পট এবং তার সামনে দিয়ে একটু হেঁটে গেলেই পৌঁছানো যায় সমুদ্রসৈকতে। এই মুক্তমঞ্চ এবং সমুদ্রসৈকতে সব সময় মানুষের আনাগোনা থাকে। তাই ময়লা-আবর্জনাও থাকে খুব বেশি। এই আবর্জনা রাখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ডাস্টবিন না থাকায় মানুষ যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখে। এতে মুক্তমঞ্চ ও সমুদ্রসৈকতের পরিবেশটি দূষিত হয়। ময়লা-আবর্জনায় পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে পর্যটকেরা এখানে আসতে নিরুৎসাহিত হবেন।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ, মুক্তমঞ্চ ও সমুদ্রসৈকতের মতো পর্যটকপ্রিয় পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার জন্য দ্রুত ডাস্টবিন বসানো হোক। আর নির্দিষ্ট সময়ে এসব ডাস্টবিন পরিষ্কার করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হোক।

আব্দুল্লাহ নাজিম
শিক্ষার্থী, কক্সবাজার

অন্ধকার ফুটপাত

এটি চট্টগ্রামের দামপাড়া থেকে ওয়াসা রোডের আসা-যাওয়ার ব্যস্ততম সড়কের ফুটপাত। পাশে বাওয়া স্কুল থাকায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে ঢিলেঢালাভাবে কাজ চলছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় অনেকটা জায়গাজুড়ে ডিভাইডার পড়ে আছে। পরিতাপের বিষয় হলো সন্ধ্যা হলেই অনেকটা আতঙ্কের মধ্যে মানুষের চলাফেরা করতে হয়। কেননা, এখানে সড়কবাতির কোনো চিহ্ন নেই। সিডিএ অথবা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এটা ানদেখার দায়িত্ব কার? আগামী দিনগুলোয় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সেলিম আহমেদ
চট্টগ্রাম

রাজনীতি

স্বৈরতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার নিকৃষ্ট পরিণতি

কামাল আহমেদ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে রাষ্ট্রপতির কথিত মন্তব্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। গত ৫ আগস্ট রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ এবং সম্প্রতি *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় পরস্পরবিরোধী মন্তব্য—এই দুইয়ের একটি যে অসত্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিতর্ক শুরু হওয়ার পর তাঁর দপ্তর যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা-ও অস্পষ্ট ও ধোঁয়াশাপূর্ণ। তিনি সর্বশেষ বিবৃতিতেও মতিউর রহমান চৌধুরীকে অসত্য কথা বলার বিষয়টি স্বীকার যেমন করেননি, তেমনি এমন দাবিও করেননি যে তাঁকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫ আগস্ট যদি রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র গ্রহণের প্রশ্নে অসত্য বলে থাকেন, তাহলে তা খুবই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। কেননা, তা ছিল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের তথ্য। আবার যদি তিনি *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের কাছে আলাপচারিতায় অসত্য বলে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে দেশবাসী যে প্রশ্নের জবাব চাইতে পারে, তা হলো অন্তর্বর্তী সরকার যখন সবকিছু গুছিয়ে আনার চেষ্টা করছে, দেশে স্থিতিশীলতা ফেরানোর চেষ্টা চলছে, তখন তিনি কেন এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন? তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, তিনি শেখ হাসিনার মনোনীত রাষ্ট্রপতি। এমনকি তিনি নিজেও জানিয়েছিলেন যে তাঁকে গণভবনে ডেকে নিয়ে মনোনয়নপত্র সই করতে বলার আগপর্যন্ত কেউ জানত না যে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন।

তাঁর নির্বাচন কতটা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, তা আমরা সবাই জানি। শেখ হাসিনা যদি তখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী না হতেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর নির্বাচন অবৈধ ঘোষিত হতো বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণার যে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছিল, তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট হওয়ার কথা হয়তো অনেকেরই স্মরণে নেই। আমাদের সুপ্রিম কোর্ট যদি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে পারতেন, তাহলে যে দুটি বিষয়ে তখন প্রশ্ন উঠেছিল, তার প্রতিটি তাঁকে অযোগ্য ঘোষণার জন্য যথেষ্ট ছিল। দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে শহীদ মিনারে শিক্ষার্থী-জনতার বিক্ষোভ। ছবি : প্রথম আলো

পালনের কারণে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁর অযোগ্য হওয়ার কথা ছিল। আবার নির্বাচনী তফসিলে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন কমিশন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে, যা নির্বাচনী বিধিমালার লঙ্ঘন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এখন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নতুবা অপসারণ দাবি করছে। ছাত্রনেতারা এ জন্য একটি সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রপতি এখন পদত্যাগ করতে চাইলে কার কাছে, কীভাবে পদত্যাগ করবেন? পদত্যাগ না করলে তাঁকে অপসারণই-বা কীভাবে করা যাবে? কারণ, সংবিধানের বিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন স্পিকারের কাছে, কিন্তু এখন সংসদ নেই এবং স্পিকারও পদত্যাগ করেছেন। আবার রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের উপায় যে অভিশংসন, তার ক্ষমতা সংবিধানে সংসদের ওপরই ন্যস্ত, যে সংসদ এখন অস্তিত্বহীন।

বর্তমানের এই সংকট হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার করুণ ও নিকৃষ্টতম পরিণতি। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে চর্চা গত দেড় দশকে দেখা গেছে, তার পরিণতিতে সব ধরনের স্বাভাবিক পরিবর্তনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরই দেশে সাংবিধানিকতার আওয়াজ সবচেয়ে বেশি তুলেছে আওয়ামী লীগ। কারণ, সংবিধানকে এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে, যাতে স্বৈরশাসকের কর্তৃত্ব কেউ কোনোভাবেই খর্ব করতে না পারে, ক্ষমতার ভাগীদার না হতে পারে। উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। আর উপরাষ্ট্রপতির পদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পরই। যদিও এরশাদের কাছ থেকে সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরে উপরাষ্ট্রপতির পদটি খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল।

সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলেই এক ব্যক্তির নেতৃত্ব ছিল মূল বিষয়। ফলে উভয় দলই ছিল সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের বিপক্ষে। ক্ষমতা হারানোর দুঃস্বপ্ন সব সময় তাঁদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সংসদ সদস্যরা যদি দলত্যাগ করেন কিংবা বিদ্রোহ করেন, তাহলে ক্ষমতা টেকানো যাবে না বলেই তাঁরা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ স্বাধীন দেশে সংবিধান রচনার পর থেকেই এই ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের বিবেক বিসর্জন দিতে বাধ্য করে এসেছে।

২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও সংবিধানের এই বিধান নিয়ে বেশ জোরালো বিতর্ক হয়েছিল। সে বছরে ঢাকার শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিলনায়তনে বিবিসির আয়োজনে 'বাংলাদেশ সংলাপ' নামে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হতো। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সাধারণত ছোট একটি কক্ষে আমন্ত্রিত প্যানেল সদস্যদের নিয়ে চা পানের ব্যবস্থা থাকত। এ রকম এক উপলক্ষে দুজন অতিথি, যাঁরা এখন আর বেঁচে নেই, তাঁদের মধ্যে ৭০ অনুচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আমরা যারপরনাই বিব্রত বোধ করছিলাম। ওই দুজনের একজন ছিলেন তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আইনজীবী মইনুল হোসেন এবং অপরজন গত সপ্তাহে মারা যাওয়া আওয়ামী লীগ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী। মতিয়া চৌধুরীর যুক্তি ছিল, পাকিস্তান আমলের এমপি কেনাবেচা এবং যখন-তখন সরকার পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার আলোকেই ৭২-এর সংবিধানে বিধানটি আনা হয়েছে।

ছাত্রজীবনে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করে 'অগ্নিকন্যা' উপাধি পাওয়া মতিয়া চৌধুরী আওয়ামী লীগের সংসদীয় উপনেতা হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দলীয় প্রধানের কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার বিরোধিতার কোনো চেষ্টাই করেননি। বরং, তিনি তাঁকে অতি ক্ষমতায়িত করায় উৎসাহিত করেছেন, সহযোগিতা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের সততা ও ত্যাগ কিংবা ছাত্রজীবনের নিষ্ঠা সবকিছুই তার মূল্য হারিয়েছে, তিনি স্বৈরশাসনের সহযোগী ও অংশীদার হওয়ার কারণে।

আমাদের রাজনীতিকেরা কেউ বিশ্বের অন্য কোনো দেশের রাজনীতি থেকে কোনো ইতিবাচক শিক্ষা নেন না বা নিতে অক্ষম। প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার কথাই যদি ধরা হয়, সেখানে ২০১৪ সালে মাহিন্দা রাজাপক্ষের দলের মধ্য থেকেই ভিন্নমত পোষণ করে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়ে তোলেন মাইথ্রিপালা সিরিসেনা। তিনি তাঁর সাবেক নেতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নতুন দল গড়েন এবং প্রেসিডেন্ট পদে রাজাপক্ষেকে হারিয়ে নির্বাচিত হন।

এক নেতার এক দল ও এক দেশ—এমন নীতি আওয়ামী লীগের যে করুণ পরিণতি ডেকে এনেছে, তা থেকে দলটিকে উদ্ধার করতে শিগগিরই কারও আবির্ভাব ঘটবে, এমন সম্ভাবনা আদৌ আছে কি না, তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। স্মরণ করা যেতে পারে, বিদেশি কূটনীতিক ও বিশ্লেষকেরা প্রায় এক দশক ধরেই প্রশ্ন করে এসেছেন, আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনার পর নেতা হবেন কে, কিংবা দলটির কী হবে? তাঁরা হয়তো তাঁর উৎখাত কল্পনা করেননি, কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে অক্ষম হয়ে পড়া বা মরণোত্তর পরিস্থিতিতে কতটা বিশৃঙ্খল হতে পারে, সেই দুশ্চিন্তায় ওই সব প্রশ্ন করতেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, স্বৈরশাসনের সহযোগী বা সহায়ক শুধু যে আওয়ামী লীগের মধ্যেই সীমিত ছিল, তা নয়। তার ১৪-দলীয় ছোট শরিকেরা তো বটেই, মোটামুটি মধ্যম সারির দল জাতীয় পার্টি ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী। শুধু সুবিধার বিনিময়ে তারা এই পুরোটা দশক আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত থেকেছে। দলটির বর্তমান প্রধানের হতাশা আর আক্ষেপে তাই কারও মন গলার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটে ছিল না, সরাসরি তাদের সমর্থনও করেনি, এমন কিছু কথিত প্রগতিবাদী দলও আছে, যারা বর্তমান পরিস্থিতির দায় এড়াতে পারে না। ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেওয়া তত্ত্ব দিয়ে তারা স্বৈরশাসনের উত্থান প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্য তৈরিকে কার্যত বাধাগ্রস্ত করেছে। স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত করায় এই পরোক্ষ সমর্থনের ভূমিকা কিছুতেই নাকচ করা যায় না। এখন অবশ্য তারা দল টিকিয়ে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাকে সংহত করায় তারা কতটা সক্রিয় সমর্থন দেয়, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

■ **কামাল আহমেদ** সাংবাদিক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

বাঙালির গুজব কিন্তু ফেলনা নয়

জাভেদ হুসেন

হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলি বলছেন, খেয়াল করেছেন, আমরা বলি—আসেন গল্পগুজব করি? মানে আমরা গল্প আর গুজবকে সমার্থক বলে মনে করি। আর কোনো ভাষায় তো এমন বলে না। ইংরেজরা কি বলে স্টোরি অ্যান্ড গসিপ? বাঙালির গুজবপ্রিয়তা নিয়ে একটা ঠাট্টাই করেছিলেন বোধ হয় হুমায়ূন আহমেদ। নাকি বিদ্রূপ? কিন্তু সাবধান। বাঙালির গুজবপ্রীতি নিয়ে ঠাট্টা করার আগে দুবার ভাবতে হবে।

ইদানীং বেস্টসেলার লেখক ইউভাল নোয়া হারারি তো গুজবকে মানবজাতির উন্নতির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। বলছেন যে গুজব শুরু হওয়ার পরেই মানুষ দুনিয়া শাসন করা শুরু করে। হারারি গুজবকে অনেক উঁচুতে জায়গা দেন। গুজবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুনিয়াকে জানাবোঝার এক বিশাল বিপ্লব ঘটে যায়। এর আগপর্যন্ত মানুষ অন্য সব জানোয়ারের মতোই ছিল। সে ছোট জন্তু-জানোয়ার মেরে খেয়ে ফেলত। আর বড় জানোয়ার খেত মানুষকে।

এমনকি মানুষের ভাষা গড়ে ওঠার পেছনেও গুজবের ভূমিকা আছে। মানুষ সমাজের ভেতরেই বাঁচে। আদিমকালে জঙ্গলের ভেতরে কোথায় বাঘ, সিংহ, হরিণ আছে তা জানলেই চলত না। নিজের দলের মধ্যে কে কেমন, কে কাকে অপছন্দ করে, কার ওপর আস্থা রাখা যায়—এসব তথ্যও দরকার হতো। আজকেও হয়।

মনে করুন, আপনার কাজের জায়গায় সব মিলিয়ে ৫০ জন মানুষের সঙ্গে আপনাকে ওঠাবসা করতে হয়। সেই হিসাবে ১ হাজার ২২৫টা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে সেখানে। আর কে কোন পরিবার থেকে এসেছে, কোথায় পড়ালেখা করেছে, কার বিশ্বাস কী রকম—সেসব মিলিয়ে আরও অজস্র সামাজিক ব্যাপার। এগুলো সামলানোর একটা বড় উপায় হলো গুজব। গুজব নিয়ে হারারি ভাবনাটা ধার করেছেন আরেকজন পণ্ডিতের কাছ থেকে। এই মূল চিন্তাটা রবিন ডানবার নামের একজন নৃতাত্ত্বিকের। ১৯৯৮ সালে ডানবার একটা বই লেখেন। বইয়ের নাম *গ্রুমিং, গসিপ অ্যান্ড দ্য ইভল্যুশন অব ল্যাঙ্গুয়েজ*। বইটা বাংলায় অনুবাদও করা হয়েছে।

প্রাণিজগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মগজ মানুষের। এই মানুষ কিনা দিন-রাত ছোট ছোট জিনিস নিয়ে বকবক করে সময় নষ্ট করে! ডানবার বললেন যে এই ছোট কথাগুলো, মানে এই গুজবের একটা বড় ভূমিকা আছে মানুষের উন্নতির পেছনে। বানর, শিম্পাঞ্জি এসব প্রাণী অন্য প্রাণীর চেয়ে সামাজিক। এরা অবসর সময়ে একে অপরের গায়ের পোকা বেছে দেয়। এই পোকা বাছার মানে হলো, আমি তোমার ভালোমন্দের খেয়াল রাখি।

আদিমকালে মানুষ তো থাকত বড় বড় দলে। একেক দলে দেড়-দুই শ মানুষ। এরা একে অপরের পোকা বাছাবাছি করতে গেলে অর্ধেক জীবন শেষ হয়ে যাবে। রীতিমতো অসম্ভব এক কাজ। এরই বিকল্প হিসেবে মানুষ ভাষা গড়ে তুলেছে। নিজের দলের অন্য মানুষদের ভালোমন্দের খোঁজখবর রাখার জন্য একজনের কাছে আরেকজনের খবর নেওয়া। আর আরেকজন মানুষ যখন অন্য কারোর খবর দেয়, তখন সে সেখানে নিজের মত প্রকাশ করে। সেটি আবার যাকে নিয়ে কথা, তাকে জানতে দিতে চায় না। ডানবারের মতে, গুজব আর ভাষা আসলে একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে।

> বাস্তব দুনিয়া এখানে ছায়ার মতো হয়ে থাকে। সেই ছায়ার জগতে তলোয়ার ঘোরানোর আনন্দই অন্য রকম। তাই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রতিদিন নতুন চাঞ্চল্যকর বিষয় হাজির হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়

তবে সমস্যা হয়ে গেল তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এসে। ফেসবুকে মানুষ আলাপ করে; কিন্তু সেখানে মানুষ থাকে না। থাকে মানুষের একটা আরোপিত চরিত্র। আসল মানুষ নিজেকে রাখে লুকিয়ে। আর এ জন্যই প্রতিদিন অজস্র অডিও-ভিডিও ফাঁস হওয়ার কাণ্ডে এত আগ্রহ নিয়ে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাস্তব দুনিয়া এখানে ছায়ার মতো হয়ে থাকে। সেই ছায়ার জগতে তলোয়ার ঘোরানোর আনন্দই অন্য রকম। তাই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রতিদিন নতুন চাঞ্চল্যকর বিষয় হাজির হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেসবের আয়ু হয় বড়জোর এক দিন।

ফেসবুকের যুগে গুজব হঠাৎ করে মানী-গুণী ব্যক্তির অবস্থা বেহাল করে দিতে পারে। আবার বড় পর্যায়ে কেবল গুজবের কারণে মানুষের ধন-প্রাণ খোয়াতে হয়।

জার্নাল অব ইনফরমেশন সায়েন্স থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস নামে জার্নালে ২০২০ সালে একটা লেখা ছাপা হয়। লেখার নাম, 'সোশ্যাল মিডিয়া রিউমার্স ইন বাংলাদেশ'। প্রবন্ধটা বেশ আগ্রহব্যঞ্জক। লেখা হয়েছে গবেষণার ভিত্তিতে। গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়া গুজবের সাতটি বিষয় সবচেয়ে জনপ্রিয়। এগুলো হচ্ছে রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, অপরাধ ও মানবাধিকার, ধর্ম, ধর্মীয় রাজনৈতিক, বিনোদন ও অন্যান্য। এই গবেষণার কয়েকটি ব্যাপার দেখা গেছে। যেমন রাজনৈতিক গুজব সামাজিক মিডিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করছে। গবেষণার সময় অবশ্য এর অবস্থা ছিল ভাটার দিকে। তাঁর জায়গায় ধর্ম-সম্পর্কিত গুজব বাড়ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ার বেশির ভাগ গুজব নেতিবাচক। এগুলোর জন্ম হয় অনলাইন মিডিয়া থেকে। আবার দেশের একেক পরিস্থিতিতে একেক রকমের গুজব বাড়তে দেখা যায়।

বৌদ্ধ দর্শন বলে যে, কথা বলার আগে পাঁচটা ব্যাপার যাচাই করে নিয়ো। সেগুলো খুব কঠিন কোনো যাচাই নয়। এগুলো হলো, এটা কি সত্য? এটাতে কি মায়া-দয়া আছে? এতে কারও উপকার হবে? এটা কি প্রয়োজনীয়? কথাটা বলার এখনই কি উপযুক্ত সময়? গুজব রটানোর সময় এগুলো কেউ মনে রাখার কথা নয়। এসব কথা মানতে গেলে গুজব আর গুজব থাকবে না। আমাদের বৈচিত্র্যহীন জীবন তখন আরও নীরস হয়ে যাবে। তবু কথাগুলোর দু-একটা যদি ভুল করেও মনে থেকে যায়, ক্ষতি কী?

■ **জাভেদ হুসেন** *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয় সহকারী

পাকিস্তানের রাজনীতি

পাকিস্তানে যেভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শেষ হলো

জাহিদ হুসাইন

পাকিস্তানের সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী পাস হয়ে গেল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শেষ করে দেওয়া হলো। দিনটা পাকিস্তানের সংসদীয় ইতিহাসের এক অন্ধকার রাত। বেলুচিস্তানের বিরোধী দলের দুই আইনপ্রণেতার চোখ দিয়ে দেখুন। একজন হুইলচেয়ারে বসা আর অন্যজন গায়ে গাঢ় রঙের শালজড়ানো এক নারী সদস্য। তাঁদের বন্ধ করে রাখা মুখ বলছে কী সেই গল্প।

এই দুজন বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ বলে জানা যাচ্ছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা কোনো সাংবাদিককে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি। তাঁদের ভোট ক্ষমতাসীন জোটকে উচ্চকক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যা পেতে সাহায্য করেছে।

সিনেট ভোটের পর মধ্যরাতে জাতীয় পরিষদের বৈঠক হয়। আধডজন বিরোধী বিধায়ক ট্রেজারি বেঞ্চে হাজির হন। মজার ব্যাপার হলো তাঁরা কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজ থেকে হাজির হওয়া দলত্যাগকারী এই নেতাদের ভোট পাওয়ায় নিম্নকক্ষেও সংশোধনী পাসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূরণ হয়েছে। পিপলস পার্টি অব পাকিস্তানের (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো যে 'ব্রুট মেজরিটি' ব্যবহার করার হুমকি দিয়েছিলেন, তা এভাবেই বাস্তবায়িত হলো।

২০ ও ২১ অক্টোবর রাতে যা ঘটেছে, তা সংবিধানের একটা ভিত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীন দলগুলোর নেতারা বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে একের পর এক উদ্যোগে সফল হচ্ছেন। আর এই বিজয়কে তাঁরা গণতন্ত্র ও সংসদের জয় বলে ঘোষণা করছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে সিংহাসন নিয়ে আরও বড় কোনো খেলার তাঁরা ঘুটিমাত্র। দেশের এত বড় ক্ষতির বিনিময়ে এই বিজয় তাঁরা কি জেনেবুঝে উদ্‌যাপন করছেন?

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি। এর ফলে তো বিলাওয়ালের দলের গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তথাকথিত নির্বাচিত বেসামরিক সরকার সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনতা নষ্ট করার জন্য যা করল, তা তো সামরিক সরকারও করতে পারেনি। নিজেদের পছন্দমতো তৈরি করা বিচার বিভাগ কেবল সংবিধানবহির্ভূত ক্ষমতার হাতকেই শক্তিশালী করবে।

২০১২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানিকে বরখাস্ত করেছিলেন প্রধান বিচারপতি ইফতিখার চৌধুরী। পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) এবং তার নেতা নওয়াজ শরিফ সেই বরখাস্ত করার পক্ষে ছিলেন। একইভাবে বিলাওয়ালসহ পিপিপি নেতারা ২০১৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে দোষী সাব্যস্ত করতে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নিরাপত্তা সংস্থার সমর্থন ছাড়া এসব সম্ভব হতো না। এই দুটি রাজনৈতিক দল এখন একটা জোটের সদস্য। তারা স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে, যারা ক্ষমতার আসল মালিক তাদের খেলার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতার আসল মালিকেরা এখন নতুন কৌশল করছে। আর এই দুই দল একযোগে তাদের সমর্থন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী বিলে স্বাক্ষর করছেন

করছে। ইসলামাবাদ হাইকোর্টের ছয়জন বিচারক বিচারিক বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ এবং বিচারকদের হয়রানির বিষয়ে কথা বলার পর এই নতুন কৌশল প্রয়োগ শুরু হলো।

পৃথক সাংবিধানিক আদালত এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান-সংক্রান্ত কিছু ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধীন করার পদক্ষেপের বিষয়ে খসড়ায় খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সংশোধনীটি সুপ্রিম কোর্টের সুয়োমোটো ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। প্রধান বিচারপতির মেয়াদ নির্ধারণ করেছে তিন বছর। আর প্রধানমন্ত্রীকে সিনিয়র সুপ্রিম কোর্টের তিনজন সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বিচারকের মধ্য থেকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে।

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এবং জবরদস্তিমূলক কৌশল ব্যবহার করে সরকার এই বিতর্কিত সংশোধনীটি পাস করতে পেরেছে। যেভাবে বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তা ছিল আপত্তিজনক। এই আইনপ্রণেতাদের পুরো সপ্তাহ বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

এমন বিতর্কিত, এমন সুদূরপ্রসারী যার প্রভাব, সেই সংবিধান সংশোধন নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। বেশির ভাগ বিধায়ককে খসড়াও দেখানো হয়নি। তাঁদের তো নিজ দলের নেতাদের নির্দেশ অমান্য করার কথা ছিল না। আমাদের সংসদীয় ইতিহাস গর্ব করার মতো কিছু নয়। কিন্তু গত সপ্তাহে যা ঘটেছে, তার কোনো নজির নেই।

তবে খেলা এখনো শেষ হয়নি। অধিকাংশ বার অ্যাসোসিয়েশন সংবিধানের সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করেছে। এই যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হলো, সে বিষয়ে নতুন প্রধান বিচারপতি এবং অন্য বিচারপতিরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখান, তা এখন দেখার বিষয়। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে আনা সরকার ও ক্ষমতার মালিকদের পক্ষে এত সহজ হবে না।

■ **জাহিদ হুসাইন**, লেখক ও সাংবাদিক

ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

জাতীয় আয়

একটি দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তিনভাবে—উৎপাদনপদ্ধতি, আয়পদ্ধতি ও ব্যয়পদ্ধতি।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর দাও

প্রশ্ন : পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে কার পত্রালাপ ছিল?
উত্তর : সুলতান আজম শাহ।
প্রশ্ন : হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন কে?
উত্তর : আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
প্রশ্ন : আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কত সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন?
উত্তর : ১৪৯৩ সালে।
প্রশ্ন : কয়জন হাবসি ক্রীতদাস বাংলার রাজক্ষমতায় ছিলেন?
উত্তর : চারজন।
প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যে বিজয়গুপ্তের আবির্ভাব ঘটে কার শাসনামলে?
উত্তর : আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে।
প্রশ্ন : আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে কোন সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়?
উত্তর : মঙ্গলকাব্য।
প্রশ্ন : ছোট সোনা মসজিদ কার আমলে নির্মিত হয়?
উত্তর : আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
প্রশ্ন : বাংলা শাসনকারী মুসলিম শাসকগণ কোন অঞ্চলের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী ছিলেন?
উত্তর : আরব ও পারস্য।
প্রশ্ন : মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর শের শাহর সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব শুরু হয়?
উত্তর : সম্রাট হুমায়ুনের।
প্রশ্ন : বাংলায় কিছুকাল কোন কোন আফগানি শাসকের শাসন চালু ছিল?
উত্তর : সোলায়মান কররানী ও দাউদ কররানী।
প্রশ্ন : কোন আফগান শাসকের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সুবেদারি শাসন চালু করা হয়?
উত্তর : দাউদ কররানী।
প্রশ্ন : বার ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর : ঈশা খান।
প্রশ্ন : ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন কে?
উত্তর : সুবেদার ইসলাম খান।
প্রশ্ন : ইসলাম খানকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন?
উত্তর : মোগল শাসক জাহাঙ্গীর।
প্রশ্ন : মোগল শাসকগণের অধীন প্রদেশগুলোর নাম কী ছিল?
উত্তর : সুবা।
প্রশ্ন : প্রতিটি সুবা পরিচালিত হতো কাদের মাধ্যমে?
উত্তর : সুবাদারদের মাধ্যমে।
প্রশ্ন : বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসন শুরু করেন কে?
উত্তর : মুর্শিদকুলি খান।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইংরেজি | Experience 8

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

Answer to the question no A

x. Hope has done so much for the speaker, and yet despite this, has never once asked for anything in return. This emphasizes the nature of hope as a gift, something that is freely given to us, something taken by each and every one of us without our needing to give anything back.

B. Now, discuss and read the given metaphors used in this poem in the left column of the grid carefully. Write the explanation of those in the right column. (One is done for you.)

Answer to the question no B

Metaphors	Explanation
a. "Hope" is the thing with feathers	The metaphor suggests that hope is like a bird that doesn't need specific words to convey its message. It is a form of expression that goes beyond language.
b. That perches in the soul	It implies that hope resides in the human soul like a bird that settles on a branch of a tree to rest.
c. And sings the tune without the words	It suggests that hope is like a song that does not need specific words to convey its message.
d. And never stops - at all	It personifies hope as a bird that never stops singing.
e. And sweetest - in the Gale - is heard	The metaphor compares hope's impact on the sweetness of a bird's song.
f. That could abash the little Bird	It portrays hope as a small, resilient bird that does not want to be defeated or discouraged easily.
g. That kept so many warm	It illustrates its comforting nature.
h. I've heard it in the chilliest land	It emphasizes that hope is present even in the coldest and most challenging situations.
i. And on the strangest Sea	It describes that hope can emerge even in unfamiliar or uncertain circumstances.
j. Yet - never - in Extremity, It asked a crumb - of me.	The metaphor portrays hope as self-sufficient, never demanding anything.

C. Read the poem again and express your feeling.

Answer to the question no C

The poem uses a bird as a metaphor for hope. She notes that hope is a feeling that ''perches'' on the soul and is always there. Hope is not something that must be voiced to have meaning. Even though hope is compared to something that has feathers, Dickinson doesn't specifically say that it's a bird.

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২, অধ্যায় ১

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : অনুসন্ধান কাজে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের শুরুতেই কী করতে হয়?
উত্তর : উত্তরদাতার অনুমতি নিতে হয়।
প্রশ্ন : অনুসন্ধানের কাজে প্রশ্নের উত্তরদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার সময় তাকে কয়টি বিষয় জানাতে হবে?
উত্তর : ৬টি বিষয়।
প্রশ্ন : বিজ্ঞান যা বলে, তার পক্ষে কী থাকতে হয়?
উত্তর : যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি।
প্রশ্ন : কোনো কিছু খোঁজা বা কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
উত্তর : অনুসন্ধান।
প্রশ্ন : গবেষণা প্রক্রিয়ায় যাঁরা ধাপে ধাপে নিয়ম মেনে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করেন, তাঁদের কী বলে?
উত্তর : গবেষক।
প্রশ্ন : অনুসন্ধান বা গবেষণা কীভাবে করতে হয়?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো ব্যবহার করে।
প্রশ্ন : কোনো বিষয়ে জানার জন্য নিয়ম মেনে বা ধাপে ধাপে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে কী বলে?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
প্রশ্ন : বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের দক্ষ উপায়কে কী বলে?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা প্রক্রিয়ার কয়টি ধাপ রয়েছে?
উত্তর : ৮টি ধাপ।
প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি?
উত্তর : অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা।
প্রশ্ন : অনুসন্ধানের প্রশ্নের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি মূল বিষয় থাকবে?
উত্তর : দুটি।
প্রশ্ন : গবেষণার জন্য তথ্যের উৎস নির্বাচনে কোন বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে?
উত্তর : যে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, তা সেই উৎস থেকে সঠিকভাবে জানা যাবে কি না।
প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার শেষ ধাপ কোনটি?
উত্তর : সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
প্রশ্ন : একটা সামাজিক সমস্যার ওপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করলে শেষ ধাপে কী করতে হবে?
উত্তর : সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
প্রশ্ন : অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে কোনটি জরুরি?
উত্তর : প্রতিবেদন।
প্রশ্ন : অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে গবেষণাসংক্রান্ত নানা সমস্যা/নিজস্ব চিন্তাভাবনা ডায়েরিতে লিখে রাখাকে কী বলে?
উত্তর : প্রতিফলন।
প্রশ্ন : প্রতিফলনের কাজ কখন করতে হয়?
উত্তর : অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে
প্রশ্ন : সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোন পরিবর্তনকে বোঝায়?
উত্তর : সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-৭

সাধারণ জ্ঞান

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # পরিবেশ-সম্পর্কিত

প্রশ্ন : সর্বশেষ (২০২৪ সাল) জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত?
উত্তর : ১২৫টি।
প্রশ্ন : ২০০৪ সালের জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : ৪৪০টি।
প্রশ্ন : 'UNEP' কী?
উত্তর : জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি।
প্রশ্ন : BFRI কী?
উত্তর : Bangladesh Forest Research Institute.
প্রশ্ন : 'ব্লু ইকোনমি' কী?
উত্তর : সমুদ্র সম্পদনির্ভর অর্থনীতি।
প্রশ্ন : 'ব্লু ইকোনমি' অর্থনীতির ধারণা প্রদান করেন কে?
উত্তর : অধ্যাপক গুন্টার পাউলি।
প্রশ্ন : মাশরুম কী?
উত্তর : একপ্রকার ছত্রাক।
প্রশ্ন : পৃথিবীতে মিঠাপানির পরিমাণ শতকরা কতভাগ?
উত্তর : শতকরা ১ ভাগ।
প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম রেইনফরেস্ট কোনটি?
উত্তর : আমাজন বন।
প্রশ্ন : সয়াবিন উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : আর্জেন্টিনা।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননকেন্দ্র কোথায়?
উত্তর : হালদা নদীতে।
প্রশ্ন : ইউরোপের শস্যভান্ডার বলা হয় কাকে?
উত্তর : ইউক্রেন।
প্রশ্ন : বর্তমানে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের ৪ ভাগের ১ ভাগ কোথায় হয়?
উত্তর : চীনে।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৯২ সালে।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কত সালে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৫ সালে, চট্টগ্রামের ষোলশহরে।
প্রশ্ন : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
উত্তর : ২৫%।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে শতকরা কত ভাগ বনভূমি আছে?
উত্তর : ১৭ ভাগ।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

হিসাববিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলী, *সিনিয়র শিক্ষক*
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

২৬. কখন মোট দায় হ্রাস পায়?
ক. মালিকানাস্বত্ব কমলে
খ. সম্পদ বাড়লে
গ. মালিকানাস্বত্ব বাড়লে
ঘ. আয় বাড়লে

২৭. নিচের কোনটি মালিকানাস্বত্বের বিপরীত উপাদান?
ক. উপভাড়া খ. বাকিতে পণ্য বিক্রয়
গ. আয়কর ঘ. ব্যাংক জমাতিরিক্ত

২৮. মালিকানাস্বত্বকে প্রভাবিত করে কোনটি?
ক. প্রদেয় বিল খ. বকেয়া বেতন
গ. পণ্য উত্তোলন ঘ. বিনিয়োগের সুদ

২৯. ব্যবসায়ের মালিকানাধীন যেগুলো মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহৃত, তাকে কী বলে?
ক. সম্পদ খ. ব্যয়
গ. মালিকানাস্বত্ব ঘ. বিনিয়োগ

৩০. হিসাব সমীকরণ প্রভাবিত হয় নিচের কোনটি দ্বারা?
ক. প্রতিটি ঘটনা
খ. প্রতিটি লেনদেন
গ. সব দৃশ্যমান ঘটনা
ঘ. ব্যবসায়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত

৩১. কে নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করতে পারেন না?
ক. মালিক খ. দেনাদার
গ. পাওনাদার ঘ. তৃতীয় পক্ষ

৩২. ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করলে হিসাব সমীকরণে কী প্রভাব পড়বে?
ক. অপরিবর্তিত থাকবে
খ. খরচ কমবে
গ. দায় কমবে
ঘ. সম্পদ কমবে

৩৩. সম্পদের ওপর মালিকের দাবিকে কী বলা হয়?
ক. সম্পদ খ. আয়
গ. দায় ঘ. মালিকানাস্বত্ব

৩৪. ব্যয় বৃদ্ধি প্রভাবিত করে কোনটিতে?
ক. মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধিতে
খ. মালিকানাস্বত্ব হ্রাসে
গ. সম্পদ বৃদ্ধিতে
ঘ. দায় হ্রাসে

৩৫. ব্যবসায়ে মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধির কারণ কোনটি?
ক. আয়কর
খ. জীবনবিমার প্রিমিয়াম
গ. উত্তোলন ঘ. সাধারণ সঞ্চিতি

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ২৬. গ ২৭. গ ২৮. গ ২৯. ক ৩০. খ ৩১. ঘ ৩২. ক ৩৩. ঘ ৩৪. খ ৩৫. ঘ

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. 'প্রাসিঅয়' জাতির রাজধানী কোথায় ছিল?
ক. পালিবোথরা খ. পাঞ্জাব
গ. কাশ্মীর ঘ. কোচবিহার

২. গুপ্তদের রাজধানী কোথায় ছিল?
ক. ময়নামতি খ. সোনারগাঁও
গ. মহাস্থানগড় ঘ. বরেন্দ্র

৩. গুপ্ত বংশের কোন শাসক সমগ্র বাংলা জয় করেন?
ক. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত খ. সমুদ্রগুপ্ত
গ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঘ. ত্রৈলোক্য চন্দ্রগুপ্ত

৪. বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল কোনটি?
ক. ময়নামতি খ. বড় কামতা
গ. পুণ্ড্রনগর ঘ. লালমাই

৫. আলেকজান্ডারের ভারত প্রত্যাগমনের কত বছর পর মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১ বছর খ. ২ বছর
গ. ৩ বছর ঘ. ৪ বছর

৬. উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কার সময়ে?
ক. চন্দ্রগুপ্তের খ. অশোকের
গ. ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ঘ. নারায়ণচন্দ্রের

৭. কার আমলে উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে?
ক. প্রথম চন্দ্রগুপ্তের খ. সমুদ্রগুপ্তের
গ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের
ঘ. ত্রৈলোক্য চন্দ্রগুপ্তের

৮. সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমতট কোন ধরনের রাজ্য ছিল?
ক. পূর্ণাঙ্গ খ. বিচ্ছিন্ন
গ. পরাধীন ঘ. করদ

৯. সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল কোনটি?
ক. খ্রি.পূ. ২৭৩-২৩২ অব্দ
খ. খ্রি.পূ. ২৬৯-২৩২ অব্দ
গ. খ্রি.পূ. ২৭৫-২৩৪ অব্দ
ঘ. খ্রি.পূ. ২৭৬-২৩৫ অব্দ

১০. কখন গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে?
ক. ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে
খ. সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে
গ. অষ্টম শতকের মাঝামাঝি
ঘ. নবম শতকের মাঝামাঝি

১১. স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. অশোক খ. সমুদ্রগুপ্ত
গ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঘ. শশাঙ্ক

১২. শশাঙ্ককে 'মহাসামন্ত' বলা হয় কেন?
ক. তিনি শক্তিশালী ছিলেন বিধায়
খ. নিজেই উপাধি দিয়েছিলেন
গ. স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ায়
ঘ. গুপ্তদের অধীনে বড় অঞ্চলের শাসক ছিলেন বলে

১৩. শশাঙ্ক প্রথম কোথায় রাজ্য স্থাপন করেন?
ক. বঙ্গে খ. পুণ্ড্রে
গ. গৌড়ে ঘ. সমতটে

১৪. শশাঙ্ক কে ছিলেন?
ক. বঙ্গ রাজ খ. গৌড় রাজ
গ. বরেন্দ্র রাজ ঘ. পুণ্ড্র রাজ

১৫. শশাঙ্কের সময়ে নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন রাজা অপর রাজ্যের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন?
ক. রাজ্যবর্ধন খ. গ্রহবর্মণ
গ. প্রভাকরবর্ধন ঘ. দেবগুপ্ত

১৬. রাজ্যবর্ধন কার কাছে পরাজিত হন?
ক. জয়বর্ধনের খ. অশোকের
গ. দেবগুপ্তের ঘ. শশাঙ্কের

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. খ ৭. ক ৮. ঘ ৯. খ ১০. ক ১১. ঘ ১২. ঘ ১৩. ক ১৪. খ ১৫. খ ১৬. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : হিসাববিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, কৃষিশিক্ষা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : সাধারণ জ্ঞান
- **নোটিশ বোর্ড** : এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য ইমদাদ-সিতারা খান ফাউন্ডেশনের বৃত্তি

কৃষিশিক্ষা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও।
আবুল মিয়ার কিছু জমি রয়েছে। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা তাঁর জমি দেখে বললেন, ধান ভালো হবে। তিনি জমিতে জৈব সার দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন।

৯১. কৃষি কর্মকর্তা কোন সারটি প্রয়োগের পরামর্শ দিলেন?
ক. নাইট্রোজেন খ. মিশ্র সার
গ. কম্পোস্ট সার ঘ. পটাশিয়াম

৯২. কৃষি কর্মকর্তা মতিন মিয়াকে তাঁর জমিতে চাষ করতে বললেন—
i. বোরো ধান
ii. জলি আমন
iii. আউশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯৩. কোন মাসে বিনা চাষে ডালের বীজ জমিতে বপন করা হয়?
ক. পৌষ খ. মাঘ
গ. বৈশাখ ঘ. আশ্বিন

৯৪. জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ কোনটি?
ক. ভূমি কর্ষণ খ. নালা তৈরি
গ. সার প্রয়োগ ঘ. বেড তৈরি

৯৫. ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য কয়টি?
ক. ২টি খ. ৪টি
গ. ৬টি ঘ. ৮টি

৯৬. মাটিতে জৈব পদার্থ কম হলে কী ব্যবহার করতে হবে?
ক. রাসায়নিক সার খ. কম্পোস্ট সার
গ. সবুজ সার ঘ. চুন

৯৭. কোন ফসল সবুজ সার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়?
ক. ভুট্টা খ. শর্ষে
গ. যব ঘ. ধঞ্চে

৯৮. কিসের মাধ্যমে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়?
ক. ভূমি কর্ষণে
খ. সার প্রয়োগে
গ. নালা তৈরির মাধ্যমে
ঘ. বেড তৈরির মাধ্যমে

৯৯. মাটিতে আর্দ্রতার অভাব ঘটে কেন?
ক. বৃষ্টি বেশি হলে
খ. বৃষ্টি কম হলে
গ. মাটিতে গভীর চাষ দিলে
ঘ. মাটিতে কম সার প্রয়োগ করলে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ৯১. গ ৯২. ক ৯৩. ঘ ৯৪. ক ৯৫. গ ৯৬. খ ৯৭. ঘ ৯৮. ক ৯৯. গ

আজ জাতিসংঘ দিবস

- জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।
- জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা—১৯৩।
- জাতিসংঘের পতাকার রং—নীল ও সাদা।
- জাতিসংঘের নামকরণ করেন—মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত—যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটানে (নিউইয়র্ক)।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ (১৩৬তম) লাভ করে—১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।
- জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংস্থা—সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আদালত।
- জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেসকো, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী মোট ১৫টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। ৫টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে।
- জাতিসংঘের মহাসচিব হলেন প্রধান নির্বাহী। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব হলেন আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি পর্তুগালের নাগরিক।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিবের নাম ট্রিগভেলী (১৯৪৬-৫২, নরওয়ে)।
- জাতিসংঘের ৬টি দাপ্তরিক ভাষা হলো—ইংরেজি, ফরাসি, চায়নিজ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ ও আরবি। প্রতিষ্ঠানটির ৭ম দাপ্তরিক ভাষা হবে—বাংলা।
- জাতিসংঘের সচিবালয়ে কার্যকরী ভাষা হলো—ইংরেজি ও ফরাসি।
- জাতিসংঘ সনদের অধ্যায়—১৯টি।
- জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ—১১১টি।
- জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়—২৬ জুন, ১৯৪৫ (সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র)। জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়—২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫।
- জাতিসংঘে মূল সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ—৫১টি।

Government of the people's Republic of Bangladesh
Public Works Department
Office of the Executive Engineer
PWD E/M Division-6, Dhaka

Memo no: Date: 23/10/2024

e- Tender Notice (OTM)

This is to notify all concern that the following tender is invited in the national e-GP portal:

Sl No.	Brief Description of the work	Tender ID	Publishing Date & Time	Closing Date & Time
1	Construction of Cafeteria Building under the Project Enhancement of Training Capacity of BPATC at Savar, Dhaka (Sub-Head:-Sign/Special light fittings)	1024340	24-Oct-2024	07-Nov-2024

This is an online Tender where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender, registration in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. Further information and guidelines are available in the national e-GP system portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

২৩.১০.২৪
(Mohammad Toriqul Alam)
Executive Engineer
PWD E/M Division-6, Dhaka

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGLADESH TELEVISION
HEAD OFFICE
RAMPURA, DHAKA-1219

বাংলাদেশ টেলিভিশন

e-Tender Notice

No. 15.54.0000.023.14.825.23- 550 Date: 23.10.2024

This is an online Tender, where only e-Tenders will be accepted in e-GP Portal and no offline / hard copies will be accepted. To submit e-Tender, please register on e-GP System Portal (https://www.eprocure.gov.bd) for more details please contact support desk contact numbers. E-Tenders are invited in e-GP System Portal by office of Establishment of Standalone Full Fledge Digital Television Station at Chattogram (1st Phase), Bangladesh Television (http://www.btv.gov.bd) for the Procurement of:

Tender ID / Package No.	Tender/Proposal Package Description	Last Date & Time for Tender Security Submission	Tender Closing Date & Time
1	2	3	4
Tender / Proposal ID: **1026812** Package No: GD-1 Invitation Reference No.: 15.54.0000.023.14.825.23	"Supply, Installation, Testing, Harmonizing & Commissioning of AC system for BTV'S Chattogram Multipurpose Building on turnkey basis."	20-Nov-2024 15:00 13:00 hrs.	20-Nov-2024 15:05 hrs.

e-Tender details can be downloaded from 23 October-2024, 15:00 to 20-Nov-2024 09:00 of e-GP System Portal (https://www.eprocure.gov.bd) for pursue. e-Tender will be accepted only as stated in above list, accepted Tenders will be opened online immediately as stated in above list.

23/10/2024
Sayem Ibne Akbar
Project Director
Phone: 01534896054 (Office)
e-mail: mrponir@yahoo.com

Jalalabad Gas Transmission & Distribution System Ltd.
(A Company of Petrobangla)
(Gas Bhaban, Mendibag, Sylhet-3100)

জালালাবাদ গ্যাস

গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন এবং সময়মত গ্যাস বিল পরিশোধ করুন

শুদ্ধাচার চর্চা করি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ি

বিনা কারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা আর বিপদকে ডাকা একই বিষয়

Ref. :28.16.9100.008.71.004.24 Dated: 22-10-2024

e-Tender Notice

This is to notify all concern that the following tenders have published through National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd).

Sl. No.	Tender ID, Package No. & Date of Publishing	Name of the Work	Tender Last Selling and Closing Date & Time
01.	Tender ID : 1026610 Package No : CCD-CCM-150mwCMS-001 Date Of Publishing : 22-Oct-2024, 12.00	Repair & Maintenance Works of Office Building, Boundary Wall & Drainage System of Kumargaon 150MW CMS, Kumargaon Tinshed Store at RDO Sylhet-West and Tinshed Garage at Raynagar Staff Housing Complex with Other Ancillary Works at Sylhet Sadar, Sylhet.	Last Selling : 12- Nov 2024, 16.00 Closing Date & Time: 13-Nov 2024, 15.00 Opening Date & Time: 13-Nov 2024, 15.00
02.	Tender ID : 1026626 Package No : CCD-CCM-RDO-Kulaura-Jury-005 Date Of Publishing : 22-Oct 2024, 12.00	Repair & Maintenance Works of Office Building, Boundary Wall and Area Lighting of RDO-Kulaura with Maintenance Works of Boundary Wall of RDO-Jury at Moulovibazar, Sylhet.	Last Selling : 12-Nov 2024, 16.00 Closing Date & Time: 13-Nov 2024, 16.00 Opening Date & Time: 13-Nov 2024, 16.00
03.	Tender ID : 1026098 Package No : CCD-CDS-Kuchai DRS-003 Date Of Publishing : 22-Oct-2024, 12.00	Raising of RCC Road, Repair & Maintenance Works & Ancillary Works at Kuchai DRS, Sylhet	Last Selling : 12-Nov 2024, 17.00 Closing Date & Time: 13-Nov 2024, 16.30 Opening Date & Time: 13-Nov 2024, 16.30

The interested person/firms may visit the website http://www.eprocure.gov.bd to get the details of the tender.

These are online tenders, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, Registration in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tender documents from the e-GP system portal have to be deposited online through any registered Bank's branch.

Further information and guideline are available in the e-GP system portal/e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

(Engr. Nizam Uddin)
General Manager
Construction Division
Tel. +8802997700613
E-mail: jgtdslgmconstrn@gmail.com

Bangladesh Land Port Authority
Ministry of Shipping
Accelerating Transport and Trade Connectivity in
Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1:
(BLPA Component) Project
Plot No. F-19/A, Sher-E-Bangla Nagar,
Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh

Memo No.: 18.15.0000.023.14.025.24.36 Date: October 22, 2024

Request for Bids - Works
(Two-Envelope Bidding Process, Without Prequalification)
(International Bid)

Employer: Bangladesh Land Port Authority
Project: Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) Project
Contract title: Development & Expansion of Burimari Land Port- Construction of Parking Yard, Sheds, Warehouses with other ancillary facilities
Country: Bangladesh
Credit No.: 7166-BD
RFB No: BLPA-W7
Issued on: ....

1. The Government of Bangladesh has received financing from the World Bank toward the cost of the Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) Project and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Development & Expansion of Burimari Land Port- Construction of Parking Yard, Sheds, Warehouses with other ancillary facilities.
2. The Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) Project under Bangladesh Land Port Authority now invites sealed Bids from eligible Bidders for Development & Expansion of Burimari Land Port- Construction of Parking Yard, Sheds, Warehouses with other ancillary facilities. The construction period is twenty four (24) months. The location of the work is at Lalmonirhat district, northern part of Bangladesh. The margin of preference is not applicable.
3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank's "Procurement Regulations for IPF Borrowers-Procurement in Investment Projects Financing", dated September 2023 and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.
4. Interested eligible Bidders may obtain further information from the Project Director, ACCESS Project, BLPA component, Bangladesh Land Port Authority, E-mail: pdaccessblpa@gmail.com and inspect the Bidding document during office hours i.e., 09.00 to 17.00 hours at the address given below. A read-only copy of the bidding document will also be available for viewing by prospective bidders on the website of the Employer www.blpa.gov.bd
5. The Bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders through either of the following two options:

   To collect the bidding documents from the office of the Employer, the bidder on his official letter head pad will submit application to the Project Director, ACCESS Project together with the deposit receipt of money of the non-refundable fee in the amount of Bangladesh Taka 25,000.00 or US Dollars 215.00 in the bank account of the Employer given below and the bidding documents may be collected by the bidder from the Employer's address below.

   To receive bidding documents from outside Bangladesh, the bidder will send application to the Project Director, ACCESS Project from the bidder's official e-mail address with the documentary evidence of depositing (direct deposit or electronic wire-transfer payment) Bangladesh Taka 25,000.00 or US Dollars 215.00 plus courier service fee (depend on the country of delivery and weight of the documents). Within 3 working days of receipt of the required fees (document fee plus courier service fee) in the Employer's bank account given below, the Employer will dispatch the bidding documents through courier service and send a copy of the courier service order receipt through reply email to the bidder's email address, which the bidder may use to track the delivery. The Employer shall not be responsible in case of late or incorrect delivery by the courier service company.
6. A Pre-Bid meeting will be held on November 12, 2024 at 11.00 A.M., Bangladesh Standard Time at the address given below.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 03.00 P.M. Bangladesh Standard Time (GMT + 6 hours) on December 12, 2024. Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. The outer Bid envelopes marked "ORIGINAL BID," and the inner envelopes marked "TECHNICAL PART" will be publicly opened in the presence of the Bidders' designated representatives and anyone who chooses to attend, at the address below on 03.30 P.M. Bangladesh Standard Time (GMT + 6 hours) on December 12, 2024. All envelopes marked "FINANCIAL PART" shall remain unopened and will be held in safe custody of the Employer until the second public Bid opening.
8. All Bids must be accompanied by a Bid Security of Amount BDT 57.00 million (BDT fifty-seven million) or USD 525,000.00 (USD five hundred twenty-five thousand) or equivalent in any freely convertible currency in favour of "Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) Project".
9. Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the successful bidder's beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding document.
10. The address (es) referred to above is (are):

    Md. Ruhul Amin Miah
    Project Director (Joint Secretary)

    Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) Project
    Bangladesh Land Port Authority
    Plot No. F-19/A, Sher-E-Bangla Nagar,
    Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh.
    Telephone: +88-02-41025302
    E-mail: pdaccessblpa@gmail.com
11. Bank Account for electronic wire transfer:

    Account Name: Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS) – Bangladesh Phase 1
    Account Number: 0117203000283
    Bank Name: Sonali Bank PLC
    Branch Name: Kawran Bazar
    SWIFT Code: BSONBDDHLOD
    Routing Number: 200262530

22.10.2024
(Md. Ruhul Amin Miah)
Project Director (Joint Secretary)
(Service ID-15346)
Land Port Building
F-19/A, Sher-E-Bangla Nagar, Agargaon,
Dhaka-1207, Bangladesh.
E-mail: pdaccessblpa@gmail.com

DESCO
POWER IS YOURS
ISO 9001:2015 Certified

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
২২/বি, কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
১	সংস্থার নাম	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)।
২	নিলামকারী দপ্তরের নাম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ) এর দপ্তর, ডেসকো।
৩	কাজের নাম	ডেসকো'র সাব-স্টোর বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় (টেশিস ও এসএস-০১, টঙ্গী এবং উত্তরা ০৮ নং সেক্টর) সংরক্ষিত কনডেম ঘোষিত অব্যবহারযোগ্য/অকেজো Category-III এর মালামালসমূহ (Sub-Station Materials) আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়।
৪	বিজ্ঞপ্তির সুত্র নং	২৭.২৪.০০০০.০৬৭.০৬.০০২.২৪.৩১১
৫	তারিখ	২৪/১০/২০২৪ ইং
৬	নিলাম পদ্ধতি	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)
৭	দরপত্র বিক্রয়, দাখিল ও খোলার তারিখ ও সময়	বিক্রয়ের শেষ তারিখ: ১০/১১/২০২৪ ইং দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ: ১১/১১/২০২৪ ইং দরপত্র দাখিলের শেষ সময়: দুপুর ১২:০০ ঘটিকা দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়: ১১/১১/২০২৪ ইং দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা
৮	দরপত্র বিক্রয় ও গ্রহণকারী অফিসের নাম ও ঠিকানা এবং দরপত্র খোলার স্থান	দরপত্র বিক্রয়কারী দপ্তর: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ), ডেসকো, এনেক্স ভবন, বাড়ি-৪, রোড-১/এ, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। দরপত্র গ্রহণকারী দপ্তর: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ), ডেসকো, এনেক্স ভবন, বাড়ি-৪, রোড-১/এ, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। দরপত্র খোলার স্থান: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ), ডেসকো, এনেক্স ভবন, বাড়ি-৪, রোড-১/এ, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
৯	দরদাতার যোগ্যতা	নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান যাদের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ টিন সার্টিফিকেট ও ভ্যাট নিবন্ধন সনদপত্র রয়েছে তারাই দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
১০	দরপত্রের ক্রয়মূল্য	দরপত্রের সিডিউল মূল্য বাবদ ১,০০০/- এবং সিডিউল মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাটসহ সর্বমোট ১,১৫০/- (এক হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) (অফেরতযোগ্য) 'ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড' এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট সহ নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে আবেদন পূর্বক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে আগামী ১০/১১/২০২৪ ইং পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ) এর দপ্তর, ডেসকো, এনেক্স ভবন, বাড়ি-৪, রোড-১/এ, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। থেকে অফিস চলাকালীন সময়ে দরপত্র ক্রয় করা যাবে।
১১	দরপত্র জামানত	দরপত্রের সাথে পৃথকভাবে দাখিলকৃত দরের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) হারে অর্থ যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে "ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড" এর অনুকূলে জমা দিতে হবে। সম্পূর্ণ বিক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বে জামানত ফেরত দেওয়া হবে না।
১২	কাজ সমাপ্তির সময়	কার্যাদেশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে।
১৩	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৌঃ মোঃ মঈনদ্দিন খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ), ডেসকো।
১৪	দরপত্র আহ্বানকারীর কর্মকর্তার দাপ্তরিক ঠিকানা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ) এর দপ্তর, ডেসকো, এনেক্স ভবন, বাড়ি-৪, রোড-১/এ, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
১৫	দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার ইমেইলঃ	grid.protection@desco.gov.bd
১৬	শর্তাবলীঃ	ক) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ টিন সার্টিফিকেট ও ভ্যাট নিবন্ধন সনদপত্র সহ সকল সনদপত্রের সত্যায়িত কপি দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। খ) দরপত্র খাম অবশ্যই সীল মোহরকৃত হতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। গ) ডাকযোগে কোন দরপত্র বিক্রয় ও গ্রহণ করা হবে না। ঘ) আংশিক মালামালের জন্য দরপত্র দাখিল করা যাবে না এবং তা গ্রহণযোগ্যও হবে না। ঙ) কার্যাদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দরপত্রের উদ্ধৃত মালামালের মূল্য, আয়কর, ভ্যাট ইত্যাদি সহ সমুদয় অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে 'ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড'- এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে জমা দিতে হবে এবং কার্যাদেশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সমুদয় মালামাল নিজ খরচে ও নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ ও মালামাল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক দাখিলকৃত জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে। চ) উপরোক্ত 'ঙ' এ বর্ণিত শর্তের অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হলে, বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃতদর একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে মালামাল সমূহ নিলামে ক্রয় করতে আহবান করা হবে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হবার পর কার্যাদেশে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে মালামাল সমূহ গ্রহণ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে তার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হবে। ছ) নিলামে অংশগ্রহণকারী দরদাতাগণ ১০/১১/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকেল ০৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত তফসিল এ বর্ণিত মালামালসমূহ নির্বাহী প্রকৌশলী (সাব স্টোর) এর পূর্বানুমতি সাপেক্ষে কেন্দ্রিয় ভান্ডারে সংরক্ষিত যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।
১৭	যে কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষন করেন।	

প্রকৌঃ মোঃ মঈনদ্দিন খান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জিএসপি এন্ড ইএ), ডেসকো
ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট নিলাম কমিটি।

টোকিও মেট্রোর শেয়ারের দাম ৫০% বেড়েছে | জাপানে টোকিও মেট্রোর শেয়ারদর প্রথম দিনে গতকাল ৫০% বেড়েছে। টোকিও মেট্রো দৈনিক ৬৫ লাখ যাত্রী বহন করে। এএফপি

সবজি বাজারে এখন অধিকাংশ সবজির দাম বেশি। সে জন্য ক্রেতারা অল্প অল্প করে কিনছেন। যেমন একমুঠো রসুন, ১০ টাকার পেঁয়াজ, ২০ টাকার মরিচ ও ৭০ টাকার শিম এভাবে। গতকাল সকালে রাজধানীর সূত্রাপুরের লোহারপুল খালপাড় বাজারে। ছবি : জাহিদুল করিম

আস্থা পাচ্ছেন না বিনিয়োগকারীরা

শেয়ারবাজার

গতকালও দরপতন হয়েছে বাজারে। তাতে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৭৭ শতাংশের ও সিএসইতে ৬৫ শতাংশের দাম কমেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে আস্থা পাচ্ছেন না সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। উল্টো অনেকে লোকসানে শেয়ার বিক্রি করে দিয়েও বাজার ছাড়ছেন। এ অবস্থায় বাজারে চলছে টানা পতন। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল বুধবারও শেয়ারবাজারে বড় ধরনের দরপতন হয়েছে।

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গতকাল ৭২ পয়েন্ট বা প্রায় আড়াই শতাংশ কমেছে। তাতে ডিএসইএক্স সূচকটি কমে ৫ হাজার ১৭০ পয়েন্টে নেমে এসেছে। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচকটিও এদিন ১২১ পয়েন্ট বা প্রায় ১ শতাংশ কমেছে।

ঢাকার বাজারে গতকাল লেনদেন হওয়া ৩৯৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০৬টি বা ৭৭ শতাংশই দর হারিয়েছে। দাম বেড়েছে ৫২টি বা ১৩ শতাংশ কোম্পানির, আর অপরিবর্তিত ছিল ৪১টির বা ১০ শতাংশের। চট্টগ্রামের বাজারে লেনদেন হওয়া ১৯৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২৭টির বা ৬৫ শতাংশের দাম কমেছে। দাম বেড়েছে ৪২টির বা ২২ শতাংশের, আর অপরিবর্তিত ছিল ২৫টির বা ১৩ শতাংশ কোম্পানির।

শেয়ারের দাম কমার পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। ঢাকার বাজারের লেনদেন আগের দিনের চেয়ে ৩৬ কোটি টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ৩২২ কোটি টাকায়। চট্টগ্রামের বাজারে লেনদেন হয়েছে ৩ কোটি টাকার, যা আগের দিনের চেয়ে ১১ কোটি টাকা কম।

> রাতারাতি ও এককভাবে কারও পক্ষে বাজার থেকে সব অনিয়ম দূর করা কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজই করতে হবে বাজারসংশ্লিষ্ট সবপক্ষকে আস্থায় নিয়ে, ধীরে ধীরে।
>
> **ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী**
> সাবেক চেয়ারম্যান, বিএসইসি

দরপতনের কারণে বিনিয়োগকারীরা যে বাজার ছেড়ে যাচ্ছেন, তার প্রমাণ মেলে বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড বা সিডিবিএলের তথ্যে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের ১৪ কার্যদিবসে সাড়ে ৬ হাজার বিনিয়োগকারী তাঁদের বিও হিসাবে থাকা সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন।

শেয়ারবাজারে লেনদেন করতে হলে বিও হিসাব খুলে শেয়ার কেনাবেচা করতে হয়। তাই বিও হিসাবের সংখ্যা দিয়ে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বোঝা যায়। সিডিবিএলের হিসাবে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেয়ারশূন্য বিও হিসাব ছিল ৩ লাখ ১৮ হাজার ৪১৪টি। গত মঙ্গলবার, অর্থাৎ ২২ অক্টোবর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ২৪ হাজার ৯২০টিতে। অর্থাৎ ১ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ১৪ কার্যদিবসে সাড়ে ৬ হাজারের বেশি বিও হিসাব থেকে সব শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

বাজারে এখন শেয়ারসহ বিও হিসাবের সংখ্যাও কমে গেছে। সিডিবিএলের হিসাবে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেয়ার আছে, এমন বিও হিসাবের সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৯০ হাজার ৩৫৫। গত মঙ্গলবার দিন শেষে এ সংখ্যা কমে হয়েছে ১২ লাখ ৮৫ হাজার ৯০৬।

কেন শেয়ারবাজার ছাড়ছেন বিনিয়োগকারীরা, এ নিয়ে গত কয়েক দিনে কথা হয় শেয়ারবাজারের লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী ছয়টি ব্রোকারেজ হাউসের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে। *প্রথম আলো*কে তাঁরা জানান, বাজারে এ মুহূর্তে অর্থের চেয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকটই বেশি। এ কারণে বিও হিসাবে টাকা থাকার পরও অনেকে শেয়ার কিনছেন না। আবার অনেকে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু টাকা তুলে নিচ্ছেন না। শেয়ার বিক্রির পরও বিনিয়োগকারীদের টাকা বিও হিসাবে অলস পড়ে থাকছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই বিনিয়োগকারীরা বাজারে বিনিয়োগ করা নিয়ে আস্থাহীনতায় ভুগছেন।

বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, একদিকে বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ নিষ্ক্রিয়। অন্যদিকে নতুন বিনিয়োগকারীও খুব বেশি আসছেন না। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও খুব বেশি সক্রিয় নেই। শেয়ারবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের একটি বড় অংশই ব্যাংকের বিনিয়োগ। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড, রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এবং ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর নিজস্ব বিনিয়োগ। প্রাতিষ্ঠানিক এসব বিনিয়োগকারীর মধ্যে ব্যাংকের কাছ থেকে বর্তমানে শেয়ারবাজারে নতুন বিনিয়োগ আসছে না। বাজারে যেসব মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগ নিষ্ক্রিয়। আইসিবির বিনিয়োগের মতো আর্থিক সক্ষমতা নেই। সব মিলিয়ে বাজারে বিক্রেতা বেশি। ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি হওয়ায় দরপতন চলছে।

বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাজারে নানা ধরনের অনিয়ম চলে আসছে। তাই বাজারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু রাতারাতি ও এককভাবে কারও পক্ষে বাজার থেকে সব অনিয়ম দূর করা কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজই করতে হবে বাজারসংশ্লিষ্ট সবপক্ষকে আস্থায় নিয়ে, ধীরে ধীরে। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বাজারসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার উদ্দেশ্য খারাপ না হলেও তারা নিজেদের পুরোপুরি বাজারবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এ কারণে হয়তো কিছুটা আস্থার ঘাটতি দেখা দিয়েছে।'

বাঙলার পাঠশালার আলোচনা সভা

সংস্কারের পথে বাধা গোষ্ঠীতন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংস্কারের বিষয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐকমত্য না হলে কোনো সংস্কার টেকসই হবে না। অতীতেও দেখা গেছে, ঐকমত্য না থাকায় অনেক সংস্কার টেকেনি। দেশে যে গোষ্ঠীতন্ত্র তৈরি হয়েছে, তারা সব সময় সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এবার রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেসব সংস্কার এখন করা হবে, নির্বাচিত সরকার সেগুলো টিকিয়ে রাখবে।

বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত 'অর্থনৈতিক সংকট ও উত্তরণে করণীয়' শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মো. হেলাল উদ্দিন।

সভাটি সঞ্চালনা করেন বাঙলার পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ জাভেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয়ের সাবেক পরিচালক সেলিম জাহান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেলিম জাহান বলেন, অর্থনীতি নিছক কারিগরি বিষয় নয়। এর সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সম্পর্ক আছে। সেই সঙ্গে আইনি দিকও আছে। সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংস্কারের যেমন আপাত দিক আছে, তেমনি দীর্ঘমেয়াদি ও মৌলিক দিকও আছে। দুটি একসঙ্গে করা দরকার।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, বিগত সরকার দেশের সবকিছুকে প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক করে ফেলেছিল। সেটি করতে গিয়ে মানব উন্নয়নে যে গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল তা করা হয়নি। এ কারণে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। ফলে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও কর্মসংস্থান সেভাবে বাড়েনি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশে প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামো ভেঙে পড়েছে। সবকিছু নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। দেশে কোনো খাতে তিন-চারটির বেশি কোম্পানি দেখা যায় না। সরবরাহব্যবস্থার সবকিছুই তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে। তারা সরবরাহব্যবস্থা-সংক্রান্ত তথ্যও দিতে চায় না। ফলে গবেষণাও করা যায় না।

অনুষ্ঠানে আলোচকেরা দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও কর্মসংস্থানের অভাবকে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, আগামী দুই বছরে বা মধ্য মেয়াদে যে কর্মসংস্থান বাড়বে, তেমন সম্ভাবনা কম। কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। তা না হলে আগে যে পরিস্থিতি ছিল, তা-ই থেকে যাবে, উত্তরণ হবে না।

সভাপতির বক্তব্যে হেলাল উদ্দিন বলেন, যেকোনো রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবার আগে দরকার রোগনির্ণয়। এটি ঠিকঠাক করা গেলে রোগ অর্ধেক ঠিক হয়ে যায়।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে নিজের এক গবেষণার তথ্য তুলে ধরে হেলাল উদ্দিন বলেন, দেশে পাঙাশ মাছের দাম গত ১০ বছরে খুব বেশি বাড়েনি। কারণ, উৎপাদন ব্যয় কমেছে। তাই পাঙাশের বাজারে সিন্ডিকেট খুঁজে পাওয়া যায় না। চালের দামের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। তাই উৎপাদন খরচ কমানো গেলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক অতনু রব্বানী, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কাজী জাহেদ ইকবাল, সাংবাদিক আমিন আল রশিদ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক নাবিলা ফারহিন প্রমুখ।

সাক্ষাৎকার : এমটিবির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের রজতজয়ন্তী বা ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। এ উপলক্ষে ব্যাংকটির অগ্রযাত্রা নিয়ে *প্রথম আলো*র সঙ্গে কথা বলেছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক **সৈয়দ মাহবুবুর রহমান**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ফখরুল ইসলাম**।

গ্রাহকেরাই আমাদের ব্যাংকের বড় দূত

প্রথম আলো : রজতজয়ন্তী পূর্ণ করল মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক বা এমটিবি। একটা টেকসই ব্যাংকে পরিণত হতে এ সময়ে কতটা চড়াই-উতরাই পার হতে হলো?

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান : আমি খুবই ভাগ্যবান যে এমটিবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ব্যাংকটা ভালো একটা জায়গায় এসেছে এর পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে ব্যবস্থাপনার দিকটি দেখার জন্য যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা অভাবনীয়। আমার দলটাও (টিম) ভালো। কোনটা পারছি, কোনটা পারছি না, কেন পারছি না—এগুলো সময়মতো পর্ষদকে জানাচ্ছি। নতুন চিন্তা, নতুন উদ্যোগের কথাও জানাচ্ছি। পর্ষদ আমার ওপর আস্থা রেখেছে। আমিও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রথম আলো : বেশি বেশি মুনাফা করার যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আছে ব্যাংক খাতে, আপনিও কি সে প্রতিযোগিতায় আছেন?

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান : ব্যাংক যেহেতু ব্যবসাও, ফলে মুনাফা তো করতেই হবে। তবে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেই আমাদের ব্যাংক। আমাদের পর্ষদের কথা হচ্ছে মানুষের আমানত আছে এখানে। এ আমানত থেকেই মানুষ ঋণ নেয়। আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতাদের সেবা দিলে ব্যবসা এমনিতেই আসবে, মরিয়া হতে হবে না। আমরা এ দর্শন অনুসরণ করে যাচ্ছি। যেকোনো উপায়ে খালি লাভ করতে হবে—এমন চিন্তায় আমিও বিশ্বাসী না। আমরা মনে করছি, গ্রাহকেরাই হচ্ছেন আমাদের ব্যাংকের বড় দূত। তাঁরা খুশি থাকলে ব্যাংকের প্রশংসা তাঁরা করবেনই।

প্রথম আলো : দেশে তো অনেক ব্যাংক আছে, এমটিবি কেন সবার থেকে আলাদা?

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান : দেশের একশ্রেণির ব্যাংক নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছে। আমরা ভালো আছি এবং কাজ দিয়েই আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা। সিটি ব্যাংক বা ব্র্যাক ব্যাংকের মতো আমরা অত বড় নই। তবে বাজারে আমাদের যে ভাবমূর্তি আছে, সেটাই আমাদের অন্যতম শক্তি।

প্রথম আলো : ভালো ভাবমূর্তি তৈরি হওয়ার পেছনের শক্তিগুলো কী?

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান : গ্রাহকদের আমরা সম্মান করি। তাঁদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে আমরা সচেষ্ট থাকি। বিশ্বব্যাপী কাজ করা নরওয়ের একটি উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান আছে, যার নাম নরফান্ড। দেশের দুটি ব্যাংক নরফান্ডের অর্থ পেয়েছে, যার মধ্যে একক বৃহত্তম অর্থ গ্রহণকারী হচ্ছে এমটিবি। আমরা দেখেছি যে দেশে ভ্রমণপিপাসু মানুষ অনেক বেড়েছে। বিমানবন্দরগুলোতে তাদের জন্য আমাদের ৮টি লাউঞ্জ আছে। আমাদের আছে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক আর্থিক পণ্য। আগে এ ব্যাংকে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ছিল না। তবে এখন তা আছে। খুবই ভালো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আছে এখন এমটিবিতে। ফ্ল্যাক্সিবল ফিক্সড ডিপোজিট নামে নারীদের জন্য এমন একটি আর্থিক পণ্য চালু করেছি, যা আছে শুধু এমটিবিতেই। এটা একধরনের স্থায়ী আমানত বা এফডিআর। ৫০ হাজার টাকা দিয়েই এখানে আমানত রাখা শুরু করা যাবে। জরুরি প্রয়োজনে কেউ এখান থেকে অংশবিশেষ টাকা নিতে চাইলে নিতে পারবেন, আবার এফডিআরও ঠিক থাকবে। এ ছাড়া প্রথম ভার্চ্যুয়াল কার্ড আমরাই করেছি। পরে যদিও অন্যরা করেছে। এগুলোই হচ্ছে আমাদের শক্তির জায়গা।

> আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যাংকে রূপান্তরিত হতে চাই। আমরা হতে চাই 'সব সময়ের ব্যাংক'। আমাদের বিতরণ করা ঋণ এখন ৩০ হাজার কোটি টাকা, যার ১২ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই)। এই খাতে ঋণ ২০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই।
>
> সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
> এমডি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি)

প্রথম আলো : রজতজয়ন্তী মাথায় রেখে কী লক্ষ্য ঠিক করেছে এমটিবি?

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান : আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যাংকে রূপান্তরিত হতে চাই। আমরা হতে চাই 'সব সময়ের ব্যাংক'। আমাদের বিতরণ করা ঋণ এখন ৩০ হাজার কোটি টাকা, যার ১২ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই)। এই খাতে ঋণ ২০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই।

প্রথম আলো : আপনি তো এমডিদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকারস বাংলাদেশের (এবিবি) সভাপতি ছিলেন। কয়েক বছরে ব্যাংক খাত নিয়ে কী দেখলেন? কোথায় যাচ্ছি আমরা?

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান : দায়িত্ব পালনকালে দেখেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি। বরং কারও কারও প্রতি অন্ধ ছিল। অর্থাৎ কেউ কেউ যেভাবে চেয়েছে, সেভাবেই দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিয়ন্ত্রক সংস্থা শক্ত না থাকলে ব্যাংক খাতে কিছুই হবে না। অনেক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি আছে। অনেকে অর্থ পাচার করেছে। সরকারি সংস্থাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দুর্নীতি দমন কমিশনসহ (দুদক) অনেক সংস্থার ব্যর্থতার চিত্রও আমাদের জানা। বর্তমান সরকার ব্যাংক খাত সংস্কারের কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা অপেক্ষা করছি এবং আশা করছি ব্যাংক খাতের জন্য ভালো কিছু উঠে আসবে।

করপোরেট সংবাদ

সিয়েট ব্র্যান্ড টায়ারের ৩টি নতুন মডেল আনল এসিআই

দেশের বাজারে সিয়েট ব্র্যান্ডের ৩টি নতুন মডেলের টায়ার নিয়ে এসেছে শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল প্রতিষ্ঠান এসিআই মোটরস। সম্প্রতি চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাস, মোটরসাইকেল ও সিএনজি অটোরিকশার এই ৩টি টায়ারের বিপণন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসিআই মোটরসের নির্বাহী পরিচালক সুব্রত রঞ্জন দাস, বিজনেস ম্যানেজার শামসুজ্জামানসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশে সিয়েটের সব ডিলার ও রিটেইল পয়েন্টে টায়ারগুলো পাওয়া যাচ্ছে। **বিজ্ঞপ্তি**

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও ইবনে সিনার চুক্তি সই

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টার, উত্তরার মধ্যে সম্প্রতি পে-রোল ব্যাংকিং চুক্তি হয়েছে। ব্যাংকের ডিএমডি মো. ফজলুর রহমান চৌধুরী এবং ইবনে সিনা উত্তরার মহাব্যবস্থাপক গোলাম মর্তুজা মাসুদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় ব্যাংকের ইভিপি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মো. মজিবুর রহমান; এসভিপি মো. সুলতান মাহমুদ ও এভিপি গাজী মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইবনে সিনার ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম খান ও মো. কামরুজ্জামান মিঞা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

মেঘনা ব্যাংক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি সই

মেঘনা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ। এ নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মেঘনা ব্যাংকের একটি চুক্তি হয়েছে। গত মঙ্গলবার ঢাকায় মিরপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিসিবির পরিচালক ও মার্কেটিং বিভাগের প্রধান ফাহিম সিনহা এবং মেঘনা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কিমিয়া সাদাত; ব্র্যান্ড ও মার্কেটিং বিভাগের প্রধান মো. মোয়াজ্জিম হোসাইন জুয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রতিবেশীদের বিনিয়োগে বিধিনিষেধ অব্যাহত রাখবে ভারত

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ভারতে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিনিয়োগের ওপর বিদ্যমান বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন দেশটির অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। চীনের সঙ্গে সীমান্তে টহল বিষয়ে এক চুক্তিতে পৌঁছানোর কয়েক দিন পর ভারতের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হলো। যেসব দেশের সঙ্গে ভারতের স্থলসীমান্ত আছে, সেসব দেশ থেকে বিনিয়োগ নেওয়ার ক্ষেত্রে দিল্লি কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, নির্মলা সীতারমণ গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ারটন বিজনেস স্কুলে বক্তব্য দেওয়ার সময় বিনিয়োগের বিষয়ে তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমার বিনিয়োগ দরকার বলেই আমি চোখ বুজে যেকোনো সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) গ্রহণ করতে পারি না। কোথা থেকে এই বিনিয়োগ আসছে, তা ভুলে গিয়ে বা সে বিষয়ে উদাসীন থেকে বিনিয়োগ নিতে পারি না।'

হিমালয় পর্বতমালার সীমান্ত এলাকায় টহল নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে চার বছর ধরে সামরিক অচলাবস্থা চলছে। ২০২০ সালে দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে সংঘাত ঘটে, যাতে দুই দেশের সেনা নিহত হন। এরপর দিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে পুঁজি, প্রযুক্তি ও মেধার বিনিময় শ্লথ হয়ে পড়ে। তবে সর্বশেষ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পথ খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুই দেশ ভারত ও চীন। কিন্তু সীমান্ত নিয়ে বিবাদের কারণে তাদের মধ্যে এমন এক সময় সম্পর্ক স্থবির হয়ে পড়ে, যখন বিদ্যুৎ-চালিত গাড়ি, সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এই দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এসব খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করা হয়।

২০২০ সালের ওই সংঘাতের পর ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর কোম্পানির বিনিয়োগ প্রস্তাবের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরও কঠোর করে। এসব বিনিয়োগ প্রস্তাবের নিরাপত্তা ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়াও কঠোর করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভারত প্রতিবেশী দেশের কথা বললেও নির্দিষ্ট কোনো দেশের নাম উল্লেখ করেনি।

এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় কোম্পানিতে চীনাদের অংশগ্রহণও বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

তবে চীন থেকে ভারতের আমদানি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ২০২০ সালের ওই সীমান্ত সংঘাতের পর ভারতে চীনা পণ্যের আমদানি ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বেইজিংয়ের সঙ্গে দিল্লির বাণিজ্যঘাটতি বেড়ে ৮ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর ভারত চীন থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করেছে। এমনকি প্রতিবেশী এই দেশই ছিল ভারতের শিল্পপণ্যের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী।

ই-রিটার্ন জমায় নথিপত্র লাগবে না

এনবিআর চেয়ারম্যান

বেশ কিছু খাতের করদাতাদের অনলাইন রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে এনবিআর।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেছেন, অনলাইনে বা ই-রিটার্ন দিতে করদাতাকে কোনো কাগজপত্র আপলোড বা জমা দিতে হবে না। শুধু ওই সব দলিলের তথ্য দিলেই হবে। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, সনাতনী পদ্ধতিতে চাকরিজীবীদের আয়, তথা বেতন-ভাতার প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যাংক হিসাবের এক বছরের লেনদেন বিবরণী (স্টেটমেন্ট) জমা দিতে হয়। অনলাইনে রিটার্ন জমার সময় শুধু ওই ব্যাংক বিবরণীর তথ্য দিলেই হবে। কাগুজে বিবরণী আপলোড করার দরকার হবে না।

এনবিআর চেয়ারম্যান আরও জানান, ব্যাংক হিসাবের বিবরণী অনুসারে, ৩০ জুন পর্যন্ত ব্যাংক হিসাবের স্থিতি, সুদের তথ্য ও ব্যাংক হিসাবের নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য দিলে হবে।

গতকাল বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান এ কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

> কর ফাঁকি বা হারানো রাজস্ব আদায় করা এনবিআরের অন্যতম প্রধান কাজ। এটি আমরা করছি। আন্দোলনের কারণে জুলাই-আগস্ট মাসে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এর প্রভাবে রাজস্ব আদায়ে কিছুটা হলেও সমস্যা হয়েছে।
>
> **আবদুর রহমান খান**
> চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চার সিটি করপোরেশনে অবস্থিত আয়কর সার্কেলগুলোর অধিভুক্ত সরকারি কর্মচারী, সারা দেশের তফসিলি ব্যাংক, মোবাইল প্রতিষ্ঠানসহ কিছু কোম্পানির কর্মকর্তাদের অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি, ম্যারিকো বাংলাদেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ, বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) ও নেসলে বাংলাদেশ পিএলসি।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, 'এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ নির্বাহীরা তাঁদের কর্মকর্তাদের অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য বলছেন। বেসরকারি খাতের এসব কর্মকর্তা সব সময় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করেন। তাঁদের জন্য অনলাইনে রিটার্ন দাখিল তুলনামূলক সহজ। তবে যাঁরা ইতিমধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে রিটার্ন দিয়ে ফেলেছেন, তাঁরা আগামী বছর থেকে অনলাইন রিটার্ন দেবেন। অনলাইনে রিটার্ন জমা দিলে করদাতাদের সঙ্গে কর কর্মকর্তাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এভাবে ধীরে ধীরে সব খাতের করদাতাদের জন্য অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করব।' তিনি আরও বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠানের শতভাগ কর্মী অনলাইনে রিটার্ন দেবেন, সেগুলোর জন্য সম্মাননার ব্যবস্থা করব।'

চলতি ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিপালন সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অনলাইন রিটার্ন দাখিল সিস্টেম গত ৯ সেপ্টেম্বর করদাতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

অনলাইনে রিটার্ন তৈরি ও জমা দেওয়া যাচ্ছে। আবার এই সিস্টেম থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করদাতারা কর পরিশোধ করতে পারছেন। এ ছাড়া দাখিল করা রিটার্নের কপি, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, আয়কর সনদ, কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাচ্ছে।

Sonali Bank PLC
Establishment and Engineering Division
Engineering Department
Head Office, Dhaka.
Phone: +8802-223351050
Email: dgmeed@sonalibank.com.bd

e-GP Tender Notice (OTM)

e-Tender is invited in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) by Additional Chief Engineer, Establishment & Engineering Division, Sonali Bank PLC, Head Office, Dhaka for the procurement of following Works:

Sl. No	Tender ID	Name of works	Tender publication date & time	Last selling/ downloading date and time	Tender closing/ opening date & time
1.	1017228	Making Conference Room/ Auditorium(Civil, Electrical & Air-Cooler Works) by Remodeling the existing structure on the roof of 3 Storied Sonali Bank Staff College, Uttara, Dhaka.	24-Oct-2024 10:00	13-Nov-2024 15:00	14-Nov-2024 15:00

This is an online tender, where only e-Tenders will be accepted in National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. Further information and guideline are available in the National e-GP system portal and from e-GP help desk (https://www.eprocure.gov.bd/HelpDesk.jsp).

Sd/-
Md. Abul Bashar
Additional Chief Engineer

কার্টুন : মুগ্ধ

আবদার চত্বর

দেশে প্রতিদিনই কোনো না কোনো দাবিতে রাস্তা অবরোধ করছে কোনো না কোনো দল বা গোষ্ঠী। দাবির ছদ্মবেশে ঢুকে পড়ছে নানা আবদারও। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি অনেকেরই আবদারের শেষ নেই। তাই আমরাও আবদার জানাই—বিভিন্ন আবদার তুলে ধরার জন্য একটি 'আবদার চত্বর' গড়ে তোলা হোক। আবদার চত্বরকে আবদারবান্ধব ও জনপ্রিয় করে তুলতে কী কী সুযোগ-সুবিধা থাকতে পারে সেখানে? ভেবেছেন **মাহবুব আলম**।

গাড়ি ভাঙচুর কর্নার

বিভিন্ন 'আবদার' নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো আন্দোলনকারীদের প্রিয় কাজ হচ্ছে গাড়ি ভাঙচুর করা। আন্দোলন রাস্তায় না হয়ে আবদার চত্বরে হলে গাড়ির অভাবে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বাদ যেতে পারে। তাই আবদারকারীদের সুবিধার্থে থাকতে পারে গাড়ি ভাঙচুর কর্নার। যার যখন ইচ্ছা, এসে ভাঙচুর করতে পারবে। ভাঙচুরের সুবিধার্থে চত্বর কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটার জোগান দেবে।

হোয়াইট বোর্ড কর্নার

সকালে হয়তো কেউ আবদার করলেন, 'বয়স ২৫ হলেই প্রেম করা বাধ্যতামূলক—এমন ঘোষণা চাই'। বিকেলে আবহাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে আবদার বদল। তাঁরা বলে বসতে পারেন, 'সরকারিভাবে পঁচিশোর্ধ্ব সবার বিয়ের ব্যবস্থা করা হোক'। কিন্তু তখন আবার সব পোস্টার, ব্যানার, প্ল্যাকার্ডের লেখা পাল্টানো কঠিন হয়ে যাবে। তাই আবদার চত্বরে থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণ হোয়াইট বোর্ড ও মার্কারের ব্যবস্থা। যে যার খুশিমতো আবদার লিখে নিতে পারবেন, প্রয়োজনে পুরোনো আবদার মুছে নতুন করেও লেখা যাবে।

বিশ্রাম কর্নার

দাবিদাওয়া নিয়ে টানা আন্দোলন করা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর। তাই আন্দোলনের মধ্যে বিরতি দিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। এ জন্য আবদার চত্বরে থাকবে বিশ্রাম কর্নার। বিশ্রাম শেষে পুরোদমে আন্দোলনে নেমে পড়লে সাফল্য আসবেই।

আন্দোলন ভ্লগার

ফুড ভ্লগার, ট্রাভেল ভ্লগার আমরা দেখেছি। ইদানীং 'আন্দোলন ভ্লগার'ও কিন্তু একটি সম্ভাবনাময় পেশা খাত হয়ে উঠেছে। নানা দাবিদাওয়া-আন্দোলন নিয়ে 'কনটেন্ট' বানায়, এমন ইউটিউব চ্যানেল আজকাল বেশ জনপ্রিয়। বিভিন্ন আন্দোলনের ছবি-ভিডিও ফেসবুক-ইউটিউবে দিয়ে যেসব ভ্লগার বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, সেই বীর যোদ্ধাদের সমর্থনে আবদার চত্বরে থাকতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া কর্নার।

স্লোগান সার্ভিস

আন্দোলনে স্লোগানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে থাকবে স্লোগান সার্ভিস সেন্টার। দেশের নামকরা ফেসবুক কবিরা সেন্টারে হাজির থাকবেন। বিনা মূল্যে স্লোগান লিখে দেবেন তাঁরা।

জনবল ভাড়া

ব্যানারের দুই কোনা ধরার মতো পর্যাপ্ত লোক নেই, এমন 'বিপুলসংখ্যক' দলবল নিয়েও আজকাল রাস্তা আটকে দাবি জানানোর চেষ্টা করছেন অনেকে। এমন জনবলহীনতায় ভুগছেন যাঁরা, তাঁদের জন্য আবদার চত্বরে থাকবে জনবল ভাড়া নেওয়ার সুযোগ। 'বান্ডেল অফার', '১০ জনকে ভাড়া করলে দুজন ফ্রি'—এমন সব সুবর্ণ সুযোগও থাকবে।

'লুকিয়ে খাওয়ার' হোটেল

দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে যাঁরা অনশন কর্মসূচি পালন করতে চান, তাঁরা যেন চাইলে লুকিয়ে টুকটাক খাওয়াদাওয়াও করতে পারেন, এমন ব্যবস্থাও থাকবে আবদার চত্বরে। 'লুকিয়ে লুকিয়ে আসা!' বলে কেউ তাঁদের বিব্রত করবে না।

হাতাহাতি-ধস্তাধস্তি কর্নার

আন্দোলনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে হাতাহাতি কিংবা মারামারি। একে অন্যের সঙ্গে ধস্তাধস্তি কিংবা মারামারি না করলে জটলাটা ঠিক পরিপূর্ণতা পায় না। সে জন্য আবদার চত্বরে হাতাহাতি-ধস্তাধস্তি কর্নারের সুবিধা থাকবে। যাঁর যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ 'শান্তিপূর্ণভাবে' মারামারি কিংবা ধস্তাধস্তি করতে পারবেন।

● ছবির ধাঁধা ৬৪

অপ্রিয় রাফ ,

অকারণ ঝামেলা করছিস কেন? সবার প্রতিবাদের মুখে তুই এলাকা ছেড়েছিস। সুতরাং পদত্যাগ ম্যানেজারের কাছে আছে কি না, সেই প্রশ্ন অবান্তর। তা ছাড়া ক্লা যেখানে ভেঙে গেছে, সেখানে তোর অধিনায়কত্ব আর থাকে কী করে? ম্যানেজার তোর পক্ষে ওকা করেছে বলে ভাবিস না, তুই আবার আমাদের টিমের অধিনায়ক হতে পারবি। আগে দেখ দলে সু পাস কি না, তারপর নাহয় অধিনায়কত্ব নিয়ে ভাবিস! সামনে নতুন ধা ক্লাব চলবে। ম্যানেজার কী বি করেছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা আর তোর সঙ্গে খেলতে রাজি নই।

ইতি,

না

আইডিয়া : **আশফাকুর রহমান**

সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করুন। লটারির মাধ্যমে দুজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হবে ৩০০ ও ২০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ। তাই উত্তরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন আপনার মুঠোফোন নম্বর। ২৮ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে। **খামের ওপর লিখতে হবে :** কথা com, *প্রথম আলো*, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। অথবা **ই-মেইল** করুন : kothacom@prothomalo.com

ছবির ধাঁধা ৬৩ বিজয়ী

১. **সাবিহা ইসলাম**, ঠাকুরগাঁও সদর
২. **মোরসালিন মাহমুদ চৌধুরী**, ফেনী

ছবির ধাঁধা ৬৩-এর উত্তর

রান, আটা, চিনি, ডিম, চাল, তেল, শাক, লাউ, আলু, শিম

পুরোনো চাঁদাবাজের চিঠির উত্তরে যা লিখলেন নতুন চাঁদাবাজ

হাই ব্রো,

আপনার লেখা সেনসেশনাল চিঠিটা হাতে পেয়েছি। আপনার মতো একজন দেশবরেণ্য চাঁদাবাজের লেখা চিঠি আমাদের মতো নতুন প্রজন্মের চাঁদাবাজদের জন্য অনেক বেশি প্রেরণাদায়ক। তাই আশা করব, যেখানেই লুকিয়ে থাকেন না কেন, চাঁদাবাজি শিল্পের দিকনির্দেশনা দিয়ে নিয়মিতই চিঠি লিখবেন।

জেনে আনন্দিত হবেন, ইতিমধ্যেই আমরা আপনাদের রেখে যাওয়া চাঁদাবাজি শিল্পের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছি। আপনার মতো কিংবদন্তি চাঁদাবাজের দেওয়া পরামর্শগুলো কাজে লাগিয়ে সাফল্যও পেতে শুরু করেছি। আপনাদের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যে আমাদের পদচারণ যদিও বেশি দিনের নয়, তবু এই কদিনে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার ফিরিস্তি জানিয়ে রাখি।

সেদিন নিউমার্কেট ফুটপাতের একটা দোকানে চাঁদা ওঠাতে গেলাম। দোকানদার খুব ভাব নিয়ে, বীরের বেশে বলার চেষ্টা করছিল, 'এ দেশে এখন আর চাঁদাবাজি চলে না!' সঙ্গে সঙ্গে তার গালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসিয়ে দিলাম। আষাঢ়ে গল্প বাদ দিয়ে নিয়মিত রেটের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি চাঁদা বের করে দিল পকেট থেকে। তবে বেশি টাকার কাছে নিজের নৈতিকতা বিক্রি করিনি। এক টাকাও বেশি নিইনি। যেই রেট, ওটাই নিয়েছি তার কাছ থেকে।

মাস তিনেক আগেও পকেটে থাকা অ্যানালগ ফোনে ২০ টাকা রিচার্জ করতে ২১ বার ভাবতাম। কিন্তু এখন আপনাদের দোয়ায় আর মানুষের দানের বরকতে আমার পরিবারের সবাই আইফোন ১৬ চালাচ্ছে। অল্পদিনেই অর্থনীতির এমন চাঙাভাব সম্ভব হয়েছে শুধু আপনাদের পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে তোলা আধুনিক চাঁদাবাজি শিল্পের কারণে। আশা করি, সরকার এই খাতে সুদৃষ্টি না দিলে আমরা শিগগিরই ইলন মাস্কের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারব।

নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, দেশের বাজারে এখন রয়্যাল এনফিল্ড বাইক পাওয়া যাচ্ছে। দেশের মানুষ ভাবছে, আপনারা পালিয়ে যাওয়ায় আপাতত রয়্যাল এনফিল্ডের কাস্টমার নাই। এটা আমাদের মতো চাঁদাবাজদের জন্য অত্যন্ত মানহানিকর। আমাদের কি তাদের চাঁদাবাজ মনে হয় না? দুই মাস ধরে এত চাঁদাবাজি করেও আমরা কি দেশের মানুষের মনে এতটুকু জায়গা তৈরি করে নিতে পারিনি? যাহোক, প্রশ্নটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

চাঁদাবাজি শিল্পে আমরা সফল উদ্যোক্তা। আমাদের হাত ধরেই আরও অনেক 'সহমত' ভাইও উঠে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আমাদের নিয়ে সবার গর্ব করা উচিত, সেখানে এখনো কটু কথা শুনতে হচ্ছে। নিজের আপন গার্লফ্রেন্ডেরও আমাদের উন্নতি সহ্য হয়নি। আমরা কোথায় এত টাকা পাই, অনেকের গার্লফ্রেন্ড প্রায়ই প্রশ্ন করে বসে। তাই বলে ভাববেন না, আমরা পেশা বদলে ফেলব। প্রয়োজনে গার্লফ্রেন্ড বদলাব, তবু পেশা নয়।

সেদিন অফিসফেরত একজনের রাস্তা অবরোধ করে হাতখরচ চাইলাম। লোকটা সঙ্গে টাকা নাই বলায় নিজ হাতেই পকেট চেক করা শুরু করলাম। তার মানিব্যাগ হাতে নিয়ে দেখি একগাদা হাজার টাকার নোট। ভাবা যায়? এ দেশের মানুষ সভ্য হবে কবে! এখনো মিথ্যা বলা ছাড়তে পারেনি। মিথ্যাবাদীদের আমার একদমই পছন্দ না। তাই তার মানিব্যাগটা রবীন্দ্রনাথের মতো 'আমি পাইলাম, ইহাকে পাইলাম' বলে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটা ধরলাম। যদিও সে পেছন থেকে অনেকবার ডেকেছিল, তবে মিথ্যাবাদীটার চেহারা আর একবারও দেখার রুচি হয়নি।

আপনারা জেনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন, শিক্ষা খাতে আমরা ইতিমধ্যেই ভূমিকা রাখতে শুরু করেছি। শিক্ষার্থীদের সরাসরি ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। অন্য পেশার কারও শার্টের কলার ধরে যে টাকা চাঁদা নিই, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তার অর্ধেক নিচ্ছি। কারণ, আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আরও কোন কোন উপায়ে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, সেটা সুপারিশ করতে তিন চাঁদাবাজবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্সও গঠন করেছি আমরা।

কবিতা ও গানের উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি যেভাবে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটি পড়ে আমাদের প্রত্যেক পরিশ্রমী চাঁদাবাজের চোখে জল চলে এসেছে। চাঁদাবাজি শিল্পে উন্নতি করার বিষয়ে পরম যত্ন নিয়ে আপনি আমাদের যেসব উপদেশ দিয়েছেন, সে রকম উপদেশ হাথুরুসিংহে ক্রিকেটারদের দিলে এত দিন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপটাও জিতে যেত।

বেয়াদবি না নিলে একটা কথা বলি ওস্তাদ। আপনার চিঠিতে আপনি 'পূর্ণতা' গানটা আর্টসেলের বলে দাবি করেছিলেন। এটা একটা ভুল তথ্য ছিল। আমাদের গানটান শোনার মতো যথেষ্ট সময় না থাকলেও গানটা যে আসলে শিরোনামহীন ব্যান্ডের, সেটি অন্তত জানি। আপনারা জেনে খুশি হবেন, বিভিন্ন কনসার্টে গেট ভেঙে ঢুকে যাওয়ার যে সংস্কৃতি আপনাদের ছেলেপুলেরা তৈরি করেছিল, আমরা সেটাও সগৌরব ধরে রেখেছি।

ব্র্যান্ডিংয়ে আলাদা করে মনোযোগ দিয়ে সময় অপচয় করব না। তাই ঠিক করেছি, আপনাদের রেখে যাওয়া হেলমেটগুলোই মাথায় তুলে নেব। যেমনটা কবিগুরু বলেছেন, 'তোমার হেলমেট যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।'

ইতি,
সভাপতি
সচাঁসস (সক্রিয় চাঁদাবাজ সমবায় সমিতি)

নতুন চাঁদাবাজের কাছে পুরোনো চাঁদাবাজের চিঠি

মিষ্টি

প্রাণের দোস্ত থাকে সুদূর ইংল্যান্ডে। কেপটাউনে বসে তাঁর কথা মনে করে সপ্তাহে এক দিন রেস্তোরাঁয় মিষ্টি খেতে আসেন বুড়ো মাইকেল। দুই প্লেট মিষ্টি নিয়ে বসেন তিনি। তারপর টেবিলের একপাশে বসে টপাটপ কয়েকটা মিষ্টি খেয়েদেয়ে খানিক পরে চলে যান অন্য পাশে, সেখানেও খানিকটা গিলে আবার চলে আসেন নিজের জায়গায়। বুড়োর এমন কাজকারবার দেখে রেস্তোরাঁর একজন বলেই বসলেন, 'দুই পাশে বসে মিষ্টি খাওয়ার কী দরকার? আপনি তো একসঙ্গে দুটো প্লেট নিয়ে বসলেই পারেন।'

মাইকেল টপ করে একটা মিষ্টি মুখে পুরে দিয়ে বলেন, 'আমার দোস্ত তো কাছে নেই। তার হয়ে ওই পাশের মিষ্টিগুলোও আমি খেয়ে নিই।'

কদিন পর দেখা গেল, মাইকেল আর দুটো প্লেট নিয়ে বসেন না। এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে একপাশে বসেই খান। রেস্তোরাঁর লোক এবার জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার? দোস্তর সঙ্গে কি মনোমালিন্য হলো নাকি?'

'আর বলবেন না। গতকালই আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। চিকিৎসকের কড়া নিষেধ, মিষ্টি থেকে এক শ হাত দূরে থাকতে হবে। কিন্তু আমার দোস্তর তো ডায়াবেটিস নেই। তাই নিয়ম করে ওর হয়েই এক প্লেট মিষ্টি খেয়ে নিচ্ছি।'

আফসোস

বাবা ও ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছে—
ছেলে : বাবা, আমি এত্ত বড় হব কবে?
বাবা : কেন রে? তুই কত বড় হতে চাস শুনি?
ছেলে : আমি এত বড় হতে চাই, যেন মাকে না জানিয়েও বাইরে যেতে পারি।
বাবা : ওরে, অত বড় তো আমি নিজেও হতে পারিনি। তোর মাকে না জানিয়ে আমিই বের হতে পারি না, আর তুই!

ট্র্যাজেডি

এক নেতা গেছেন বাচ্চাদের স্কুলে, ছেলেপুলের সঙ্গে কথা বলতে। আলাপের ঢঙে তিনি বললেন, 'বাচ্চারা, তোমরা কি ট্র্যাজেডি কাকে বলে জানো? একটা ট্র্যাজেডির উদাহরণ দাও তো।'

একজন হাত তুলল। বলল, 'আমার এক বন্ধু রাস্তায় খেলছিল। হুট করে একটা গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে গেল। এটা একটা ট্র্যাজেডি হতে পারে।'

নেতা বললেন, 'নাহ, এটা তো ট্র্যাজেডি নয়। এটা দুর্ঘটনা।'

এবার একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি একটা স্কুলবাসে ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে, আর সেই বাসটা যদি খাদে পড়ে যায়, সেটা নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডি।'

নেতা বললেন, 'উঁহু। এটা একটা বিশাল ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু ট্র্যাজেডি তো নয়।'

শেষমেশ পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল এক ছাত্র। বলল, 'নেতা মশাই, ধরা যাক আপনি একটা হেলিকপ্টারে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন। এমন সময় হেলিকপ্টারটা বিস্ফোরিত হলো। এটা একটা ট্র্যাজেডি।'

নেতা খুশি হলেন। বললেন, 'ঠিক ঠিক। বলো তো এটা কেন ট্র্যাজেডি।'

'কারণ, এটা দুর্ঘটনা নয়, আবার বিশাল কোনো ক্ষতিও নয়।'

চুল কাটা

সেলুনে ভীষণ ভিড়। নাপিত রঞ্জু মিয়ার দম ফেলার সময় নেই। এমন সময় উষ্কখুষ্ক চুলের এক তরুণ এসে হাজির। বলল, 'আপনার কি আরও সময় লাগবে?'

'দেখছ না কত লোক অপেক্ষা করছে? ঘণ্টা দুই তো লাগবেই। বসো।' বলেন রঞ্জু।

'না থাক। আমি তাহলে আরেক দিন আসব।' বলে ছেলেটা চলে যায়।

পরদিন আবার ভিড়। আবারও আসে সেই তরুণ। 'দেরি হবে আপনার?'

'তা তো হবেই। একটু অপেক্ষা করো।'

তরুণ বলে, 'না থাক। আরেক দিন আসব।'

এভাবে একই ঘটনা ঘটল পরপর বেশ কয়েক দিন। রঞ্জুর এবার একটু সন্দেহই হলো। পরদিন আবার ছেলেটা যখন, 'না থাক। আরেক দিন আসব' বলে বেরিয়ে গেল, রঞ্জু তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললেন, 'যা তো ছোকড়ার পেছন পেছন। দেখে আয়, ও কোথায় যায়।'

কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরল অ্যাসিস্ট্যান্ট। বলল, 'ওস্তাদ, ওই ছেলে তো আপনার বাড়িতে যায়।'

'মানে! কিন্তু কেন?'

'কেন আবার? আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে!'

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ বফু রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০২৬৫০

✸ পুরাতন ঢাকায় ২য় তলায় কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৩১৬৮১৪৮২৩। ডি-৬০২৬৮০

✸ ২ লক্ষ টাকা ছাড়ে দোকান ও ৫ লক্ষ টাকা ছাড়ে রেডি ফ্ল্যাট যশোর শহরে রেডি ফ্ল্যাট/দোকান বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৬৮১২৩৬৬৩। ডি-৬০২৬৮১

✸ বনানীতে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক ২৮৬১ বফু, আবাসিক ২০০০ বফু, উত্তরার ১৩নং সেক্টরে বাণিজ্যিক ২২৬০ বফু, ৪নং সেক্টরে ১৮২৫/১৭১০ বফু, ধানমন্ডি লেকপাড়ে ২১১৬ বফু, বাণিজ্যিক ৩৪০০ বফু, গুলশানে ৩০০০/৩৫০০ বফু। ০১৭৩১৬১৩৯১৮। ডি-৬০২৬৬৯

✸ মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১১-৪১২১৪৬। ডি-৬০২৬৯২

✸ ধানমন্ডি ও পশ্চিম ধানমন্ডিতে বিডিডিএল-এর দক্ষিণমুখী ৩/৪ বেডের প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০১৮, ০১৭৫৫৫১১০১৭। ডি-৬০২৬৮৬

পাত্র চাই

✸ দেশের এবং প্রবাসে গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এবং পিএইচডি অধ্যায়নরত/পাসকৃত ২২ থেকে ৩৫ বছর বয়সের অনেক সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান রয়েছে 'বিবাহ বন্ধন'। ০১৭১৫০৪৫২০৯, ০১৭১৫৬৪৩৯৬৮। ডি-৬০২৬৭৩

✸ কয়েকজন ফরেন ডিগ্রিধারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অনার্স/ মাস্টার্স ট্যালেন্টেড সুদর্শনাদের ইমিগ্রান্টসহ উপযুক্ত। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি ১৩, রোড ৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০২৬৭৯

✸ মরহুম হাজী সাহেবের ধার্মিক সুন্দরী কন্যা। পাত্রী প্রতিষ্ঠিত ও নিজ নামে ব্যবসা (৩৭-৫´-৪´´), ৫০ উর্ধ্বে পাত্র চলবে। সরাসরি : ০১৭৭৭-৫৯৩৭৭৩। ডি-৬০২৬৯৪

বিবিধ বিক্রয়

✸ **দোকান :** ধানমন্ডির প্লাজা এ.আর মার্কেটের ৩ তলায় ২১০ বর্গফুটের লিফট ও সিঁড়ির সামনে একটি চলতি দোকান জরুরি বিক্রয়। ০১৮২০১৬৫৫১৫। মহাবু-৬০২৬৫১

✸ **জমি শেয়ার : উত্তরা ৫নং সেক্টরে ব্যাংকারদের সাথে ২০৫০ স্কয়ারফুট ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার। ০১৭১১৯৭৫০৩৭, ০১৯১৪৩৩১৭২৪।** ডি-৬০২৬২০

✸ **হোটেল শেয়ার :** কক্সবাজার হিমছড়িতে রেডি ৪ তারকা মানে বে-হিলস হোটেলের ক্রয়কৃত কিছু শেয়ার জরুরি ভিত্তিতে আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রয় হইবে। মোবাইল : ০১৭১৫৬২৮৭১২। ডি-৬০২৫৬৪

পাত্রী চাই

✸ ডাক্তার প্রফেসর পিত-মাতার পুত্র ও/এ লেভেল, এমবিবিএস, এমআরসিএস, লন্ডন চাকরিরত সিটিজেন লন্ডন (৩১+৫´-৯´´) সুদর্শনের দেশের/লন্ডনের আর্জেন্ট উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৬০২৬৬০

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ ডিভোর্সি/ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের আর্জেন্ট বিবাহের আলাদা ইউনিট, সফলতার ২৫ বছর, সকলের জন্য সেতু। ০২-৫৮৩১৩২৮৬, ০১৮১৭-৫১২০৪৭, setuahmed75@gmail.com ডি-৬০২৬৫৮

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টি ভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/ ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫। ডি-৬০২৬৯০

পাত্র চাই

✸ মেজর ডাক্তার ঢাকায় সেটেল্ড (২৬-৫´-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর আর্মির অফিসার/উপযুক্ত পাত্র জরুরিভাবে। ০১৯৭১৮৬০২৬১, ০১৭১১৮৬০২৬১। ডি-৬০২৭০৫

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবারের কন্যা ও/এলেভেল লন্ডন হতে এলএলবি (২৭-৫´-৩´´) পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৯৯২-৪৩৩৩২৮/০১৬১৮-৮৭০৬৮৩। ডি-৬০২৬৮৭

পাত্রী চাই

✸ বিসিএস অ্যাডমিন (৩০-৫´-৯´´) বিদেশি ব্যাংকে কর্মরত এমবিএ আইবিএ (৩৫-৫´-৮´´) লেকচারার নর্থসাউথ (৩৩-৫´-৯´´) পাত্রদের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০২৬৭৫

✸ পিএইচডি (৫´-৯´´+৫২), পিএইচডি (৫´-৭´´+৫৩), এমবিএ (৫´-১১´´+৫০), সিটিজেন এফসিপিএস (৫´-৭´´+৩৮), এমআরসিপি (৫´-১১´´+৩৭), ম্যাজিস্ট্রেট (৫´-১১´´+৩২) শিল্পপতি, আর্মি অফিসার বয়স্কসহ। ০১৬১৪৩০৮৭৭৯। ডি-৬০২৭২১

✸ ইউএসএ-র সিটিজেন সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফট, বিএসসি (সিএসই) বুয়েট, এমএস পিএইচডি আমেরিকা (৩৩-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭১৬০৬৯৫৩৭। ডি-৬০২৬৭১

✸ স্কোয়াড্রন লিডার বাংলাদেশ এয়ারফোর্স, বাবা সরকারি ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, ঢাকায় সেটেল্ড (২৯-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৬। ডি-৬০২৬৭২

✸ আমেরিকার সিটিজেন ডাক্তার ইউএসএএমএলই কমপ্লিট বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর (পিএইচডি) ঢাকায় সেটেল্ড ছোট পরিবার (৩৩-৫´-১০´´) সুদর্শন নামাজি পাত্রের পাত্রী। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০২৬৭০

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এলেভেল ইউল্যাব হতে বিবিএ (৩১-৫´-১১´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৬১৮-৮৭০৬৮৪/০১৬১৮-৮৭০৬৮৬। ডি-৬০২৭০৯

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ধার্মীক পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ৩৩ বছর ৫'-৬" লম্বা, সুন্দরী O/A লেভেল এবং IUB থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা। মাত্র ৩ দিনের শর্ট ডিভোর্সী। পাত্রীর পিতা ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পাত্রকে অবশ্যই ধার্মীক ও নামাজী হতে হবে। শুধু অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

প্লট বিক্রয়

✸ **বসুন্ধরা এম ব্লকের প্রথম ফেইজে ৩ কাঠার একটি বাউন্ডারি করা প্লট জরুরি বিক্রয় করিব। ০১৮৪৭২৩৮৪৩৩।** টিবু-৬০২৬৪৪

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৪৪-২৪৩৮৮৭। টিবু-৬০২৬৬৪

✸ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৪৮০১৯৩৩। টিবু-৬০২৬৬৬

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮০১৯৩২। টিবু-৬০২৬৬৭

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল ৩০০ ও আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি'র সাথেই রিহ্যাব/ রাজউক নিবন্ধনকৃত বালি ভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৩২২-৯৩৯৪২০। ডি-৬০২৬৭৪

✸ রাজউক পূর্বাচলে ২৬নং সেক্টরে ৩ কাঠা প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। ডি-৬০২৭০৪

✸ রাজউক পূর্বাচল উপশহরে ০৩নং সেক্টর-এ ১০ কাঠা, ২৫নং সেক্টর-এ ৭.৫ কাঠা ও ০৭, ১১নং সেক্টর-এ ৫ কাঠা এ্যালোটি প্লট বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগন যোগাযোগ করুন : ০১৭৭৮৫৫৪৪৯৯ (মালিক নিজ)। ডি-৬০২৭০৭

প্লট বিক্রয়

✸ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে স্পোর্টস কমপ্লেক্স সংলগ্ন এন ব্লকে ১৬ কাঠা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগন যোগাযোগ করুন : ০১৭২৫-৯১৩৮৯৫ (মালিক নিজ)। ডি-৬০২৭০৮

ভাড়া হবে

✸ **ওয়্যার হাউজ :** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ওয়্যার হাউজ ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১-৫২০১৭৪। ডি-৬০২৬৬৮

Online Pharmacy Drug License for Sale!

Own your space in the rapidly growing e-pharma industry! Serious inquiries with company details : opdl2024@gmail.com

01713640554 (text in WhatsApp)

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন
www.prothoma.com

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১৬ (খ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
ফোন : ০২-৫৫০৩০০৪৬, ০২-৫৫০৩০০৫৭ ফ্যাক্স : ০২-৫৫০৩০০৪৯ ওয়েবসাইট : www.bitac.gov.bd

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা কেন্দ্র প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহ (আবাসিক) নারী	চট্টগ্রাম কেন্দ্র ট্রেড সমূহ (আবাসিক) পুরুষ	খুলনা কেন্দ্র ট্রেড সমূহ (আবাসিক) পুরুষ	বগুড়া কেন্দ্র ট্রেড সমূহ (আবাসিক) পুরুষ	চাঁদপুর কেন্দ্র ট্রেড সমূহ (আবাসিক) পুরুষ
➤ মেশিন শপ ➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ মোবাইল সার্ভিস/মেইনটেন্যান্স ➤ অটোক্যাড ➤ হাউজহোল্ড অ্যাপ্লায়েন্স মেইনটেন্যান্স ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ হ্যান্ডিক্রাফট ➤ প্লাস্টিক প্রসেসিং (জেনারেল) ➤ প্লাস্টিক প্রসেসিং (কাস্টমাইজ)	➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ ওয়েল্ডিং (আর্ক অ্যান্ড গ্যাস)	➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ ওয়েল্ডিং (আর্ক অ্যান্ড গ্যাস)	➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ ওয়েল্ডিং (আর্ক অ্যান্ড গ্যাস)	➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ মেশিন শপ ➤ ওয়েল্ডিং (আর্ক অ্যান্ড গ্যাস)
পুরুষদের প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহ (আবাসিক) ➤ মেশিন শপ ➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ ইলেকট্রনিক্স ➤ অটোক্যাড ➤ কম্পিউটার হার্ডওয়ার মেইনটেন্যাক ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ ওয়েল্ডিঃ (আর্ক এন্ড গ্যাস)	**নারীদের প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহ (আবাসিক)** ➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ মোবাইল সার্ভিস/ মেইনটেন্যান্স	**নারীদের প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহ (আবাসিক)** ➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ অটোক্যাড ➤ মোবাইল সার্ভিস/ মেইনটেন্যান্স	**নারীদের প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহ (আবাসিক)** ➤ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ➤ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ➤ মোবাইল সার্ভিস/ মেইনটেন্যান্স	
ঠিকানা : বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ১১৬ (ঘ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন : +৮৮-০২-৫৫০৩০০৫১ মোবাইল : ০১৬২১২৩৭৯৩৯ ই-মেইল : bitac.sepahq@gmail.com	ঠিকানা : সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী চট্টগ্রাম-৪২১৯ ফোন : ০২-৪৩১৫০০০৩ মোবাইল : ০১৮২৪৪০৮২২৮ ই-মেইল : bitac.ctg@gmail.com	ঠিকানা : প্লট নং : আর ১-৪ শিরোমনি শিল্প এলাকা ডাকঘর : শিরোমনি, খুলনা-৯২০৪ ফোন : ০২-৪৭৭৭০৭০৪৬ মোবাইল : ০১৭৭৭৩৮-৩৮৫৮ ই-মেইল : bitackhl@gmail.com	ঠিকানা : শান্তাহার রোড, কারবালা, নিশিন্দারা, বগুড়া-৫৮০০ ফোন : ০২-৫৮৮৮১৩৩৫১ মোবাইল : ০১৭৫৫৪৪৪৮০৩ ই-মেইল : bitac_bogra@gmail.com	ঠিকানা : কুমিল্লা রোড, জিপিও বক্স নং : ১০ ষোলঘোর, চাঁদপুর -৩৬০০ ফোন : ০২-৩৩৪৪৮৭৪৪০ মোবাইলঃ ০১৬১৭৭৪২১৭২ ই-মেইল : bitac.cdr@gmail.com

কোর্সের সময়কাল :	প্রতি ট্রেডে আসন সংখ্যা ৩০ জন।
১৫তম ব্যাচ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০২৫, প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ৯০ দিন (প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা নির্বাচন করার জন্য কোর্স শুরুর ৩০ দিন পূর্বেই নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে)।	সরকারি বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কোর্সের সময়কাল ও আসন সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে।

আবেদনের নিয়মাবলী :

১। আবেদনপত্রটি বিটাক এর ওয়েবসাইট www.hitac.gov.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে অথবা বিনামূল্যে বিটাক ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া ও চাঁদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্রে প্রার্থী। আবেদনকারীকে জরুরী যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার/বিকল্প ফোন নাম্বার অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২। আবেদনকারীর যোগ্যতা : আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ন্যূনতম জেএসসি বা সমমান, অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্র, ১ কপি ছবিসহ সকল সার্টিফিকেটের ফটোকপি বরাবর, প্রকল্প পরিচালক, সেপা ফেজ-২ প্রকল্প, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), ১১৬ (খ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসে অথবা সরাসরি জমা দেওয়া যাবে।

৩। চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় চিঠি, মোবাইল এসএমএস ও টেলিফোনের মাধ্যমে অবগত করা হবে। নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তির সময় তার নিজের ২ (দুই) কপি এবং তার বৈধ অভিভাবকের ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সাথে আনতে হবে।

৪। যে সকল প্রার্থীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হয় : (ক) সমাজের অসহায়, হতদরিদ্র ও মেধাবী যুবক ও যুব নারী (খ) বিধবা তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। (গ) যারা চাকরি করতে ইচ্ছুক।

৫। প্রশিক্ষণে সুযোগ-সুবিধাসমূহ : (ক) প্রশিক্ষণ ব্যয়, প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াত ভাতা ইত্যাদি সরকার কর্তৃক বহন করা হবে। (খ) প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। (গ) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

প্রকল্প পরিচালক
সেপা ফেজ-২ প্রকল্প
ফোন : ০২-৫৫০৩০০৫১
বিটাক, ঢাকা-১২০৮।

ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড

(বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)
১৩১-১৪২ টংগী শিল্প এলাকা, টংগী, গাজীপুর-১৭১০।

স্ক্র্যাপ মালামাল বিক্রয়ের উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড, টংগী, গাজীপুর** কর্তৃক নিম্নোক্ত স্ক্র্যাপ মালামাল যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে বিক্রয়ের নিমিত্তে আগ্রহী ক্রেতাগনের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে ঃ

টেন্ডার নং ও তারিখ	মালামালের বিবরণ	পরিমান (মেঃ টন)	আর্নেষ্ট মানি	টেন্ডার দলিলের মূল্য	টেন্ডার খোলা ও বন্ধের তারিখ সহ সময়
৩৬.৯৩,৩৩২০.৪০৯. ০৭. ০৯০.২১ তারিখঃ ২৪-১০-২০২৪	**স্ক্র্যাপ পাইপ** বিভিন্ন সাইজ ও দৈর্ঘ্যের (১/২ "হতে ৮" ব্যাস) **স্ক্র্যাপ মালামাল** (হার্ড জিংক/শক্ত দস্তা, কিনারা ছাটাই, লুজ কিনারা ছাটাই, সীম চাঁছা, বন্ধনী পাত, কুন্ডলী পাত, বেভলিংচিপস, জ্বালা তামার তার, অকেজো টিউবস লাইট ইত্যাদি)	১৮৫.৮৭৩	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) (ফেরতযোগ্য)।	৩০০০/- (তিন হাজার টাকা) (অফেরতযোগ্য)।	**টেন্ডার গ্রহনঃ** ২৫-১১-২০২৪ তারিখ বেলা ১২.০০ পর্যন্ত এনটিএল এর বাণিজ্য বিভাগ এবং বিএসইসি'র বিপনণ বিভাগ **টেন্ডার খোলাঃ** ২৫-১১-২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০ পর্যন্ত এনটিএল এর বাণিজ্য বিভাগ।

নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে টেন্ডার সিডিউল নিম্নোক্ত অফিস সমূহ হতে অফিস চলাকালীন সময়ে ২৪-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাবেঃ ক) হিসাব বিভাগ ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর খ) হিসাব নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন, বিএসইসি ভবন, ১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা গ) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ৯৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম হতে ক্রয় করা যাবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ টেন্ডার খোলার দিন অফিস ছুটি/বন্ধ থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে একই সময়ে উভয় স্থানে টেন্ডার গ্রহণ ও খোলা হবে। টেন্ডার খোলার দিন কোন দরপত্র সিডিউল বিক্রয় করা হইবে না।

(এ এম রিজওয়ান হোসেন)
বাণিজ্য ও বিপণন বিভাগীয় প্রধান
ফোন নং +৮৮০২২২৪৪১২৭৮৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, চাঁদপুর।
(জে এম শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নে বর্ণিত মামলার পার্শ্বে লিখিত আসামী/আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৮৭ ধারা এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করার পরও আসামীরা আদালতে হাজির না হইয়া গ্রেপ্তার এড়ানোর লক্ষ্যে আত্মগোপন করিয়াছে এবং যেহেতু তাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই মর্মে আদালতে বিশ্বাস সৃষ্টির কারণ ঘটিয়াছে, সেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৩৩৯বি (১) ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বর্ণিত আসামীদের অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী (১৫) দিনের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির হওয়ার জন্য এই ঘোষণা জারী করা হইল। অন্যথায় আসামী/আসামীদের অনুপস্থিতিতে বিচার কার্য সম্পন্ন করা হইবে।

ক্রমিক নং	মামলা নং, থানার নাম, ধারা ও পরবর্তী তারিখ	আসামী/আসামীদের নাম ঠিকানা
০১	সূত্র : কচুয়া থানার মামলা নং-০৩, তারিখ-০২-১২-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-২৬৩/২০২৩ (কচুয়া), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৪৪৭/৩২৩/৩৫৪/৩৭৯/৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-১৮-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ গিয়াস উদ্দিন (২৫), পিতা মৃত-মোস্তাক মিয়া, সাং- সুয়ারুল, (সেলিম বেপারী বাড়ী), থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর।
০২	সূত্র : চাঁদপুর সদর থানার মামলা নং-৩১, তারিখ-১৬-০৫-২০২২ খ্রিঃ, জি.আর-২৯৫/২০২২ (চাঁদপুর সদর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৫০৬, পরবর্তী তারিখ-১৩-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	সজিব গাজী (১৯), পিতা-মোঃ স্বপন গাজী, সাং-দক্ষিণ গোবিন্দিয়া, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।
০৩	সূত্র : চাঁদপুর সদর থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ-০৮-০৩-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-১৬৮/২০২৪ (চাঁদপুর সদর), ধারা-১৯৫০ সনের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ৫(১)/৫(২)খ, পরবর্তী তারিখ-১৯-১২-২০২৪ খ্রিঃ।	জাকির হোসেন গাজী (৩৫), পিতা মৃত-ফজল গাজী, সাং-উত্তর গোবিন্দিয়া, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।
০৪	সূত্র : চাঁদপুর সদর থানার মামলা নং-১৫, তারিখ-০৮-১১-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-৮১১/২০২৩ (চাঁদপুর সদর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩৭৯, পরবর্তী তারিখ-০৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	আল আমিন দেওয়ান (২৭), পিতা-আবদুল মমিন দেওয়ান, সাং-পঃ বিষ্ণুদী, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।
০৫	সূত্র : চাঁদপুর সদর থানার মামলা নং-১৭, তারিখ-০৯-১১-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-৮১৩/২০২৩ (চাঁদপুর সদর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩১৩/৩১৬/৩৭৯/৫০৬/৩৪, পরবর্তী তারিখ-০৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	আবু বকর রুবেল গাজী, পিতা-আলম মিয়া প্রঃ আবুল বাসার গাজী, সাং-ছোট সুন্দর, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।
০৬	সূত্র : মতলব উত্তর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ-০২-০৬-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-৩০/২০২৪ (মতলব উত্তর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-০৪-১১-২৪ খ্রিঃ।	(১) মোঃ নুর নবী (৩২), পিতা-ফজলুল হক মোল্লা, (২) মোঃ রাজিব হোসেন মৃধা (৩০), পিতা মৃত-আঃ মালেক মৃধা, সর্ব সাং-ঘানিয়ারপাড়, থানা-মতলব উত্তর, জেলা-চাঁদপুর।
০৭	সূত্র : মতলব উত্তর থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-০৪-০৭-২০২১ খ্রিঃ, জি.আর-১৪৩/ ২০২১ (মতলব উত্তর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/ ৩৪১/৩২৩/৩৮৫/৩৮৭/৪৪৭/৪২৭, পরবর্তী তারিখ-২২-১০-২৪ খ্রিঃ।	(১) নয়ন (৩৮), পিতা মৃত- বাতেন বেপারী ওরফে বাতেন, (২) রিপন (৪৩), পিতা মৃত-বাতেন, (৩) ওয়াদুদ (৩২), পিতা- মোঃ আলী ওরফে মাসুদ আলী, (৪) জলিল (৩০), পিতা- ইউনুছ দেওয়ান, (৫) আবুল কালাম (৩২), পিতা- আবুল গুজা, সর্ব সাং-উত্তর জামালপুর, থানা-গজারিয়া, জেলা-মুন্সিগঞ্জ।
০৮	সূত্র : হাইমচর থানার মামলা নং-০১, তারিখ-০১-০৩-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-২১/২০২৪ (হাইমচর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৪০৬/৪২০/৩৪, পরবর্তী তারিখ-০৭-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ শাহ আলম (৩৫), পিতা-বাচ্চু মিয়া, সাং-পশ্চিম রূপসা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর।
০৯	সূত্র : ফরিদগঞ্জ থানার নন.এফ.আই.আর নং-৭১, তারিখ-২৪-০৪-২০২৪ খ্রিঃ, নন.জি.আর-৬৭/২০২৪ (ফরিদগঞ্জ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৪২৭/৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-১২-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ জহির (৪১), পিতা মৃত-আঃ জব্বার, সাং-উত্তর বদরপুর, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর।
১০	সূত্র : ফরিদগঞ্জ থানার মামলা নং-১৫, তারিখ-১৫-০৪-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-১০০/২০২৪ (ফরিদগঞ্জ), ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ১০(ক)/৪২(২), পরবর্তী তারিখ-১২-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ মামুন (৩৫), পিতা-হোসেন খান, সাং-প্রত্যাশী, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।
১১	সূত্র : হাজীগঞ্জ থানার মামলা নং-১৪, তারিখ-২৬-০৪-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-৬৬/২০২৪ (হাজীগঞ্জ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৪১৩/৩৪, পরবর্তী তারিখ ২৯-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	(১) মোঃ পারভেজ মোশারফ (২৮) পিতা-মোঃ খোরশেদ আলম, (২) মোঃ সুজন (২৫), পিতা-মোঃ শফিক, উভয় সাং-এনায়েতপুর (মুন্সী বাড়ী), থানা-হাজীগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর।
১২	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-০৩, তারিখ-০৪-০১-২০২২ খ্রিঃ, জি.আর-০৩/২০২২ (মতলব দক্ষিণ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩৯৫/৩৯৭, পরবর্তী তারিখ-০৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	(১) এবাদুল প্রঃ ওবায়দুল (২৫), পিতা- আঃ হামিদ, সাং- মোহনপুর, (২) মতিন (৪০), পিতা মৃত- আঃ লতিফ, সাং- নয়াবাদ, বর্তমানে সাং- কৈয়ারপাড়, উভয় থানা- তিতাস, (৩) মোঃ কুদ্দুস (৩৮), পিতা মৃত-মন্তাজ মিয়া, সাং-উত্তর নগর, থানা- দাউদকান্দি, সর্ব জেলা- কুমিল্লা।
১৩	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-০৯, তারিখ-১৯-০১-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-০৯/২০২৪ (মতলব দক্ষিণ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩২৩/৩২৪/৩০৭/৫০৬/৩৪, পরবর্তী তারিখ-০৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ শাহজালাল হোসেন লিটন (৪৫), পিতা মৃত- আব্দুল গণি বেপারী, সাং-কোটরাবন্ধ, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা-চাঁদপুর।
১৪	সূত্র : কচুয়া থানার মামলা নং-০৩, তারিখ-০২-১২-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-২৬৩/২০২৩ (কচুয়া), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৪৪৭/৩২৩/৩৫৪/৩৭৯/৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-১৮-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ গিয়াস উদ্দিন (২৫), পিতা মৃত-মোস্তক মিয়া, সাং-সুয়ারুল (সেলিম বেপারী বাড়ী), থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর।
১৫	সূত্র : কচুয়া থানার মামলা নং-১২, তারিখ-১৭-১০-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-২৩৬/২০২৩ (কচুয়া), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩০৭/৩২৬/৫০৬(২)/১০৯, পরবর্তী তারিখ-১৮-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	(১) মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী প্রঃ মনির (২৫), (২) মোঃ আল আমিন হোসাইন (৩৩), উভয় পিতা-মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-বাইছারা (নোয়াপাড়া), থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর।
১৬	সূত্র : হাজীগঞ্জ থানার মামলা নং-১৩, তারিখ-২৯-০১-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-১৩/২০২৪ (হাজীগঞ্জ), ধারা- পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৪৫৭/৩৮০/৪১১/৩৪, পরবর্তী তারিখ-১৭-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ তাজুল ইসলাম (৪০), পিতা- মোঃ খোকন বেপারী, সাং-শ্রীরামপুর, থানা- চাঁদপুর সদর, জেলা- চাঁদপুর।
১৭	সূত্র : মতলব উত্তর থানার মামলা নং-০২, তারিখ-০৩-০৯-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-২২৩/২০২৩ (মতলব উত্তর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/ ৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩০৭/৩৭৯/৩৮০/৫০৬, পরবর্তী তারিখ-১১-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ হানিফ গাজী (৪৫), পিতা মৃত- সামছুল হক গাজী, সাং-পশ্চিম পুঠিয়ারপাড়, (খালপাড়), থানা-মতলব উত্তর, জেলা-চাঁদপুর।
১৮	সূত্র : মতলব উত্তর থানার মামলা নং-১১, তারিখ-২৩/১২/২০২২ খ্রিঃ, জি.আর- ৩৬৮/২০২২ (মতলব উত্তর), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৪০৮/৪২০/ ৩৭৯/৩৮১/৪১১/৪১৩/৩৪, পরবর্তী তারিখ-২১-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ কামাল হোসেন প্রঃ ইমরান, পিতা- মোঃ গিয়াস উদ্দিন, সাং-আদ্রা পূর্ব দক্ষিণ পাড়া, নাঙ্গলকোর্ট, জেলা-কুমিল্লা।
১৯	সূত্র : শাহরাস্তি থানার মামলা নং-১৬, তারিখ-১২-০৫-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-৮২/২০২৩ (শাহরাস্তি), ধারা-বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন (২০১৩) এর ৩১(ক)(খ)(গ)(ঘ)/৩৬ তৎসহ পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩২৩/৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-২৩-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	(১) আরিফ (২৩), (২) তুষার (২৮), উভয় পিতা-আফাজ উদ্দিন ভূইয়া, উভয় সাং-সংকরপুর, থানা-শাহরাস্তি, জেলা-চাঁদপুর।
২০	সূত্র : ফরিদগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ-১৬-০৭-২০২১ খ্রিঃ, জি.আর-২৪১/২০২১ (ফরিদগঞ্জ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩৯৫/৩৯৭, পরবর্তী তারিখ-১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ আনোয়ার হোসেন @ সাদ্দাম (৩০), পিতা-তাজুল ইসলাম, সাং-রামদাশেরবাগ, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর।
২১	সূত্র : ফরিদগঞ্জ থানার নন.এফ.আই.আর নং-৮১, তারিখ-০৯-০৫-২০২৪ খ্রিঃ, নন.জি.আর-৭৪/২০২৪ (ফরিদগঞ্জ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-২৩-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	মোসাঃ মমতাজ বেগম (৩২), স্বামী : আবুল খায়ের, সাং-কাঁশারা, থানা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।
২২	সূত্র : ফরিদগঞ্জ থানার নন.এফ.আই.আর নং-৮৩/২৪, তারিখ-১২-০৫-২০২৪ খ্রিঃ, নন.জি.আর-৭৫/২০২৪ (ফরিদগঞ্জ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-২৩-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	মরিয়ম আক্তার (২৬), পিতা- তোফায়েল আহম্মেদ তফু, সাং-পশ্চিম আলোনিয়া, থানা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।
২৩	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-১১, তারিখ-১১-০৯-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-১০৪/২০২৩ (মতলব দক্ষিণ), ধারা-২০১৮ সনের সড়ক পরিবহন আইন এর ৬৬/৭২/১০৫, পরবর্তী তারিখ-১৩-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ জিহাদ বকাউল (১৭), পিতা-জামাল বকাউল, সাং-দক্ষিণ দিঘলদী, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা- চাঁদপুর, বর্তমানে- সাং-বিষ্ণুপুর, থানা- চাঁদপুর সদর, জেলা- চাঁদপুর।
২৪	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-০৫, তারিখ-০৪-০৩-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-৩৩/২০২৪ (মতলব দক্ষিণ), ধারা- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) এর ১০(ক)/৪১, পরবর্তী তারিখ-১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	আব্দুল বাতেন ভূঁইয়া (৩৫), পিতা মৃত- সেকান্তর ভূঁইয়া, সাং-উত্তর নাওগাঁও, থানা-মতলব দক্ষিণ, জেলা-চাঁদপুর।
২৫	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-২১-০৮-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-৯৭/২০২৩ (মতলব দক্ষিণ), ধারা-পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩০৭/৩৫৪/৩৭৯/৪২৭/৫০৬/৩৪, পরবর্তী তারিখ-২৮-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	রাকিব (২০), পিতা- গিয়াস উদ্দিন বকাউল, সাং- ডিংগা ভাঙ্গা, থানা- মতলব দক্ষিণ, জেলা- চাঁদপুর।
২৬	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-০১, তারিখ-০১-০৫-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-৫৩/২০২৩ (মতলব দক্ষিণ), ধারা- পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/ ৩২৩/ ৩২৪/৩০৭/৩৭৯/৩৫৪/১৮৬/৫০৬, পরবর্তী তারিখ-২৮-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ জিলানী (৩০), পিতা- জসিম উদ্দিন বনিক, সাং- রফারদিয়া, থানা- দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা।
২৭	সূত্র : মতলব দক্ষিণ থানার মামলা নং-১৩, তারিখ-২৮-০৪-২০২২ খ্রিঃ, জি.আর-৬১/২০২২ (মতলব দক্ষিণ), ধারা-পেনাল কোন ১৮৬০ এর ৩৯৫/৩৯৭, পরবর্তী তারিখ-১৩-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	(১) ইমরান প্রঃ শাওন (৩৩), পিতা-শফিউল্যাহ প্রঃ শফু, সাং-দক্ষিণ মোহাম্মদপুর, থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা, (২) কামাল (৩৩), পিতা-আঃ রশিদ, সাং-দক্ষিণ নগর, থানা-দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা।
২৮	সূত্র : কচুয়া থানার মামলা নং-২৪, তারিখ-২১-০৮-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-১৯৯/২০২৩ (কচুয়া), ধারা-পেনাল কোড ১৮৬০ এর ৪৫৭/৩৮০/৪১১, পরবর্তী তারিখ-০৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ শামীম (২৫), পিতা-সিদ্দিক মিজি, সাং-কাদলা (ছোট মিজি বাড়ী), থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর।
২৯	সূত্র : চাঁদপুর সদর থানার মামলা নং-৬৬, তারিখ-২২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ, জি.আর-৫৪৮/২০২৩ (চাঁদপুর সদর), ধারা-পেনাল কোড ১৮৬০ এর ৪১৩, পরবর্তী তারিখ-২৩-১০-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ রুবেল (২৮), পিতা-শফিক, সাং- রহমতপুর কলোনী, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।
৩০	সূত্র : কচুয়া থানার মামলা নং-০২, তারিখ-০৪-০৫-২০২৪ খ্রিঃ, জি.আর-৭৭/২০২৪ (কচুয়া), ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ১৯(খ)/৩৮/৪১, পরবর্তী তারিখ-১২-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ হাবিব (৪০), পিতা- হোসেন, সাং- করইশ, থানা- কচুয়া, জেলা- চাঁদপুর।
৩১	সূত্র : মতলব উত্তর থানার নন.এফ.আই.আর নং-০৯/২০২৪, তারিখ-০১-০২-২০২৪ খ্রিঃ, নন.জি.আর-১২/২০২৪ (মতলব উত্তর), ধারা-পেনাল কোড ১৮৬০ এর ৪২৭/৫০৬(২), পরবর্তী তারিখ-২৫-১১-২০২৪ খ্রিঃ।	মোঃ হারুন অর রশীদ (৪২), পিতা-মোঃ রোকনুজ্জামান শুভা, সাং-উত্তর গাজীপুর, থানা-মতলব উত্তর, জেলা-চাঁদপুর।

(মোঃ নুরুল আলম সিদ্দীক)
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
চাঁদপুর।

মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে শন মেন্ডেস

আগামী ১১ নভেম্বর এমটিভি ইউরোপ মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে পারফর্ম করবেন শন মেন্ডেস। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

কমলার সমর্থক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পক্ষে প্রচারে নামলেন র‍্যাপার এমিনেম। গত মঙ্গলবার মিশিগানের ডেট্রয়েটে এক নির্বাচনী প্রচারে কমলার হয়ে কথা বলেন ৫২ বছর বয়সী এই গায়ক। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। **বিনোদন ডেস্ক**

এমিনেম। ছবি : রয়টার্স

দিশার প্রথম ঝলক

সুরিয়া ও ববি দেওল অভিনীত *কঙ্গুয়া*র দ্বিতীয় গান মুক্তি পেয়েছে। দেবী শ্রী প্রসাদের 'ওলো' গানটি নেট-দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে। এ গানে সুরিয়া ও দিশা পাটানিকে একসঙ্গে দেখা গেছে। *কঙ্গুয়া*র এই গানের মাধ্যমে দিশার লুক প্রথম প্রকাশ্যে এনেছেন নির্মাতারা। **প্রতিনিধি,** *মুম্বাই*

দিশা পাটানি। ছবি : শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম

ওয়েব সিরিজ *চক্র* ঘিরে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে **তাসনিয়া ফারিণ**-এর দিন। অভিনেত্রীর *চক্র* নিয়ে অভিজ্ঞতা, গান নিয়ে ভাবনা, বিতর্ক এড়ানোর কৌশলসহ নানা অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন **মনজুরুল আলম**

বিতর্ক নিয়ে তর্কে নেই ফারিণ

সাম্প্রতিক

চক্র অদ্ভুত এক পরিবারের গল্প। যে পরিবারের নয়জন আত্মহত্যা করে। ১৭ বছর আগে ময়মনসিংহে ঘটে যাওয়া গল্প থেকে অনুপ্রাণিত চরিত্র লুবনা। একসময় লুবনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা দেখা যায়। সে হয়ে ওঠে গল্পের প্রধান রহস্যময় চরিত্র। ঘটনাগুলোর শুটিং করতে গিয়েও অস্বাভাবিক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাসনিয়া ফারিণ জানান, কিছু দৃশ্যের শুটিং করে হঠাৎই মারা যান দাদি চরিত্রের অভিনেত্রী। পরে দাদি চরিত্রে আরেকজন অভিনেত্রীকে দিয়ে শুটিং করানো হয়। তিনিও মারা যান। দুজন চিত্রগ্রাহকও আলাদা আলাদা ঘটনায় মারা যান, যা তাঁদের আতঙ্কিত করে।

শুটিংয়ে কী হয়েছিল

ঠিক তিন বছর আগে, প্রতিবার শুটিংয়ে গিয়ে গলার স্বর বসে গেছে। বেশ কয়েকবার দুঃসংবাদ শুনতে হয়। ঘটনাগুলো শুটিং ইউনিটে আতঙ্কের জন্ম দেয়। যে কারণে শুটিংয়ের সময় এলেই শিল্পী-কলাকুশলীসহ সবার মনে হতো, আবার না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। ফারিণ বলেন, 'যতবার *চক্র*-এর শুটিংয়ে গিয়েছি, ততবারই মনে হতো, আবার বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে, দেখা যেত কিছু না কিছু ঘটছেই! শুটিংয়ের পর নিয়মিত সহকর্মীদের খোঁজখবর নিতে হয়েছে। পুরো শুটিংয়ে এটাই মনে হচ্ছিল, কেন শুটিংটি শেষ হচ্ছে না।'

মুক্তির পর

চক্র মুক্তির পরও শুটিংয়ের সময়ের মতো গলা বসে যায়। রাতে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখা। পাশাপাশি ফেসবুকে সারা দিন ধরে ভক্তরা জানাচ্ছেন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা। 'আমি নিজেই ভয়ে দুই পর্বের বেশি দেখতে পারিনি। আমার ভক্ত, সহকর্মীরা যেমন বলছেন, তাঁরা দেখার পর আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, আমি এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমার হাজব্যান্ডও আমাকে একই কথা বলেছে, এটা দেখার পর সে উইয়ার্ড স্বপ্ন দেখেছে। সিরিজটি দেখে শেষ করতে পারব কি না, জানি না। তবে কাজটি নিয়ে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সাড়া পাচ্ছি।'

গায়িকা হবে পরিচয়

'রঙে রঙে রঙিন হব' গানটি দিয়ে সংগীতশিল্পী হিসেবে অভিষেক। পরেও বেশ কয়েকবার তাঁকে গান গাইতে দেখা গেছে। জানালেন, শৈশবে নিয়মিত গানের চর্চা করেছেন। গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইলেও পরে অভিনয়েই ব্যস্ত হন বেশি। তবে এখন গানকেও ক্যারিয়ারের অংশ করতে চান। ফারিণ বলেন, 'বড় পরিসরে গান নিয়ে আসছি। সবকিছুই প্রায় রেডি। ধীরে ধীরে আমি আসলে গানকেও ক্যারিয়ারের অংশ বানানোর পরিকল্পনা করছি।'

বিতর্ক নিয়ে তর্কে নেই

ফারিণ জানান, কখনো তাঁর কোনো বক্তব্যের দু-একটি কথা বা ছবি তুলে কেউ কেউ বিতর্ক তৈরি করতে চান। এ নিয়ে তিনি বেশ বিরক্ত। এখন তাই কথা বলার সময় সচেতন থাকতে চান। এ নিয়ে ভক্তদেরও সচেতন হতে বললেন। কারণ, এসব বিতর্ক নিয়ে কারও সঙ্গে তর্কে যেতে চান না। তিনি বলেন, 'কে আমাকে বিতর্কিত করছে, ব্যক্তিগতভাবে এগুলো আমাকে বদার করে না। এসব দেখে আমাকে নিয়ে কে কী ভাবল, কী ধারণা পোষণ করল, সেগুলো আমি ভাবি না। ভাবলে হয়তো কাজই করতে পারব না। আমি নিজে ঠিক আছি কি না, সেটাই আমার কাছে আসল কথা। তবে ভক্তদেরও সচেতন হতে হবে। এখন ফেসবুকে যা দেখছেন, সেটাই তাঁরা বিশ্বাস করছেন। তাঁদের বলব, সত্যতা যাচাই করুন।'

ব্যস্ততা ও 'চক্র-২'

চক্র ২০ পর্বে এসে শেষ হয়েও রেখে গেছে অমীমাংসিত রহস্য। জানা গেল, *চক্র-২* নিয়ে থাকবে ব্যস্ততা। এখন কাজল আরেফিন অমির *হাউ সুইট* ওয়েব ফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত, চরিত্রের পেছনে সময় দিতে হচ্ছে। এখানে তাঁর সঙ্গে আছেন জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। ফারিণ জানালেন, গান নিয়েও সামনে ব্যস্ততা বাড়ছে। আগামী দিনে তাঁকে গানে নিয়মিত পাওয়া যাবে।

তাসনিয়া ফারিণ। ছবি : প্রথম আলো

২০১৮ সালের উৎসবে গান পরিবেশন করছে পোল্যান্ডের সংগীত দল দাইকান্দা। ছবি : প্রথম আলো

৪ বছর বিরতির পর ফোক ফেস্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চার বছর বিরতির পর ঢাকায় আবার শুরু হচ্ছে ফোক ফেস্ট। *প্রথম আলো*কে খবরটি নিশ্চিত করেছেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান সান কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পরিচালক (হিসাব) আসিফুজ্জামান খান। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে জানান, এ মাসের শেষ অথবা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংবাদ সম্মেলন করে পুরো আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে।

২০১৫ সালে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট'। শুরুর পর থেকেই দেশের মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পায় এই উৎসব। আয়োজকেরা বলেন, 'বিশ্বের কাছে বাংলা গান ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা থেকে এই উৎসব শুরু করেছি, তাই এটিকে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট বলেছি। টেলিভিশন, ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে যে যেভাবে এই উৎসব দেখেন, তাঁরা জানতে পারেন—বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এটি হচ্ছে। আমরা যদি শুধু আমাদের দেশের লোকগানের শিল্পীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করতাম, তাহলে আয়োজন অতটা ব্যাপক হতো না। আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও যুক্ত হওয়ায় বিশ্বে এই উৎসব ছড়িয়ে গেছে।'

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের ফোক ফেস্টেও দেশের পাশাপাশি বাইরের দেশের লোকগানের শিল্পীরা অংশ নেবেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সান কমিউনিকেশনসের এক কর্মকর্তা জানান, স্পষ্ট করে দেওয়ার মতো কোনো তথ্য এই মুহূর্তে তাঁর কাছে নেই। তবে আলোচনা চলছে। সবকিছু অনুকূলে থাকলে আগের বছরগুলোর চেয়েও আরও জাঁকজমক করে এটি আয়োজনের চেষ্টা থাকবে। শিল্পীর তালিকাতেও থাকবে চমক।

২০১৯ পর্যন্ত টানা চলতে থাকে লোকসংগীতের এই আয়োজন। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে হয়নি ফোক ফেস্ট। পরে তিন বছরও আর এই আয়োজন করেনি কর্তৃপক্ষ।

পথ ভুলে বিপত্তি

বিনোদন ডেস্ক

পানশালা থেকে বেরিয়ে বাসার পথ ভুলে গিয়েছিলেন আল পাচিনো। হন্যে হয়ে যখন বাড়ির পথ খুঁজছিলেন হলিউড তারকা, তখন এগিয়ে আসেন এক নারী। তাঁর গাড়িতে ওঠার আমন্ত্রণ জানিয়ে চালকের আসনে বসা সেই নারী বলেছিলেন, 'তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।'

আগপাছ না ভেবে ঢুলুঢুলু চোখে গাড়িতে উঠে পড়েন পাচিনো। সামনে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে, তখনো বুঝে উঠতে পারেননি। খানিক পর আল পাচিনো আবিষ্কার করলেন, তাঁর বাসার দিকে নয়, অন্যদিকে যাচ্ছে গাড়ি। ততক্ষণে নেশার ঘোর খানিকটা কেটে গেছে। আল পাচিনো জানতে চাইলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

সেই নারী গলা উঁচিয়ে বলেন, 'তোমাকে অপহরণ করেছি।'

পাচিনো ভেবেছিলেন, সেই নারী মশকরা করছেন। একপর্যায়ে উপায়ান্তর না পেয়ে গাড়ির দরজা খুলে লাফ দেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দেওয়ার পর সেই নারীর মন গলে। তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিতে সম্মত হন।

১৫ অক্টোবর প্রকাশিত আত্মজীবনী *সনি বয়*-এ ঘটনাটি লিখেছেন আল পাচিনো। ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন তিনি তাগড়াতরুণ, সদ্য মুক্তি পেয়েছে *দ্য গডফাদার*। তারকা খ্যাতি না পেলেও দর্শক মহলে পরিচিত হয়ে উঠছেন।

দ্য গডফাদার (১৯৭২), *স্কারফেস* (১৯৮৩), *সেন্ট অব আ ওম্যান* (১৯৯২)-এর মতো বিখ্যাত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আল পাচিনো। *সেন্ট অব আ ওম্যান*-এ অভিনয় করে অস্কারও জিতে নিয়েছেন। বর্তমানে ১৬ মাস বয়সী পুত্র রোমান পাচিনোকে নিয়ে ৮৪ বছর বয়সী এই অভিনেতার সময় কাটছে দারুণ। গত বছরের জুনে চতুর্থ সন্তানের বাবা হয়েছেন এই অভিনেতা। প্রেমিকা নুর আলফাল্লাহ ও আল পাচিনোর সংসারে এসেছে রোমান। আলফাল্লাহ ছাড়া সাবেক প্রেমিকাদের সঙ্গে আল পাচিনোর আরও তিন সন্তান আছে। *পিপল* ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পাচিনো বলেন, 'সন্তান থাকাটা দারুণ, আমি এটি (পিতৃত্ব) ভালোবাসি। এটি আমার জীবন বদলে দিয়েছে।'

আল পাচিনো। ছবি : রয়টার্স

বাংলাদেশের দুই সিনেমা ভারতের ফিল্ম বাজারে

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভারতের ফিল্ম বাজারের ১৮তম আয়োজনে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের দুই সিনেমা। মেজবাউর রহমান সুমনের *রইদ* আর তালাত মাহমুদের *ডিভাইন কর্ডস*।

মেজবাউর রহমান সুমনের *রইদ* ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছিল, তখন প্রযোজক ছিলেন জয়া আহসান। এখন অবশ্য সিনেমাটির নতুন প্রযোজক বেঙ্গল ক্রিয়েশনস। ফিল্ম বাজারের তথ্যমতে, নিঃসঙ্গ একজন মানুষ ও তাঁর বিয়ে ঘিরে ঘটা রহস্যময় ঘটনা নিয়ে এই সিনেমা। অন্যদিকে তালাত মাহমুদের *ডিভাইন কর্ডস* বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার ছবি। একজন মেকানিক ও এক পরিচারিকার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সিনেমাটিতে তুলে ধরা হবে।

ভারতের 'ফিল্ম বাজার' তরুণ নির্মাতাদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামীদামি প্রযোজক, চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজকসহ অন্যদের সঙ্গে সম্মিলন ঘটিয়ে দেয় এ বাজার। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ভারতের ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এনএফডিসি)।

আগামী ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর বসবে এই আসর। জানা যায়, ২৩টি দেশের ১৮০টি সিনেমার প্রজেক্ট জমা পড়ে। নির্বাচিত হয় ২৯টি প্রজেক্ট। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, হংকংসহ বেশ কিছু দেশের নির্মাতারা এই আয়োজনে নিজেদের প্রকল্প তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

রাশেদ মামুন অপু। ছবি : অভিনেতার ফেসবুক থেকে

দ্য বাকিংহাম মার্ডারস-এ কারিনা। ছবি : আইএমডিবি

ক্যামিও চরিত্রে অপু

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রায়হান রাফীর নতুন ওয়েব সিরিজ *ব্ল্যাক মানি*তে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করছেন রাশেদ মামুন অপু। সম্প্রতি এ সিরিজের শুটিং শুরু হয়েছে। সিরিজটি নিয়ে আশাবাদী এই অভিনেতা জানান, চরিত্রটি রহস্যময়। রায়হান রাফীর *পরাণ* সিনেমা দিয়ে আলোচিত হয়েছিলেন রাশেদ। *ব্ল্যাক মানি* মূলত অ্যাকশন ঘরানার ক্রাইম সিনেমা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন পূজা চেরী।

নেটফ্লিক্সে কারিনার ছবি

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

কারিনা কাপুর খান অভিনীত *দ্য বাকিংহাম মার্ডারস* এবার ঘরে বসেও দেখা যাবে। আগামী ৮ নভেম্বর ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে। হংসল মেহেতা পরিচালিত রহস্য-রোমাঞ্চ ছবিটির বক্স অফিস পারফরম্যান্স হতাশাজনক। তবে *দ্য বাকিংহাম মার্ডারস* ছবিতে কারিনার অভিনয় দারুণ প্রশংসিত হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

Sylhet Gas Fields Limited
(A Company of Petrobangla)

গ্যাস জাতীয় সম্পদ। এর অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

Ref. No. SGFL/SYL-10X/DRILLING/2024 Date : 21-10-2024

Invitation for International Tender

No.	Item	Details
1.	Ministry/Division	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
2.	Agency	Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
3.	Procuring Entity Name	Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)
4.	Procuring Entity District	Sylhet
5.	Invitation for	Procurement of Drilling works for Well No. Sylhet-10X at Haripur Gas Field including supply of drilling Materials & Equipment and Third Party Engineering works on Turn-Key Basis.
6.	Invitation Ref. No.	SGFL/SYL-10X/DRILLING/2O24 Date : 21-10-2024
KEY INFORMATION		
7.	Procurement Method	International Competitive Tender (ICT), Single Stage two envelope method.
FUNDING INFORMATION		
8.	Budget and Source of Funds	Gas Development Fund (GDF) & SGFL's Own Fund.
PARTICULAR INFORMATION		
9.	Name of the Project	Drilling of Well No. Sylhet-10 (Exploratory well) (1st revised).
10.	Tender Selling Start Date	28-10-2024, Tender document will be available from 10:00 Hrs. to 16:00 Hrs. (BST) on all working days.
11.	Pre-Tender Meeting (Date, Time & Location)	**13-11-2024 (Wednesday) at 11:00 Hrs. (BST)** at Sylhet Gas Fields Limited, Dhaka Liaison Office, Petrocentre (13th Floor), 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh. Tenderer must have to buy tender document to attend the pre-tender meeting and maximum 3 persons may attend for each Tenderer.
12.	Last Selling Date of Tender Document	**17-12-2024 (Tuesday)**
13.	Last Tender Submission Date and Time	**18-12-2024 (Wednesday) at 12:00 Hrs. (BST)**
14.	Tender Opening Date and Time	**18-12-2024 (Wednesday) at 12:15 Hrs. (BST)**
Name & Address of the Office(s)		
15.	Place of Tender Document Selling	1. Sylhet Gas Fields Limited, Dhaka Liaison Office, Petrocentre (13th Floor), 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh. 2. Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, PO-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.
16.	Place of Tender Submission & Opening	Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, PO-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.
INFORMATION FOR TENDERER		
17.	Eligibility of Tenderer	1. The Tenderer from all countries except the countries those who have no diplomatic relationship with Bangladesh. 2. The Tenderer may be a physical or juridical individual or body of individuals, or company, association or any combination of them in the form of a Joint Venture (JV) will be accepted.
18.	Brief Description of Works	Procurement of Drilling works for Well No. Sylhet-10X at Haripur Gas Field including supply of drilling materials & equipment and Third Party Engineering works on Turn-Key Basis.
19.	Price of each Tender Document	BDT 10,000.00 or USD 100.00 (Non-refundable).

20. Lot No	Identification Number	Location	Tender Security Amount	Completion Time in Months
1.	SGFL/SYL-10X/ DRILLING/ 2024	Haripur Gas Field, Chiknagool, Sylhet	BDT 4,50,00,000.00 or USD 3,75,000.00	09 (Nine) Months

No.	Item	Details
PROCURING ENTITY DETAILS		
21.	Name of Official Inviting Tender	Md. Atikur Rahman
	Designation of Official Inviting Tender	Deputy General Manager (Procurement), SGFL
22.	Address of Official Inviting Tender	Procurement Department, Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, PO-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.
	Contact Details of Official Inviting Tender	Phone No.: +880I743-624679, +8801730006953 E-mail : dgmpr@sgfl.org.bd

23. **Special Instructions :**

i) Tenderers must submit their tender(s) for all of the groups. Submission of alternative tender will not be allowed. Tenders must remain valid for 150 (one hundred and fifty) days from the date of opening of the tender.
ii) The Tender security must remain valid for 178 (one hundred and seventy-eight) days from the date of opening of the tender.
iii) In case of any unavoidable circumstances such as strike, civil commotion, Govt. declared holiday, etc. tender will be received and opened on the following working day.
iv) Tender(s) submitted after the deadline for receiving of tenders will be rejected and returned unopened to the Tenderer.
v) Tender submitted by E-mail will be rejected. Likewise photocopy or e-mailed tenders will also be rejected.
vi) The tendering procedures will be conducted as per the Public Procurement as per the Public Procurement Act 2006 and the Public Procurement Rule 2008 of Bangladesh.

The aforesaid notice is also available on the websites of BPPA: www.cptu.gov.bd. Petrobangla: www.petrobangla.org.bd and SGFL: www.sgfl.org.bd

24. The procuring entity reserves the right to accept any or reject any or all tenders or annul the tendering process at any stage without assigning any reason whatsoever and without incurring any liability to the affected tenderers.

21/10/24
(Md. Atikur Rahman)
Deputy General Manager (Procurement)
SGFL

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

Sylhet Gas Fields Limited
(A Company of Petrobangla)

গ্যাস জাতীয় সম্পদ। এর অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

Ref. No. SGFL/3 WELLS/DRILLING/2024 Date : 21-10-2024

Invitation for International Tender

No.	Item	Details
1.	Ministry/Division	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
2.	Agency	Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
3.	Procuring Entity Name	Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)
4.	Procuring Entity District	Sylhet
5.	Invitation for	Procurement of Drilling Works for 3 Wells (Rashidpur-11, Kailashtilla-9 & Dupitila-1) including Supply Materials, Land Development, Civil Works and Third Party Engineering Works on Turn-Key Basis.
6.	Invitation Ref. No.	SGFL/3 WELLS/DRILLING/2O24 Date : 2l -10-2024
KEY INFORMATION		
7.	Procurement Method	International Competitive Tender (ICT), One Stage Two Envelope Tendering Method.
FUNDING INFORMATION		
8.	Budget and Source of Funds	Government of Bangladesh (GoB) and SGFL's own Fund.
PARTICULAR INFORMATION		
9.	Name of the Project	1. Drilling of Well No. Rashidpur-11 (Exploratory well). 2. Drilling of Wells No. Dupitila-1 and Kailashtila-9 (Exploratory well).
10.	Tender Selling Start Date	28-10-2024, Tender document will be available from 10:00 Hrs. to 16:00 Hrs. (BST) on all working days.
11.	Pre-Tender Meeting (Date, Time & Location)	I3-11-2024 (Wednesday) at 11:00 Hrs. (BST) at Sylhet Gas Fields Limited, Dhaka Liaison Office, Petrocentre (I3th Floor), 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh. Tenderer must have to buy tender document to attend the pre-tender meeting and maximum 3 persons may attend for each Tenderer.
12.	Last Selling Date of Tender Document	**17-12-2024 (Tuesday)**
13.	Last Tender Submission Date and Time	**18-12-2024 (Wednesday) at 12:00 Hrs. (BST)**
14.	Tender Opening Date and Time	**18-12-2024 (Wednesday) at 12:15 Hrs. (BST)**
Name & Address of the Office(s)		
15.	Place of Tender Document Selling	**1. Sylhet Gas Fields Limited, Dhaka Liaison Office, Petrocentre (13th Floor), 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh. 2. Sylhet Gas Fields Limited, Head Ofiice, PO-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.**
16.	Place of Tender Submission & Opening	**Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, PO-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.**
INFORMATION FOR TENDERER		
17.	Eligibility of Tenderer	1. The Tenderer from all countries except the countries those who have no diplomatic relationship with Bangladesh. 2. The Tenderer may be a physical or juridical individual or body of individuals, or company, association or any combination of them in the form of a Joint Venture (JV) will be accepted.
18.	Brief Description of Works	Drilling Works for 3 Wells (Rashidpur-11, Kailashtilla-9 & Dupitila-1) including Supply of Materials, Land Development, Civil Works and Third Party Engineering Works on Turn-Key Basis.
19.	Price of each Tender Document	BDT 10,000.00 or USD 100.00 (Non-refundable).

20. Lot No	Identification Number	Location	Tender Security Amount	Completion Time in months
1.	SGFL/3 WELLS/ DRILLING/ 2024	1. Rashidpur Gas Field, Bahubal, Habiganj; 2. Kailashtila Gas Field, Golapganj, Sylhet; and 3. Haripur Gas Field, Chiknagool, Sylhet	BDT 150,000,000.00 or USD 1,250,000.00	18 (eighteen) months

No.	Item	Details
PROCURING ENTITY DETAILS		
21.	Name of Official Inviting Tender	Md. Atikur Rahman
	Designation of Official Inviting Tender	Deputy General Manager (Procurement), SGFL
22.	Address of Official Inviting Tender	Procurement Department, Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, PO-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.
	Contact Details of Official Inviting Tender	Phone No.: +880I730-073649, +8801743-624679 E-mail : dgmpr@sgfl.org.bd

23. **Special Instructions :**

i) Tenderers must submit their tender(s) for all of the groups. Submission of alternative tender will not be allowed. Tenders must remain valid for 150 (one hundred and fifty) days from the date of opening of the tender.
ii) The Tender security must remain valid for 178 (one hundred and seventy-eight) days from the date of opening of the tender.
iii) In case of any unavoidable circumstances such as strike, civil commotion, Govt. declared holiday, etc. tender will be received and opened on the following working day.
iv) Tender(s) submitted after the deadline for receiving of tenders will be rejected and returned unopened to the Tenderer.
v) Tender submitted by E-mail will be rejected. Likewise photocopy or e-mailed tenders will also be rejected.
vi) The tendering procedures will be conducted as per the Public Procurement Act 2006 and the Public Procurement Rule 2008 of Bangladesh.

The aforesaid notice is also available on the websites of BPPA: www.cptu.gov.bd, Petrobangla: www.petrobangla.org.bd and SGFL: www.sgfl.org.bd

24. The procuring entity reserves the right to accept any or reject any or all tenders or annul the tendering process at any stage without assigning any reason whatsoever and without incurring any liability to the affected tenderers.

21/10/24
(Md. Atikur Rahman)
Deputy General Manager (Procurement)

“তাঁর (তামিম ইকবাল) কথা ভুল ছিল না। উইকেটটা দারুণ বুঝতে পারেন তিনি।

কেশব মহারাজ
তামিম ইকবালের পরামর্শ পেয়েই মিরপুরে সফল হয়েছেন, **এটা** জানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার

ওয়ালটন পণ্য কিনে পেতে পারেন
২০ লক্ষ টাকা
রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার
শর্ত প্রযোজ্য
অফারটি চলবে ১০ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
WALTON
Smart Fridge

বিতর্ক, নীরবতা, স্মরণীয় জয়

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

বিতর্ক সঙ্গী করে মাঠে নেমে বাংলাদেশ দেখা দিল পুরো অন্য চেহারায়। দারুণ ফুটবল খেলে ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে উঠে গেল সেমিফাইনালে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বোমাটা ফাটিয়েছিলেন মনিকা চাকমা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা ড্র করার পরদিনই *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেছিলেন, কোচ পিটার বাটলারের এই বাংলাদেশ দলে অবহেলার শিকার হচ্ছেন সিনিয়র খেলোয়াড়েরা। কোচ সিনিয়রদের পছন্দ করেন না, তাই তাঁদের মাঠে নামাতে চান না। একটা বড় টুর্নামেন্টের মাঝপথে মনিকার এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই ঝড় ওঠে। কোচও পাল্টা জবাব দেন। এমনও বলেন, তাঁর দেশ ইংল্যান্ডে কোনো খেলোয়াড় এমন বললে তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞার খড়্গ নেমে আসত। সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছিলেন—ভারতের বিপক্ষে সিনিয়রদের নামাব, দেখি ওরা কতটা কী করতে পারে!

সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দারুণভাবেই দিয়েছেন বাংলাদেশ দলের সিনিয়র খেলোয়াড়েরা। বিতর্ক সঙ্গী করে মাঠে নেমে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দেখা দিল পুরো অন্য চেহারায়। দারুণ ফুটবল খেলে ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে উঠে গেল সেমিফাইনালে।

> “দলের মধ্যে একধরনের নীরবতা ছিল। তবে অনেক সময় এ ধরনের নীরবতারই দরকার। এমন নীরবতা অনেক সমস্যারই সমাধান করে দেয়।
>
> **পিটার বাটলার**, বাংলাদেশ নারী দলের কোচ

পাকিস্তানের বিপক্ষে মাসুরা পারভীন, সানজিদা আক্তাররা খেলেননি। কাল খেললেন। পাকিস্তানের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে ড্র করা দলটাই ভারতকে দাঁড়াতে দিল না। দলের পারফরম্যান্স দেখেও মনে হলো, নিজেদের প্রমাণে মুখিয়ে সবাই। কোচের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এক পাশে সরিয়ে দলটাকে মনে হলো এক পরিবারই।

সেই ‘পরিবারের প্রধান’ কোচ বাটলার ম্যাচ শেষে জানালেন, তিনি ভারতের বিপক্ষে মেয়েদের পারফরম্যান্সে গর্বিত। দুর্দান্ত এই জয়ের পুরো কৃতিত্বই দিয়েছেন দলের খেলোয়াড়দের, ‘আমি একজন কোচ। আমি একটা দল নির্বাচন করি, তাদের মাঠে নিয়ে গিয়ে অনুশীলন করাই। ম্যাচের কৌশল ঠিক করি। আজকের জয়ের সব কৃতিত্ব খেলোয়াড়দের।’

বাংলাদেশ ৩ ১ ভারত

গত কয়েকটা দিন দলের মধ্যে অস্থিরতা থাকাই স্বাভাবিক। সরাসরি কোচের দিকে আঙুল তোলা! বাটলার নিজেও যে অস্বস্তিতে ছিলেন, তাঁর নিজেরও যে মন খারাপ ছিল, সেটা তিনি জানালেনও, ‘এই দুই দিন মনটা ভালো ছিল না। দলের মধ্যে একধরনের নীরবতা ছিল। তবে অনেক সময় এ ধরনের নীরবতারই দরকার। এমন নীরবতা অনেক সমস্যারই সমাধান করে দেয়।’

দলকে কাল এক সুতায় গাঁথতে যে কোনো সমস্যা হয়নি, বাটলার বলেছেন সেটিও, ‘আমি আজ (কাল) খেলোয়াড়দের যা করতে বলেছি, যেভাবে খেলতে বলেছি, মেয়েরা মাঠে গিয়ে সেভাবেই খেলেছে।’

বাটলারের চোখে কাল বাংলাদেশ চোখধাঁধানো ফুটবলই খেলেছে, ‘আমি তো মনে করি ভারতের বিপক্ষে যে ম্যাচটা বাংলাদেশ খেলেছে, সেটি রীতিমতো চোখধাঁধানো। অনেক দিন পর এমন ফুটবল খেলতে পারল মেয়েরা।’

দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করার কথাই বলেছেন কোচ। সেই সঙ্গে ভারতের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয় যে দ্বন্দ্ব-বিভাজনকে অনেকটাই ভুলিয়ে দিচ্ছে, কোচের কথায় স্পষ্ট সেটিও, ‘সিনিয়র-জুনিয়র কোনো ব্যাপার নয়। আমি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই। আমি দল নিয়ে দারুণ গর্বিত। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের পর যদি কোনো সমালোচনা হয়ে থাকে, আমার দল আজকে সেটিরও দারুণ জবাব দিয়েছে।’

ভারতের জালে বল পাঠিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের উদ্‌যাপন। নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ দারুণ খেলেই হারিয়েছে ভারতকে, গ্রুপসেরা হয়ে উঠে গেছে সাফের সেমিফাইনালেও। ছবি : বাফুফে

স্কোরকার্ড

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ৪০.১ ওভারে ১০৬
দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস : ৮৮.৪ ওভারে ৩০৮
বাংলাদেশ ২য় ইনিংস : (*দ্বিতীয় দিন শেষে* ২৭.১ ওভারে ১০১/৩; মাহমুদুল ৩৮*, মুশফিক ৩১*)

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪	৬
মাহমুদুল ক বেডিংহাম ব রাবাদা	৪০	৯২	৫	০
সাদমান ক ডি জর্জি ব রাবাদা	১	৭	০	০
মুমিনুল ক মুল্ডার ব রাবাদা	০	৩	০	০
নাজমুল এলবিডব্লু ব মহারাজ	২৩	৪৯	২	১
মুশফিক ব রাবাদা	৩৩	৩৯	৩	০
লিটন ক ভেরেইনা ব মহারাজ	৭	১৫	১	০
মিরাজ ব্যাটিং	৮৭	১৭১	৯	১
জাকের এলবিডব্লু ব মহারাজ	৫৮	১১১	৭	০
নাঈম ব্যাটিং	১৬	২৮	১	০
অতিরিক্ত (বা ৬, লেবা ৭, নো ৫)	১৮			
মোট (৮৫ ওভারে, ৭ উইকেটে)	২৮৩			

উইকেট পতন : ৪-১০৫ (মাহমুদুল, ৩১.১ ওভার), ৫-১০৬ (মুশফিক, ৩১.৩), ৬-১১২ (লিটন, ৩৪.৫), ৭-২৫০ (জাকের, ৭৫.১)।

বোলিং : রাবাদা ১৫-৪-৩৫-৪ (নো ৩), মুল্ডার ১১-৩-২৮-০ (নো ২), মহারাজ ৩৭-১০-১০৫-৩, পিট ১৯-০-৯৫-০, মার্করাম ৩-১-৭-০।

মিরাজ-জাকেরে একটু আশা

মিরপুর টেস্ট

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৃষ্টিতে ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট বন্ধ থাকার পর মাত্রই খেলা শুরু হয়েছে। আলো কম বলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে শুধু স্পিনার দিয়ে বল করাতে বললেন আম্পায়াররা। বৃষ্টি আসার আগেই ইনিংসে ৮০ ওভার হয়ে গেলেও তাই নতুন বল নেননি এইডেন মার্করাম। উইকেটে বাংলাদেশের দুই ব্যাটসম্যান মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাঈম হাসান। কিন্তু খেলা হতে পারল মাত্র ৫ ওভার, বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে যোগ হলো ১৬ রান।

আরও কিছু সময় অপেক্ষার পর দিনের খেলারই সমাপ্তি। সকালে যেভাবে দিন শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশের জন্য ৭ উইকেটে ২৮৩ রান করে ৮১ রানের লিড আর টেস্টটা চতুর্থ দিনে যাওয়াও তখন স্বস্তির মনে হচ্ছিল। সপ্তম উইকেটে মিরাজ আর জাকের আলীর ১৩৮ রানের রেকর্ড জুটি এবং এরপর ওই বৃষ্টির বাধাটা না এলে ততক্ষণে যে খেলাই শেষ হয়ে যেতে পারত!

তখনই কিছু সময়ের জন্য মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে আসা জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমানে বিসিবির নারী ক্রিকেটের প্রধান হাবিবুল বাশার মাঠের দিকে তাকিয়ে আফসোস করছিলেন, ‘সকালে যদি তিনটা উইকেট না পড়ে যেত…! আসলে এ রকম সকালগুলোয় সব সময়ই আমাদের ওপর দিয়ে ঝড় যায়।’

মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে হাবিবুলের কথাটা হতে পারে সবারই মনের কথা। প্রথম সেশনে ৫৩ রানের মধ্যে ৩ উইকেট না হারালে বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডের চেহারা নিশ্চয়ই আরও ভালো থাকত, এমনকি চোখও রাঙাতে পারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

প্রথম ইনিংসে ১০৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অমন নড়বড়ে শুরুর পরও যে এমন আফসোস করা যাচ্ছে, সেটির কৃতিত্ব মূলত মিরাজ আর জাকেরের ১৩৮ রানের জুটির। টেস্টে যেকোনো উইকেটেই যা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জুটি। সেটিও কোন সময়? ১১২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে যখন ইনিংস পরাজয়ের শঙ্কা। দিনের চতুর্থ ওভারে কাগিসো রাবাদার এক ওভারেই বিদায় নিয়েছেন আগের দিনের অপরাজিত দুই ব্যাটসম্যান মাহমুদুল ও মুশফিকুর। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও প্রতিরোধ গড়ে তোলা মাহমুদুল (৪০) প্রথম স্লিপে ক্যাচ। প্রথম ইনিংসের মতোই বোল্ড মুশফিক (৩৩)। এরপর নেমে লিটন করতে পেরেছেন মাত্র ৭ রান। ইনিংস পরাজয় এড়াতে তখনো লাগে আরও ৯০ রান। উইকেটে থাকা মিরাজ ভরসা হতে পারেন, কিন্তু দুশ্চিন্তা তো অন্য জায়গায়। তাঁকে সঙ্গ দিতে পারবেন তো অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা জাকের আলী বা অন্য কেউ!

জাকের পেরেছেন। মধ্যাহ্নবিরতির সময় বাংলাদেশের স্কোর ২০১। দক্ষিণ আফ্রিকাকে আরেকবার ব্যাটিংয়ে নামাতে দরকার আর মাত্র ১ রান। প্রথম ইনিংসে ২ রান করে আউট হয়ে গেলেও জাকের দ্বিতীয় ইনিংসেই পেয়ে গেছেন প্রথম টেস্ট ফিফটি। সেটাও দলের বিপদে ত্রাতা হয়ে। ১১১ বলে ৫৮ রানের ইনিংসে ৫০ পূর্ণ করেন ডেন পিটের বলে ফাইন লেগ দিয়ে চার মেরে। দলের দুঃসময়ে তাঁর কার্যকর ইনিংসটা শেষ হয়েছে মহারাজের বলে এলবিডব্লু হয়ে।

তবে দিনের শেষ পর্যন্ত অন্য প্রান্তে ভরসা দিয়ে গেছেন মিরাজ। টেস্টে নবম ফিফটিটাকে ৮৭ রানে নিয়ে অপরাজিত তিনি। জাকেরকে সঙ্গে নিয়ে ৭ চার ও ১ ছক্কায় করা ফিফটিতে ইনিংস হারের শঙ্কা দূর করায় এই অলরাউন্ডারের ভূমিকাই অগ্রণী। জাকের ফিরে যাওয়ার পর নাঈমের সঙ্গেও হয়ে গেছে ৩৩ রানের জুটি।

পাকিস্তান সফরে দুই টেস্টেই দলের বিপদের সময় ফিফটি করলেও সর্বশেষ ভারত সফরে রান পাননি মিরাজ। কিন্তু বরাবরই জানবাজি রেখে খেলা এই ক্রিকেটারের রানে ফিরতে সময় লাগেনি। ১৭১ বলে ৮৭ রান করে তাঁর সামনে এখন টেস্টে দ্বিতীয় সেঞ্চুরির হাতছানি।

নাঈম, তাইজুল, হাসানদের নিয়ে আজ সেটিও পাওয়া হয়ে গেলে চতুর্থ ইনিংসটা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যও কঠিন হয়ে উঠবে নিশ্চিত। কারণ, মিরপুর টেস্টের বাকি দুই দিনে যতটুকু খেলা হওয়ার সম্ভাবনা, ঠিক ততটুকুই যে আছে বৃষ্টির শঙ্কাও!

১৩৮ রানের জুটি গড়েছেন মিরাজ-জাকের। যে জুটি ভেঙেছে জাকেরের বিদায়ে, তবে মিরাজ দিন শেষে অপরাজিত ছিলেন বাংলাদেশের আশা হয়ে। গতকাল মিরপুরে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। প্রথম আলো

বাংলাদেশ দলে সেই ‘বিশ্বাস’ দেখেন মুশতাক

মিরপুর টেস্ট

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

একদমই তাজা স্মৃতি বলে কারোই তা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবু মিরপুরে কাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সেটা আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদ।

গত আগস্টে রাওয়ালপিন্ডির দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর লিটন দাসের ১৩৮ আর মেহেদী হাসান মিরাজের ৭৮ রানের সৌজন্যে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ২৬২ রান, টেস্টটাও বাংলাদেশ জিতেছে ৬ উইকেটে।

সেই ম্যাচের সঙ্গে কিছুটা মিলে যাচ্ছে এবারের মিরপুর টেস্ট। প্রথম ইনিংসে ২০২ রানে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে যখন তৃতীয় দিনেই হারের শঙ্কা, তখনই আবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। জাকের আলীর সঙ্গে সপ্তম উইকেটে সেই মিরাজেরই ১৩৮ রানের জুটি বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত এনে দিয়েছে লিড।

দিন শেষের সংবাদ সম্মেলনে মুশতাক বারবার বললেন, এমন ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখতে প্রয়োজন নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখা, ‘সবাই যখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আমরা জিততে পারি অথবা যেকোনো পরিস্থিতি থেকে ফিরে আসতে পারি, সেটা সব সময়ই দারুণ; বিশেষ করে যখন এ রকম লড়াই করে ফিরে আসতে হয়।’ মুশতাকের দৃষ্টিতে ফিরে আসার গল্প লিখতে পারাটাই হলো টেস্ট ক্রিকেটের আসল সৌন্দর্য।

নিজের কথায় ‘বিশ্বাস’ শব্দটাকে বারবারই এনেছেন মুশতাক। পাকিস্তানের সাবেক লেগ স্পিনারের কাছে যেন সব কথার শেষ কথাই হলো ‘বিশ্বাস’। শুরুর বিপর্যয়ের পর জাকের আলীর সঙ্গে ১৩৮ রানের জুটি এবং কাল শেষ বেলায় নাঈম হাসানের সঙ্গেও মিরাজের অবিচ্ছিন্ন ৩৩ রানের জুটিতেও তিনি সেই বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি দেখেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেও এই বিশ্বাসটাই দেখতে চান খেলোয়াড়দের মধ্যে, ‘যতটা সম্ভব লম্বা সময় আমরা ব্যাট করতে চাই। আপনার যখন নিজের ওপর আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস থাকবে, আপনি যেকোনো দলকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন।’

একটা উদাহরণও দিয়েছেন এবং তা এই টেস্ট থেকেই। দুই ইনিংসে ৩০ আর ৪০ রান করা ওপেনার মাহমুদুল হাসানের লড়াইয়ের মানসিকতা মুগ্ধ করেছে তাঁকে, ‘সে বাঘের মতো লড়াই করেছে। প্রথম দিনের প্রথম তিন ঘণ্টা উইকেট বুঝতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তার মধ্যেও লড়াই করে গেছে। (গতকাল) সকালে সে বলছিল রাবাদা সুইং করাচ্ছে, বল পড়ে ভেতরে আসছে। সে স্টাম্প বাঁচিয়ে খেলার চেষ্টা করেছে। এ-ও বলেছে, টিকে থাকতে পারলে সে রান করতে পারবে। এটাই বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস।’

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা কেশব মহারাজও আলাদা করে বলেছেন মিরাজ আর জাকেরের কথা। ম্যাচে এখন পর্যন্ত ৬ উইকেট নেওয়া নিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তামিম ইকবালের প্রতি, ‘তামিম ভাইকে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে, অবশ্যই সেটা বিপিএলে খেলে (বিপিএলে তামিমের নেতৃত্বে ফরচুন বরিশালে তিন ম্যাচ খেলেছেন)। এখানকার কন্ডিশন, এখানে কী করতে হবে—এসব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলাম। উইকেট কেমন আচরণ করবে, সে ব্যাপারেও আমাকে কিছু কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা ভুল ছিল না। উইকেটটা দারুণ বুঝতে পারেন তিনি।’

> “যতটা সম্ভব লম্বা সময় আমরা ব্যাট করতে চাই। আপনার যখন নিজের ওপর আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস থাকবে, আপনি যেকোনো দলকেই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন।
>
> **মুশতাক আহমেদ**, বাংলাদেশ দলের স্পিন কোচ

রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দিল জিম্বাবুয়ে

খেলা ডেস্ক

২০ ওভারে ৩৪৪ রান, ভাবা যায়! সেটিও আবার আন্তর্জাতিক ম্যাচে! ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান উপ-আঞ্চলিক বাছাই পর্বের ম্যাচে গতকাল গাম্বিয়ার বিপক্ষে ৪ উইকেটে ৩৪৪ রান করেছে জিম্বাবুয়ে, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তো বটেই; স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেও দলীয় সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড।

গত বছর এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের করা ৩১৪ রান ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে জিম্বাবুয়ে গড়েছে আরও একগাদা বিশ্ব রেকর্ড। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কা (২৭), সর্বোচ্চ বাউন্ডারি (৫৭), সবচেয়ে বেশি ব্যাটসম্যানের ফিফটির (৪) রেকর্ডও এখন জিম্বাবুইয়ানদের দখলে।

নাইরোবির রুয়ারাকা স্পোর্টস ক্লাব মাঠে কাল জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা ৪৩ বলে করেছেন অপরাজিত ১৩৩ রান। সেঞ্চুরি ছুঁয়েছেন ৩৩ বলে, যা বলের হিসাবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম। তাঁর বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল ৭টি চার, ১৫টি ছক্কা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যক্তিগত ইনিংসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড এটি।

ব্যাট হাতে জিম্বাবুইয়ানদের মহাপ্রলয় বইয়ে দেওয়ার দিনে স্বাভাবিকভাবেই অসহায় ছিলেন গাম্বিয়ার বোলাররা। সবচেয়ে বাজে দিন পার করেছেন মুসা জোরবাতেহ। গাম্বিয়ার এই পেসার ৪ ওভারে দিয়েছেন ৯৩ রান, যা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সবচেয়ে খরুচে বোলিং।

এমন ম্যাচের ফল কী হতে পারে, জানা কথা। তবে জিম্বাবুয়ে যে ব্যবধানে জিতেছে, তাতেও হয়ে গেছে বিশ্ব রেকর্ড। তাদের ২৯০ রানের জয়টা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে রানের হিসাবে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়।

ছোট পর্দায় আজ

মিরপুর টেস্ট-৪র্থ দিন	*গাজী টিভি, টি স্পোর্টস*
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা	সকাল ৯-৪৫ মি.
পুনে টেস্ট-১ম দিন	*স্পোর্টস ১৮-১*
ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০টা
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট-১ম দিন	*পিটিভি স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা
উয়েফা কনফারেন্স লিগ	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*
পানাথিনাইকোস-চেলসি	রাত ১০-৪৫ মি.
উয়েফা ইউরোপা লিগ	*রাত ১০-৪৫ মি.*
এএস রোমা-দিনামো কিয়েভ	সনি স্পোর্টস টেন ২
কারাবাখ-আয়াক্স	সনি স্পোর্টস টেন ১
উয়েফা ইউরোপা লিগ	*রাত ১টা*
ফেনেরবাচে-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড	সনি স্পোর্টস টেন ২
এফসি পোর্তো-হফেনহাইম	সনি স্পোর্টস টেন ৫
টটেনহাম-আল্কমার	সনি স্পোর্টস টেন ১
আন্ডারলেখট-লুদোগোরেটস	সনি স্পোর্টস টেন ৩

রিয়ালের চেনা গল্পে চেনা ভিনিসিয়ুস

চ্যাম্পিয়নস লিগ

কামরুল হাসান, *ঢাকা*

গল্পটা আপনি আগেও শুনেছেন বলে মনে হতে পারে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের রাত, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদ গোল খেয়ে পিছিয়ে। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, টিক টক, টিক টক…। হঠাৎ ভোজবাজির মতো সব পাল্টে দিল রিয়াল। গোলের পর গোল করে জিতে নিল ম্যাচ। লেখা হলো অবিশ্বাস্য এক প্রত্যাবর্তনের গল্প।

চেনা চেনা লাগছে তো? লাগতেই পারে। রিয়াল মাদ্রিদ অবশ্য প্রতিবার নতুন করেই লেখে এই গল্প। কখনো মাঠ বদলায়, কখনো প্রতিপক্ষ। তবু সেই একই চিত্রনাট্য যখন মাঠে মঞ্চায়িত হয়, দর্শক বিস্মিত হন। কেউ কেউ অস্ফুটে বলেন, এটাই তো রিয়াল, এমনই হওয়ার কথা!

বার্নাব্যুতে সেই চেনা রিয়ালকে এবার দেখল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ৩৪ মিনিটের মধ্যে রিয়ালের জালে ২ গোল দিয়ে দারুণ এক জয়ের আশা জাগিয়েছিল ইউরোপের রানার্সআপরা। হয়তো ভুলে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ সেই দল, যাদের কাছে ১১৩ দিন আগে লন্ডনের ওয়েম্বলিতে এই চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেই তারা হেরেছিল ২-০ গোলে। ফাইনালে হারের বদলা তো আর প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে হয় না। তবে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা তো মিলত।

হলো না সেটাও। ম্যাচের ৬০ মিনিট থেকে যোগ হওয়ার সময়ের তৃতীয় মিনিট—এই ৩৩ মিনিটেই ৫ গোল করে রিয়াল মাদ্রিদ আবারও লিখল প্রত্যাবর্তনের সেই অবিশ্বাস্য গল্প। আর সেই গল্পের নায়কও খুব চেনা। ওয়েম্বলির সেই ফাইনালে রিয়ালের দ্বিতীয় গোলটা যিনি করেছিলেন, এবার ৫ গোলে সেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের একারই তিনটা!

একনজরে ফল

এসি মিলান	৩:১	ক্লাব ব্রুগা
মোনাকো	৫:১	রেড স্টার বেলগ্রেড
আর্সেনাল	১:০	শাখতার দোনেৎস্ক
অ্যাস্টন ভিলা	২:০	বোলোনিয়া
জিরোনা	২:০	ব্রাতিস্লাভা
জুভেন্টাস	০:১	স্টুটগার্ট
পিএসজি	১:১	আইন্দহোফেন
রিয়াল মাদ্রিদ	৫:২	ডর্টমুন্ড
স্টুর্ম গ্রাৎস	০:২	স্পোর্টিং লিসবন

রিয়ালের সেই ১৫তম চ্যাম্পিয়ন লিগের ট্রফি আর গত পরশুর ৫-২ গোলের এই জয়ের মধ্যে অনেক কিছুই বদলেছে, বদলাননি শুধু ভিনি। সেই ফাইনালের মতো এখনো তিনিই মাঠে রিয়ালের সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক। হ্যাঁ, বার্নাব্যুতে কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো এক মহাতারকার আবির্ভাবও ভিনির ওপর থেকে আলো কেড়ে নিতে পারেনি। এই মৌসুমেও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে রিয়ালের ১৫টি গোলে তাঁর সরাসরি অবদান। এমবাপ্পের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১৩ ম্যাচে ১০।

গত মৌসুমে রিয়ালের লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সবচেয়ে বড় ভূমিকার পুরস্কার হিসেবে ২৮ অক্টোবর প্যারিসে ভিনির হাতেই ব্যালন ডি'অরের ট্রফিটা উঠছে বলে জোর গুঞ্জন। শেষ বাঁশির পর বার্নাব্যুতেও গর্জন শোনা গেছে, “ব্যালন ডি'অর…ভিনিসিয়ুস…ব্যালন ডি'অর”।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি ভিনির তৃতীয় হ্যাটট্রিক, চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম। তবে তিন গোলের মধ্যে ৮৬ মিনিটে করা তাঁর দ্বিতীয় গোলটার ভিডিও বারবার দেখার মতো। নিজেদের অর্ধে যখন বল পান ভিনি, ডর্টমুন্ডের গোলপোস্ট থেকে তাঁর দূরত্ব ছিল ৮০ মিটারের। তারপর মহাকাশে ছুটন্ত তারা খসে পড়ার গতিতে একে একে পেছনে ফেললেন সবাইকে। বলে নয়বার স্পর্শ করলেন, এগোলেন ৭০ মিটার। দশম স্পর্শটা হলো বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক শটে। গোল! চোখে লেগে থাকার মতো বক্সের ভেতরে কয়েকজনকে কাটিয়ে করা তাঁর হ্যাটট্রিক গোলটাও।

আসলে শুধু গোল নয়, ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়ুসকে দেখে সেরা সময়ের মেসি-রোনালদোকে মনে পড়ে যেতে পারে কারও। ম্যাচে রিয়ালের ৩ নম্বর গোলটা যিনি করেছেন, সেই লুকাস ভাসকেজ তো পরে বললেনই, ‘দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়ুসের খেলা সব শিশুকে দেখানো উচিত, তাহলে তারা বুঝতে পারবে, ফুটবল কীভাবে খেলতে হয়।’ রিয়াল কিংবদন্তি এমিলিও বুত্রাগুয়েনো তো আরও এক ধাপ এগিয়ে, ‘ভিনিসিয়ুস আমাকে পেলের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।’

যাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি, সেই ভিনি অবশ্য নিজের কথা না বলে বললেন তাঁর দল নিয়ে পুরোনো কথাটাই, ‘এটা চ্যাম্পিয়নস লিগ, এটা আমাদের টুর্নামেন্ট। আমরা আবারও এটা জিততে চাই।’

জেতার সেই পথটা অবশ্য এখনো বেশ দীর্ঘ। আপাতত দুর্দান্ত এক জয়ের পর ভিনি বাড়ি ফিরেছেন ম্যাচসেরা পুরস্কার হিসেবে পাওয়া বলে সতীর্থদের সবার সই নিয়ে। ট্রফিকেসে যেখানে এই বলটা রাখবেন, তাঁর পাশে এখনই হয়তো আলাদা একটা জায়গা করে রাখতে হবে তাঁর।

আগামী সোমবার প্যারিস থেকে ব্যালন ডি'অর নিয়ে আসার পর সেটা রাখতে হবে যে!

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোল উদ্‌যাপন। ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ভিনির এমন উদ্‌যাপন দেখা গেছে তিনবার, রিয়াল পেয়েছে দুর্দান্ত এক জয়। গত পরশু সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। ছবি : এএফপি

সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে পুলিশ অন্তত ৫৩ জনকে আটক করে নিয়ে যায়। গতকাল বিকেলে। ছবি : সাজিদ হোসেন

সচিবালয়ে ঢুকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

এইচএসসিতে 'বৈষম্যহীন' ফলের দাবি

সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয় পুলিশ। আটক অন্তত ৫৩ জন।

- একজন শিক্ষার্থী বলেন, তাঁরা এইচএসসির বৈষম্যহীন ফলাফল চান।
- সরকার বলছে, শিক্ষার্থীদের একাংশের এই দাবি অযৌক্তিক।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই মাস আগে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে স্থগিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষা বিভাগ। ফল প্রকাশের পর এবার এসএসসির সব বিষয় 'ম্যাপিং' করে নতুনভাবে 'বৈষম্যহীন' এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দাবিতে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ করেছেন একদল শিক্ষার্থী।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ের ভেতরে এই বিক্ষোভ ঘিরে ব্যাপক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয় পুলিশ। এ সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অনেককে মারধর করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সচিবালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরাও শিক্ষার্থীদের মারধর করেন। এতে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এ সময় পুলিশ অন্তত ৫৩ জনকে আটক করে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবস্থান জানানোর জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার্থীদের একাংশের এই দাবি অযৌক্তিক। এই শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকার নমনীয়তা দেখিয়ে আসছিল; কিন্তু যখন সচিবালয়ের মতো জায়গায় ঢুকে পড়েছে, তখন সরকার কঠোর হয়েছে।

এ বছরের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ জুন। সাতটি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তখন পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল। ব্যবহারিক পরীক্ষাও বাকি ছিল। একপর্যায়ে স্থগিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত ২০ আগস্ট সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। তখন স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ।

স্থগিত হওয়া বিষয়গুলোর পরীক্ষা আন্দোলনের মুখে বাতিলের কারণে এবার এইচএসসি পরীক্ষার মূল্যায়ন হয় ভিন্ন পদ্ধতিতে। বাতিল হওয়া পরীক্ষাগুলোর মূল্যায়ন হয়েছে পরীক্ষার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে (বিষয় ম্যাপিং)। অর্থাৎ এসএসসিতে যে নম্বর পেয়েছিলেন শিক্ষার্থী, সেটি এইচএসসিতে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আর এইচএসসিতে যে বিষয়গুলোর পরীক্ষা হয়েছিল, সেগুলোর উত্তরপত্রের ভিত্তিতে মূল্যায়ন হয়েছে। এ দুই মূল্যায়ন মিলে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয়েছে।

১৫ অক্টোবর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৩ লাখ ৩১ হাজার ৫৮ জন। এর মধ্যে পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন শুধু এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন ১১ লাখ ৩১ হাজার ১১৮ জন। এর মধ্যে পাসের হার ৭৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

ফলাফল প্রকাশের পর একদল শিক্ষার্থী বলে আসছেন, ইতিমধ্যে যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তা বৈষম্যমূলক। এ জন্য এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সব বিষয়ের ওপর 'ম্যাপিং' করে ফলাফল নতুন করে প্রকাশ করতে হবে। এই দাবিতে রোববার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে বিক্ষোভ করেন এসব শিক্ষার্থীর একটি অংশ। শিক্ষার্থীদের অবরোধের মুখে সেদিন চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। সেই অনুযায়ী সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমাও দেন তিনি।

একই ধরনের দাবিতে আরও কয়েকটি শিক্ষা বোর্ডেও বিক্ষোভ, তালা দেওয়া, ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, সেদিন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে কর্মসূচি চলাকালে তাঁদের ওপর হামলা হয়। হামলায় কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। অন্যদিকে বোর্ডের কর্মকর্তারা বলে আসছেন, শিক্ষার্থীরা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কক্ষে, এমনকি কক্ষের সামনেও ভাঙচুর চালান।

সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই দাবি আদায়ে গতকাল সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। বেলা তিনটার দিকে দেখা যায়, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবনের নিচে (সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবন) মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন। এ সময় সেখানে বিপুলসংখ্যক পুলিশের পাশাপাশি সেনাসদস্যদের দেখা যায়।

সচিবালয় রাষ্ট্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর (কেপিআই) একটি। প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই সচিবালয় থেকে মূলত দেশ পরিচালিত হয়। তাই সচিবালয়ে ঢুকতে গেলে বিশেষ পাসের (অনুমতিপত্র) প্রয়োজন হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে যাওয়া কোনো কোনো শিক্ষার্থীকেও সচিবালয়ে দেখা গেছে। বিক্ষোভকালে একজন শিক্ষার্থী বলেন, তাঁরা এইচএসসি পরীক্ষার বৈষম্যহীন ফলাফল চান। পাশাপাশি বিভিন্ন বোর্ডে তাঁদের ওপর যে হামলা হয়েছে, তার বিচার চান। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এখানে অবস্থান করবেন।

এ নিয়ে সচিবালয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয় পুলিশ। এ সময় শিক্ষার্থীদের অনেককে মারধর করা হয়। পুলিশের পাশাপাশি সচিবালয়ে কর্মরত অনেকেই শিক্ষার্থীদের মারধর করেন। এতে বিক্ষোভকারীদের সচিবালয়ের ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে এখানে-সেখানে চলে যেতে দেখা যায়। তখন সচিবালয়ের ভেতর থেকে আন্দোলনকারী অনেক শিক্ষার্থীকে আটক করেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

বিকেল সোয়া চারটার দিকে সচিবালয়ে দায়িত্বরত পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ঘটনায় তখন পর্যন্ত আটক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩। আটক শিক্ষার্থীদের বিকেল সাড়ে চারটার দিকে দুটি প্রিজন ভ্যানে করে সচিবালয়ের ভেতর থেকে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, সচিবালয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় আটক শিক্ষার্থীদের থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

চাঁদাবাজির অভিযোগে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে করা ৪ মামলা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে রাজধানীর পৃথক দুটি থানায় করা চারটি মামলার কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার এ রায় দেন।

২০০৭ সালে গুলশান থানায় তিনটি, ধানমন্ডি থানায় করা একটি মামলাসহ ওই চার মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের করা পৃথক আবেদনের ওপর চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে এ রায় দেওয়া হয়।

রায়ের পর তারেক রহমানের আইনজীবী কায়সার কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে প্রায় ৮০টি মামলা করা হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এসব মামলা করা হয়েছে। চারটি মামলার কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এসব মামলার এজাহারে তারেক রহমানের নাম নেই, নেই সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ। এ নিয়ে ১৪টি মামলায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতের মাধ্যমে তারেক রহমান অব্যাহতি পেলেন।

আইনজীবী সূত্রগুলোর তথ্য অনুসারে, ওই চার মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে হাইকোর্টে পৃথক আবেদন করেন তারেক রহমান। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল অ্যাবসলিউট (চূড়ান্ত) ঘোষণা করে গতকাল রায় দেন আদালত।

আদালতে তারেক রহমানের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, আইনজীবী কায়সার কামাল, জাকির হোসেন ভূঁইয়া, এইচ এম সানজীদ সিদ্দিকী ও মাকসুদ উল্লাহ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার।

আট বছরের সাজা থেকে খালাস পেলেন বাবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় আট বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর।

সাজার রায়ের বিরুদ্ধে বাবরের করা আপিল মঞ্জুর করে গতকাল বুধবার রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় দুটি ধারায় বাবরকে ৫ বছর ও ৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর রায় দিয়েছিলেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৭-এর বিচারক মো. শহিদুল ইসলাম। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর আপিল করেন বাবর। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে গতকাল রায় দেওয়া হলো।

আদালতে বাবরের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী এ কে এম ফজলুল হক।

পরে মোহাম্মদ শিশির মনির *প্রথম আলোকে* বলেন, হাইকোর্ট লুৎফুজ্জামান বাবরের করা আপিল মঞ্জুর ও বিচারিক আদালতের দেওয়া সাজার রায় বাতিল করে রায় দিয়েছেন। ফলে তিনি সাজা থেকে খালাস পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরও ১৩টি মামলা রয়েছে। তাই তিনি এখনই কারামুক্তি পাচ্ছেন না।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৮ সালের ১৩ জানুয়ারি বাবরের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

গাঙ্গেয় শুশুকের এই ছবি সম্প্রতি খুলনার রূপসা নদী থেকে তুলেছেন মাকসুদুর রহমান

ভালো থাকুক মিঠাপানির শুশুক

সীমান্ত দীপু, *বন্য প্রাণী গবেষক*

গত মাসের শেষ সপ্তাহে খুলনার রূপসা নদীতে শুশুক দেখতে গিয়েছিলাম। সারা দিন নদীতে ঘুরে প্রায় এক ডজন শুশুক দেখলাম। নদীতে শুশুক বা ডলফিন দেখা সব সময়ই আমার কাছে উপভোগের। নদীর কোনো মোহনায় একটি শুশুকের দল পেলে সারা দিন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া যায়। শুশুকেরা ৩-৫ মিনিটের মধ্যে পানির ওপর লাফিয়ে ওঠে শ্বাস নেওয়ার জন্য। শ্বাস নেওয়ার জন্য যখন তারা পানির ওপর ওঠে, তার সময়কাল মাত্র কয়েক সেকেন্ড হয়। নিমেষেই তারা চোখের আড়াল হয়ে যায়। এত কম সময়ে তাই শুশুকের ছবি তোলাও খুবই কঠিন।

গত সাত বছর নিয়মিত রূপসা আর সুন্দরবন এলাকার নদীতে শুশুক দেখতে যাই। আগের বছরগুলোর তুলনায় এই নদীতে শুশুকের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। বেড়ে গেছে নদীর ওপর চাপ। নদীতে নৌযানের চলাচল এখন অনেক বেশি। এ এলাকায় আগের চেয়ে কলকারখানাও বেড়েছে। এসব কারণে নদীর পানিতে বর্জ্য মিশে যাচ্ছে নদীতে। পানিদূষণের বড় প্রভাব পড়ছে এই প্রাণীর ওপর।

মিঠাপানির শুশুকের সবচেয়ে বড় আবাসস্থল হলো আমাদের পদ্মা ও যমুনা নদীর বিভিন্ন মোহনা। এই নদীগুলোর বিভিন্ন শাখা নদীতেও একসময় নিয়মিত শুশুকের দেখা পাওয়া যেত। বর্তমানে এর সংখ্যাও বেশির ভাগ এলাকায় অনেক হারে কমে গেছে। এর বড় কারণ হলো শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলো শুকিয়ে যায়। নিয়মিত নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। আর নদীর ভালো অংশে জেলেরা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরছেন। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে যত শুশুক মারা যায়, তার ৭৯ ভাগই নিষিদ্ধ কারেন্ট জালে আটকে মারা পড়ে। শুশুকের ঠোঁট লম্বা আর মাড়িতে দাঁতের কারণে সহজেই কারেন্ট জালে আটকা পড়ে। আর এই আটকে পড়া শুশুক পানির ওপরে উঠে শ্বাস নিতে না পারার কারণে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা পড়ে।

বাংলাদেশে সাত জাতের ডলফিন ও এক জাতের পরপয়েস দেখার তথ্য আছে। এর মধ্যে প্রকৃত মিঠাপানির ডলফিন মাত্র একটি। এর নাম গাঙ্গেয় শুশুক। ইংরেজিতে বলে গ্যানজেস রিভার ডলফিন। বিশ্বব্যাপী আইইউসিএনের লাল তালিকায় এই প্রাণী এখন বিপন্ন। সারা পৃথিবীতে এ জাতের ডলফিনের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপালের নদীগুলোতে শুশুকের উপস্থিতি আছে। তবে বাংলাদেশেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শুশুক দেখা যায়। শুশুক ছাড়াও ইরাবতী ডলফিন নামের আরেক জাতের ডলফিন আছে, যা উপকূল অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। অনিয়মিতভাবে মাঝেমধ্যে মিঠাপানির নদীতে চলে আসে।

উপকূল ও সুন্দরবন এলাকাতেই মূলত ইরাবতী ডলফিন বেশি দেখা যায়। সুলতান আহমেদ

শুশুক খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী। এরা স্তন্যপায়ী হওয়ায় সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে ও বাচ্চা লালনপালন করে। দিন-রাতের প্রায় সারাক্ষণই তারা সজাগ থাকে। পুরো সময়ের মাত্র ১৫-২০ মিনিট এরা ঘুমায়। এ সময়ও মস্তিষ্কের অর্ধেকটা অংশ বিশ্রাম নেয়। শরীরের অন্যান্য অংশ সচল থাকে। শুশুকেরা দলবদ্ধভাবে খাবার ধরার চেষ্টা করে এবং দলের একে অপরকে বন্ধুর মতো সহযোগিতা করে।

বাংলাদেশে ডলফিন রক্ষায় খুব বেশি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। এ দেশে ডলফিন সংরক্ষণে ৯টি অভয়ারণ্য ঘোষণা করেছে সরকার, যা ডলফিন রক্ষায় ভালো খবর। তবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে যাওয়া আর কারেন্ট জালের দৌরাত্ম্যে অভয়ারণ্যগুলোর অবস্থাও এখন ভালো নয়। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর আর মৎস্য অধিদপ্তর একযোগে পদক্ষেপ না নিলে এসব অভয়ারণ্যে ডলফিন সংরক্ষণ খুবই দুরূহ।

শুশুক আমাদের মিঠাপানির নদীগুলোর প্রাণ। এই প্রাণী আমাদের সংস্কৃতিরও বড় অংশজুড়ে আছে। নদীগুলো ভালো থাকলেই কেবল শুশুকেরা ভালো থাকবে। আর নদীতে শুশুক থাকলে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী ভালো থাকবে। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস। শুশুককে 'জাতীয় জলের প্রাণী' হিসেবে ঘোষণা করার দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। আশা করি শুশুক আমাদের নদীতে টিকে থাকবে অনন্তকাল।

চলতি মাসের ২৩ দিনে ডেঙ্গুতে শতাধিক মৃত্যু

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ জনে। সেপ্টেম্বরে মারা যান ৮০ জন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গু জ্বরে মৃত্যু বাড়ছেই। এডিস মশাবাহিত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০১ জনের মৃত্যু হলো। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। চলতি বছর ডেঙ্গুতে ২৬৪ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। তাদের তথ্যমতে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া সাতজনের মধ্যে তিনজনই বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে)। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় এ সময় মারা গেছেন দুজন। আর একজন করে মারা গেছেন খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগে।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১৩৮ জন নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এ সময় সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে—২৫২ জন। এরপর ১৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে)।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জুলাই থেকে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। জুলাইয়ে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। আগস্টে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়, যার পরিমাণ ৬ হাজার ৫২১ জন। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭ জন। চলতি মাসে ইতিমধ্যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ২৫৮।

আক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বাড়ছে। গত জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ জনে। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫৩ হাজার ১৯৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবার বর্ষা-উত্তর সময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিতে মশার বিস্তার বেড়েছে। আবার মশা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপেরও ঘাটতি আছে। বিশেষ করে মশা প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতার কাজে সিটি করপোরেশনসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম যথাযথ হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) বিজ্ঞানী মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, সাধারণত যে ব্যক্তি ডেঙ্গুতে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হন, তাঁর মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। এবার অক্টোবর মাসে সংক্রমণ যেমন বেশি, আবার মৃত্যুও বেশি। আগামী মাসেও ডেঙ্গু যে বাড়বে না, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরিস্থিতির উত্তরণে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেমন সক্রিয় করতে হবে, তেমনি স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও যথাযথ করারও বিকল্প নেই।

ডেঙ্গু বর্ষার রোগ হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বর্ষার পর এর সংক্রমণ এবং এতে মৃত্যুও বাড়ছে। এর আগে ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছিল অক্টোবর মাসে, আর সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছিল নভেম্বর মাসে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এ বছর ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি—৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

ডোপ টেস্টের মাধ্যমে প্রথম বর্ষে ভর্তি শুরু

প্রতিনিধি, *শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়*

গুচ্ছভুক্ত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) পঞ্চমবারের মতো ডোপ টেস্টের মাধ্যমে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল আটটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে এ ইউনিটের (বিজ্ঞান) ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১ হাজার ২৫০ শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য গতকাল ডাকা হয়। আজ বৃহস্পতিবার বি ইউনিট (মানবিক) ও সি ইউনিটের (বাণিজ্য) শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি নেওয়া হবে।

ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রেজা সেলিম *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগে যাঁদের রক্তের গ্রুপ জানা নেই, তাঁদের রক্তের গ্রুপও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ডোপ টেস্ট করে তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল দেওয়া হচ্ছে। সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ১৪০ শিক্ষার্থীর ডোপ টেস্ট করা হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে কারও ফলাফল পজিটিভ হয়নি।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো ডোপ টেস্ট চালু করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত কি না, তা দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডোপ টেস্ট কমিটির সদস্য ও সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লা আল সোয়েব বলেন, 'ডোপ টেস্টের চারটি ক্যাটাগরি রয়েছে। এর মধ্যে বেনজুডাইয়াজিপাইন অন্তর্ভুক্ত স্লিপিং পিল, মারিজুয়ানা (গাঁজা), ইয়াবা ও আফিম। স্লিপিং পিলের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী গ্রহণ করা হলে তা গ্রাহ্য করা হচ্ছে। তবে তা মাত্রাতিরিক্ত হলে শিক্ষার্থীর তথ্যগুলো আমরা কাউন্সিল টিম ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৌঁছে দেব। পরে ওই শিক্ষার্থীকে কাউন্সেলিংয়ে রাখবে তারা অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হবে।'

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের' মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানান ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আবু সাঈদ আরফিন খান। তিনি বলেন, সাতটি স্তরে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পন্ন হচ্ছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর রক্ত পরীক্ষা, ডোপ টেস্ট, স্বাক্ষর যাচাই, তথ্য যাচাই ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ভর্তি ফি গ্রহণ, চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশন যাচাই, হল সংযুক্তি প্রদান ও হলের আসন বণ্টনের আবেদন নেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতি ঘণ্টায় ১০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হচ্ছে।

এদিকে শিক্ষার্থীদের রক্ত পরীক্ষা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তদানবিষয়ক সংগঠন 'সঞ্চালন'-এর সদস্যরা। এ ছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) শাবিপ্রবি প্লাটুনের সদস্যরা ভর্তি-ইচ্ছুকদের সার্বিক সহযোগিতায় কাজ করছেন।

ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র প্রভাবে বরিশালে আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। গতকাল সকাল ১০টায় বরিশালের ডিসি ঘাট এলাকায়। ছবি : সাইয়ান

প্রবল ঘূর্ণিঝড় হতে পারে 'দানা'

আবহাওয়া পরিস্থিতি

ঘূর্ণিঝড়টির যে গতিপ্রকৃতি, তাতে এর আছড়ে পড়ার সম্ভাব্য এলাকা ভারতের ওডিশার উপকূল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'দানা' প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর প্রভাবে ইতিমধ্যে দেশের চার বন্দরে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এই হুঁশিয়ারি সংকেত জানানো হয়।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, এখন পর্যন্ত দানার যে গতিপ্রকৃতি, তাতে এর আছড়ে পড়ার সম্ভাব্য এলাকা ভারতের ওডিশার উপকূল। এর প্রভাব পড়তে পারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা খুলনা ও বরিশালের বিভিন্ন এলাকায়। যদিও ঘূর্ণিঝড়টি ঠিক কোথায় আঘাত হানতে পারে, তা নিশ্চিত করে বলার সময় এখনো আসেনি বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া সর্বশেষ বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও এর কাছাকাছি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। এটি গতকাল সন্ধ্যা ছয়টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৬৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ও পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে পারে এবং ঘনীভূত হতে পারে।

আবহাওয়ার বার্তায় বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার। এটি দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরগুলোকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা, ট্রলারগুলোকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গতকাল আট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দেশের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা, ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এদিকে কক্সবাজারের টেকনাফ-সেন্ট মার্টিনে বিকল্প নৌপথে দুর্ঘটনা এড়াতে নৌযান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। গতকাল সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও বিকেল থেকে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন বিকল্প নৌপথে সব ধরনের যাত্রীবাহী ট্রলার ও নৌযান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মালিক সমিতিকে। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আদনান চৌধুরী *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের উপকূল থেকে অনেকটা দূরে হলেও দানা নিয়ে ঝুঁকি কোথায়—এমন প্রশ্নের জবাবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, ঘূর্ণিঝড়টির অতিক্রম করার যে এলাকা, সেখান থেকে বাংলাদেশের উপকূল ডান দিকে। আর ডান দিকে থাকার কারণে বাংলাদেশের উপকূলে এর প্রভাব থাকবে অপেক্ষাকৃত বেশি। বাঁ দিকে থাকলে সাধারণত কম থাকে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূল অতিক্রম করে। সে সময় এর গতিপথের ডান দিকেই ছিল বাংলাদেশের উপকূল।

পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিস
৯৯৯
জনস্বার্থে : প্রথম আলো

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২২ অক্টোবর, ২০২৪
০৬ কার্তিক, ১৪৩১
১৮ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস কবে?

  উত্তর: ২২ অক্টোবর। (এবারের প্রতিপাদ্য- "ছাত্র জনতার অঙ্গীকার, নিরাপদ সড়ক হোক সবার")

- কে 'রূপসী বাংলার কবি', 'নির্জনতম কবি', 'শুদ্ধতম কবি' হিসেবে পরিচিত?

  উত্তর: কবি জীবনানন্দ দাশ। (মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪)

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাময়িক হিসেব অনুযায়ী, জিডিপিতে পরিবহন সেক্টরের অবদান কত?

  উত্তর: ৭.৩৭%।

- বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কত হতে পারে?

  উত্তর: ৪ শতাংশ।

- অক্সফামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

  উত্তর: ১৬১তম। (১৬৪টি দেশের মধ্যে)

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধির নাম কী?

  উত্তর: সালাউদ্দিন নোমান চৌধুরী।

- ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' নামকরণ করেছে কোন দেশ?

  উত্তর: কাতার।

- সম্প্রতি কিউবায় আঘাত হানা শক্তিশালী হারিকেনের নাম কী?

  উত্তর: অস্কার।

BCS & Other
- Job Preparation -
আমাদের চ্যানেল খুজে পেতে টেলিগ্রামে সার্চ করুন
BCS_47th লিখে
টেলিগ্রাম লিংকঃ https://telegram.me/bcs_47th

২৩ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯২৯	বাঙালি কবি ও লেখক শামসুর রাহমান জন্মগ্রহণ করেন।
২০১২	বাঙালি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম ব্রিটিশদের কাছে পরাজয় বরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৮৫৩	রুশ-তুরস্ক মহাযুদ্ধ শুরু হয়।
১৯৫৯	কাশ্মীর সীমান্তে ভারত-চীন সংঘর্ষ শুরু হয়।
১৯৮৯	হাঙ্গেরি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।
১৯৪২	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিশরের উত্তরাঞ্চলীয় আল আলামিন এলাকায় ব্রিটিশ ও জার্মান নাৎসি বাহিনীর মধ্যে বিখ্যাত আল আলামিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

BCS & Other
-Job Preparation-
আমাদের চ্যানেল খুজে পেতে টেলিগ্রামে সার্চ করুন
BCS_47th লিখে
টেলিগ্রাম লিংকঃ https://telegram.me/bcs_47th

BCS & Other
-Job Preparation-
আমাদের চ্যানেল খুজে পেতে টেলিগ্রামে সার্চ করুন
BCS_47th লিখে
টেলিগ্রাম লিংকঃ https://telegram.me/bcs_47th

BRICS শীর্ষ সম্মেলন

Brazil, Russia, India, China, and South Africa

আয়োজন : ১৬তম

সময়কাল : ২২-২৪ অক্টোবর, ২০২৪।

স্থান : কাজান, রাশিয়া।